লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ | ২৯ জিলহজ্ব, ১৪৪০ হিজরি | ৩১ জহুর, ১৩৯৮ হি. শা. | ৩১ আগষ্ট, ২০১৯ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

Jalsa Salana UK 2019

2nd, 3rd & 4th August

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

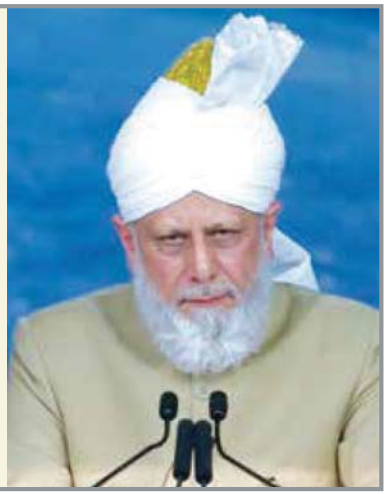

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

বিশ্বজুড়ে অশান্ত পরিস্থিতি চলমান উত্তরণের জন্য বেশি বেশি দোয়া এবং দরূদ পাঠ জরুরী

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সাথে সকল নিয়ামতরাজি চরমোৎকর্ষে পৌঁছে গেছে তা জাগতিক বা আধ্যাত্মিক যাই হোক না কেন। এখন কামেল ধর্ম ইসলামের পর নতুন কোন ধর্ম বা শরীয়তের প্রয়োজন নেই। কেউ এ প্রশ্ন উঠাতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে জাগতিক নিয়ামতরাজি পরম পরাকাষ্ঠা লাভ করেনি বরং এখনও প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন আবিষ্কারাদী সামনে আসছে। একথা তাদের কাছে সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, মহানবী (সা.)-ই পরিপূর্ণ এবং কামেল নবী। তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা গোটা বিশ্বের সকল মানবের জন্য আবির্ভূত করেছেন এবং তাঁর যুগকে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। আজ নব আবিষ্কাররূপে যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলমান বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা যদি এর প্রতি মনোযোগ দেন এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে তাদের গবেষণা কর্ম চালিয়ে যান তাহলে তাঁদের গবেষণার অনেক খোরাক তাঁরা এখান থেকে এখনও লাভ করতে পারবেন।

মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার দাস বা প্রেমিকের যুগে এমন এমন জিনিষ উদ্ভাবিত হচ্ছে যার কল্যাণে ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে অনেক গতি সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অনন্য শিক্ষা আর তাঁর সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এমনসব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে যা একজন মু'মিনের বিশ্বাস এবং ইমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করছে। এসব দেখে মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসায় হৃদয় ভরে যায় আর মানুষ দরূদ পাঠের প্রেরণা পায়।

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন
ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ"।

যে ব্যক্তি সত্যিকারেই বুঝে-শুনে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে সে অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ লালন করতে পারে কি? তাঁর আল্ বা বংশধর এবং সাহাবীদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করতে পারে কি? এই হাদীসের প্রতি মনোযোগ দিলে আজ ধর্মের নামে যেসব ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি হচ্ছে তা দূর হতে পারে। মহানবী (সা.)-এর উম্মত সম্পর্কে 'রুহামাউ বাইয়্যেনাহুম' অর্থাৎ- 'তারা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত' (সূরা আল্ ফাত্হ: ৩০) বলা হয়েছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় তথাকথিত রসূল প্রেমিরা মুখে দরূদ পাঠ করে ঠিকই কিন্তু তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দের লক্ষণ আদৌ নেই বরং তারা বহুধা বিভক্ত। এখন মহররম মাস, এ মাসে মুসলমানরা পরস্পরের রক্ত ঝড়ানোয় মত্ত। বড় বড় নামধারী আলেম-উলামা রসূলের মিম্বরে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর অনুপম শিক্ষা প্রদানের পরিবর্তে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়ায়, মানুষকে হিংসাত্মক কর্মের জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করে। এরা শান্তির দূত না হয়ে ঘৃণার দূত হিসেবে কাজ করে। কারবালায় শিয়া-সুন্নি পরস্পরের উপর আক্রমন করে। মহররমের দিন কখনও ভালোয় ভালোয় কাটলেও পরে এদের হৃদয় থেকে ঘৃণার লাভা উদগীরিত হয়। প্রচুর হানাহানির সংবাদ পাওয়া যায়। বাহ্যত দরূদ পাঠ করলেও এরা এমন জঘণ্য কাজ করে বেড়ায় যা অবিশ্বাস্য।

কেউই এসব নামধারী মুসলমানদের আক্রোশ এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। তাই অধিকহারে দরূদ পাঠ করতে হবে আর বিশ্বের চলমান অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহদী (আ.) হযরত হুসাইন (রা.) সম্পর্কে বলেন,

'হযরত হুসাইন (রা.) পবিত্রকারী ও পবিত্র ছিলেন এবং নি:সন্দেহে সেইসব মনোনীত লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাদেরকে খোদা তা'লা নিজ হাতে পবিত্র করেছেন। স্বীয় ভালবাসায় খোদা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন। নি:সন্দেহে তিনি বেহেশ্তের সর্দারদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর প্রতি বিন্দু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান হারানোর কারণ। তাঁর ঈমান, খোদার প্রতি ভালবাসা, ধৈর্য্য, ত্বাকওয়া, দৃঢ়চিত্ততা, খোদাভীতি ও ইবাদতের মান আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। সে হৃদয় ধ্বংসপ্রাপ্ত যে তাঁর প্রতি শত্রুতা রাখে। আর সফলকাম সেই হৃদয় যা কার্যত তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে।'

সকল মুসলমানই মহানবী (সা.)-এর আল্ বা বংশধরদের জন্য দোয়া করে থাকে আর এ দোয়াতে কেবল তাঁর রক্তসম্পর্কের বংশধররাই নয় বরং যারা তাঁর সাথে আধ্যাত্মিকতার বন্ধনে আবদ্ধ তারাও অন্তর্ভূক্ত। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল রসূল প্রেমিকের জন্য রসূলল্লাহ্ (সা.) ভালবাসার এই উপদেশ দিয়েছেন। আজ মুসলমানরা যদি এই রহস্যটি বুঝে, তাহলে পরস্পরের মসজিদে আত্মঘাতি বোমা হামলা করতে পারে না। মুসলমানদের চিন্তা করা উচিত যে, আজ কি কারণে এসব হচ্ছে। একটি যুগ ছিল যখন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এবং মমত্ববোধ পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু আজ সর্বত্র পরস্পরের বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণার বিষবাস্প ছড়ানো হচ্ছে। কি হয়েছে? কার ক্রোধের দৃষ্টি পড়েছে? কোথায় অবাধ্যতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখা উচিত! দুর্বলতা কোথায় তা খুঁজে বের করা এখন সময়ের দাবী।

মহানবী(সা.)-এর প্রতি যাদের ভালবাসা রয়েছে তাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে ভালবাসা থাকা আবশ্যক। এ মাসে অজস্রধারায় দরূদ শরীফ পাঠ এবং উম্মতে মুসলেমার মধ্য হতে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীভূত হবার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। মহানবী (সা.) এবং সে সকল মানুষ, যাদেরকে তিনি (সা.) ভালবাসতেন তাদেরকে এমনভাবে ভালবাসার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিন; যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।

সূচিপত্র

৩১ আগষ্ট ২০১৯

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃতবাণী	৫
ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)	৬
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ আগস্ট, ২০১৯ মোতাবেক ০৯যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা**	৯
প্রেস বিজ্ঞপ্তি– **আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করলেন ৬,৬৮,০০০ এর অধিক মানুষ**	২১
প্রেস বিজ্ঞপ্তি– **লন্ডনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ঈদ-উল আযহিয়ার খুতবা**	২৫
"মহানবী (সা.)-এর নসীহত করার বা উপদেশ প্রদানের পদ্ধতি" (২০১৯ সালের যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা) বক্তা: মওলানা ফযলুর রহমান নাসের, ইউকে	২৭
ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম? ইসলামে শান্তি লাভের পদ্ধতি খন্দকার আজমল হক	৩৩
গণপিটুনিতে নিরীহ মানুষ হত্যা এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৬
ঘুরে এলাম কাদিয়ান মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, শৈলমারী জামাত	৩৮
কবিতা– ডাকছে মহান যুগের ইমাম সোহেল মাহমুদ	৪০
সময়ের কৃষিবার্তা: পেঁপে চাষ কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	৪১
সংবাদ	৪৩

পাক্ষিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন

www.ahmadiyyabangla.org

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল কাহ্‌ফ-১৮

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩০। এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে (প্রেরিত), সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক।' আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার সামিয়ানা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে; এবং যদি তারা ফরিয়াদ করে তাহলে এমন গলিত ধাতুর ন্যায় পানি দিয়ে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে, যা তাদের মখমণ্ডলকে ঝলসে দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝

৩১। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে (তাদের পুরস্কার অবধারিত), যারা উত্তম কর্ম করে, আমরা কখনও তাদের প্রতিদান নষ্ট করব না;

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩২। এরাই এমন লোক, যাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ (নির্ধারিত) আছে, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে, তাতে তাদেরকে সোনার কাঁকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে, এবং তারা চিকন ও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্রসমূহ পরিধান করবে, তথায় তারা সুসজ্জিত পালঙ্কসমূহের ওপর (তাকিয়ায়) হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে,[১৬৮৮] এটা কত উত্তম পুরস্কার এবং কত মনোরম বিশ্রামস্থল!

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۝

৩৩। এবং তুমি তাদের সম্মুখে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাদের মধ্য হতে একজনের জন্য আমরা দুইটি আঙ্গুরের বাগান প্রস্তুত করেছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা (চারদিক দিয়ে) ঘিরে রেখেছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলাম।[১৬৮৯]

১৬৮৮। সোনার কাঁকন রাজপদের প্রতীক। তাই তফসীরাধীন আয়াতের মর্ম এটাই হতে পারে যে, মুসলমানগণ বিশাল এবং প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অপরিমিত ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে, এবং তাদের স্ত্রীলোকগণ সোনালী জরি ও বুটিদার সুন্দর রেশমী ভূষণ পরিধান করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তখন পূর্ণ হয়েছিল যখন পারশ্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজ-ভাণ্ডার সেই সকল মুসলমানদের পদতলে সমর্পিত হয়েছিল যারা এক সময় পশুর মোটা চামড়া ও লোম দ্বারা নির্মিত বস্ত্র পরিধান করত।

১৬৮৯। এই আয়াতে খৃষ্টান এবং মুসলমান দুইটি জাতির অবস্থা রূপক কাহিনীরূপে আরম্ভ হয়েছে। 'দুইটি লোক' দুইটি জাতিকে উপস্থাপন করছে এবং 'দুইটি বাগান' খৃষ্টান জাতিসমূহের দুইটি উত্থানকালের প্রতিরূপ বর্ণনা করছে। এই আয়াত চিহ্নিত করে দেয় যে, খৃষ্টান জাতিগুলি তাদের বৈচিত্রময় ইতিহাসের মধ্যে 'দুইবার' প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিতে উত্থিত হবে। প্রথমবার ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং দ্বিতীয় উত্থান হয়েছিল সপ্তদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করতে আরম্ভ করেছিল। তারা অভাবনীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন করল যা উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।

হাদীস শরীফ

অহং ও হীনমন্যতা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা রা'দ ঃ ১২)।

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বালা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) ক্বালা ***'ইযা ক্বালার রাজুলু হালাকান্‌নাসু ফাহুয়া আহলাকাহুম'*** *(মুসলিম)।*

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল, বস্তুতঃ এই কথা বলে সে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক-অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে। উন্নতির জন্য মানুষের মধ্যে সব উপাদান রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার-অহমিকায় ভোগে, আবার কেউ হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে, যা অনেকের মাঝে মিথ্যা অহংরূপে বিদ্যমান থাকে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ-সাহসের সঞ্চার করতে হবে, তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। এর পরিবর্তে চেষ্টা না করে যদি বলতে থাকে যে, ধ্বংস হয়ে গেল– তবে এটা অত্যন্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে তারা নিরুৎসাহিত হবে, হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় আসলেন। পলায়ন করা ইসলামে হারাম, আর 'আমরা পলায়ন করেছি'- এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতেন না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লেন, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ, আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আমরা, আর কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআান এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ-মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি–

'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

কাফেররা দাবির সাথে বলেছে যে, এখন এই ধর্ম শিগ্‌গীরই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের এই সাক্ষ্য কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। সেই সন্ধিক্ষণে তাদের শোনানো হয়েছিল– *ইউরিদুনা আই'ইউত্‌ফিউ' নূরাল্লাহি বি আফওয়াহিহিম্ ওয়া ইয়া' বাল্লাহু ইল্লা আই'ইউতিম্মা নূরাহু ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন* [সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩২] অর্থাৎ এ লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কার ভরে নিজ মুখে বাগাড়ম্বরের সাথে প্রলাপ বকে যে–'এ ধর্ম কখনও সফল হবে না, এ ধর্ম আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে'। কিন্তু খোদা কক্ষণো এ ধর্ম বিনষ্ট হতে দেবেন না। যতক্ষণ না একে পূর্ণতা দান করছেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হবেন না ।

'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো'

অপর এক আয়াতে তিনি বলেছেন, *ওয়াআ'দাল্লাহুল্লাযিনা আমানু* .....[সূরা তুন্ নূর ঃ ৫৬] অর্থাৎ খোদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধর্মে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর খলীফাদের সৃষ্টি করবেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, অর্থাৎ-যেভাবে মূসা (আ.) এর সিলসিলায় দীর্ঘকাল ধরে খলীফা ও বাদশাহ্ প্রেরণ করেছেন, তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও করবেন, আর তা নির্বাপিত হতে দিবেন না [জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯০]

অতএব হে বন্ধুগণ! আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান যখন এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বেগাকুল না হয়। তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতও দেখা আবশ্যক, কেননা এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কারণ এটা স্থায়ী, যার চলমান ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ আমি না যাচ্ছি, সেই দ্বিতীয়-কুদরত আসতে পারে না। আর আমি যখন চলে যাবো, তোমাদের জন্য খোদা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন, যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, যেমনটা 'বারাহীনে আহমদীয়া'-য় খোদার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্পর্কে নয় বরং তোমাদের সম্পর্কে। যেমন– খোদা তা'লা বলেছেনঃ

ম্যাঁয় ইস্ জামা'তকো জো তেরে প্যারাও মেঁ হ্যায়, কিয়ামত তক দুসরোঁ প্যর গালবাহ্ দুঙ্গা।

[অর্থাৎ 'তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো' – অনুবাদক]

সুতরাং তোমাদের সাথে অবশ্যই আমার বিচ্ছেদের দিন আসবে, যেন এর পর সেই দিন আসে, যা 'চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস'।

[আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৩১তম কিস্তি)

গজনবী মহোদয়গণ এবং মৌলবী মহিউদ্দিন সাহেবের 'ইল্‌হাম' বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মিয়া আব্দুল হক সাহেব গজনবী এবং লক্ষ্ণ নিবাসী মৌলবী মহিউদ্দিন সাহেব এ অধম সম্পর্কে লেখেন যে, তাঁদের প্রতি এ মর্মে ইল্‌হাম হয়েছে যে এ ব্যক্তি জাহান্নামী। সুতরাং আব্দুল হক সাহেবের ইলহামে তো স্পষ্টত "সা-ইয়াস্‌লা নারান যাতা লাহাবিন"– বাক্যটি মওজুদ রয়েছে। আর মহিউদ্দিন সাহেবের প্রতি ইলহাম হয়েছে যে, এই ব্যক্তি এরকম 'মুল্‌হিদ (ধর্মচ্যুত) ও কাফির', যে কখনও হেদায়াত প্রাপ্ত হবে না। এতে এটা স্পষ্ট, এ উভয় মহোদয়– 'খোদা এঁদের বেহেশ্‌ত নসিব করুন'– এ অধম সম্পর্কে জাহান্নামী এবং কাফির হবার ফত্‌ওয়া জারি করেছেন এবং বড় জোরে-শোরে নিজেদের ইল্‌হাম ছেপে প্রকাশ করেছেন। আমি এক্ষেত্রে এ মহোদয়দ্বয়ের ইল্‌হামগুলো সম্পর্কে বেশী কিছু লেখা জরুরী মনে করি না। কেবল এ টুকু লেখা যথেষ্ট যে, ইল্‌হাম 'রহমানী' বা আল্লাহ্‌প্রদত্তও হয় এবং শয়তানীও হয়ে থাকে। মানুষ যখন তার বাসনা ও খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কোন বিষয় উন্মোচনের জন্য 'ইস্তিখারাহ' বা 'ইস্তিখবারাহ' স্বরূপ মনোসংযোগ করে, বিশেষত: এ অবস্থায়– যখন তার অন্তরে এ আকাঙ্খা লুক্কায়িত থাকে, যেন তার ইচ্ছা অনুযায়ী কারও সম্পর্কে কোনো মন্দ বা ভাল কথা ইল্‌হামস্বরূপ তার জ্ঞানগোচর হয়, তখন শয়তান তার মনোবাঞ্ছায় অনুপ্রবেশ করে। আর তখন কোনো বাক্য তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে সেটি শয়তানী বাক্য হয়ে থাকে। এই অনুপ্রবেশ ক্রিয়া কখনও নবী-রসূলগণের ওহীর মাঝেও সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেটি তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত করা হয়। এ দিকেই আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' কুরআন করীমে ইঙ্গিৎ দান করেন: "ওয়ামা আরসলানা মিন্ ক্বাবলিকা মিন্ রাসূলিন ওয়ালা নবীয়েন ইল্লা ইযা তামান্না আল্‌ক্বাশ্ শাইতানু ফি উম্‌নিয়াতিহি...।" (সূরা আল্ হাজ্জ: ৫৩) অর্থ: 'আর আমরা তোমার পূর্বে যখনই কোন রসূল ও নবী পাঠিয়েছি সে যখনই কোন ইচ্ছা করেছে তখনই শয়তান তার ইচ্ছার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানের সৃষ্ট বাধা দূর করে দেন' –অনুবাদক]। অনুরূপ ইঞ্জিলেও লেখা আছে, 'শয়তান তার চেহারা নূরী ফিরিশ্‌তাদের সাথে বদল করে কোন কোন ব্যক্তির কাছে চলে যায়'। দেখুন ক্রন্থিয়-২: অধ্যায় ১১সূত্র ১। এবং তৌরাতে সন্নিবেশিত 'রাজাবলী বা 'সালাতীন: অধ্যায় ২২, শ্লোক ১৯– এতে লেখা আছে, 'একজন বাদশাহর আমলে চারশ' জন নবী এক যুদ্ধে তার বিজয় লাভ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আর সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। বাদশাহ পরাজিত হন বরং যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। এর কারণ ছিল এটাই যে, প্রকৃতপক্ষে ঐসব ইল্‌হাম ছিল একটা বদ আত্মার পক্ষ থেকে। নূরী ফিরিশতার পক্ষ থেকে ছিল না। ঐ নবীগণ ধোকাগ্রস্ত হয়ে খোদার পক্ষ থেকে মনে করেছিলেন।' অতএব খেয়াল করা উচিত, যে-অবস্থায় কুরআন করীম অনুযায়ী ওহী ও ইল্‌হামে শয়তানের অনুপ্রবেশ সম্ভবপর এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী তওরাত ও ইঞ্জিল এই অনুপ্রবেশ-ক্রিয়ার সত্যায়নকারী, এ কারণেই ওলী-আওলীয়ার ইল্‌হাম কিম্বা সাধারণ মু'মিনদের ইল্‌হাম কুরআন করীমে বর্ণিত রীতিনীতি ও মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ ও সমর্থিত হওয়া ব্যতিরেকে যেখানে গ্রহণযোগ্য নয়, সেখানে দর্শকদের গভীর বিবেচনার বিষয় যে, কী করে এবং কী রকম অজুহাতের মাধ্যমে মিঞা আব্দুল হক সাহেব এবং মিঞা মহিউদ্দিন সাহেব তাঁদের ইল্‌হামসমূহকে রহমানী (-খোদাপ্রদত্ত) বলে বুঝে নিলেন?

তাদের ইলহামগুলোর সারকথা হলো, যে-ব্যক্তি মরিয়মপুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুবরণে বিশ্বাসী এবং দুনিয়ায় স্বয়ং তাঁরই পুনরাগমন ঘটবে বলে স্বীকার করে না, সে 'কাফির'। কিন্তু দর্শকবৃন্দ এখন এই পুস্তক (ইযালায়ে-আওহাম) পাঠ করে 'হাক্কুল-একীন' (অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস)-এর পর্যায়ে বুঝে যাবেন, প্রকৃতপক্ষে যে-বাস্তব বিষয়

কুরআন করীম থেকে প্রকাশ পাচ্ছে সেটি এই যে, সত্যিসত্যি হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম (আ.) নিশ্চিৎ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং শত-সহস্র বছর ধরে মৃত্যুবরণকারীদের দলভুক্ত হয়েছেন। অতএব মিঞা মহিউদ্দিন ও মিঞা আব্দুল হক্ সাহেবানের শয়তানী ইল্‌হামের বড় ও জোরালো এই চিহ্ন বেরিয়ে আসলো যে, কুরআন করীম তাদের এই ধারণাকে চূড়ান্তভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং কোষমুক্ত তলোয়ার নিয়ে এর মোকাবিলায় দন্ডায়মান। এতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো, মহাপ্রতারক ইবলিস (তার সঙ্গে তাদের) কোন অভ্যন্তরিণ সামঞ্জস্যতার কারণে উল্লেখিত এই উভয় মহোদয়কে তাদের ইস্তেখারার সময় কাবু করে ফেলেছে এবং কুরআন করীমের নীতি ও অভিপ্রায় বিরোধী শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করেছে। ভালো কথা, এ মহোদয়দের 'ইল্‌হাম' সত্য হয়ে থাকলে তারা এখন কুরআন করীমের আলোকে ঈসা-মসীহ্ (আ.)-এর জীবিত থাকা সম্পর্কে দেখিয়ে দিন –আমরা দশ বা বিশটি আয়াতের জন্য দাবী জানাই না, হযরত ঈসার জীবিত থাকার সম্পর্কে কেবলমাত্র একটি আয়াত উপস্থাপন করুন। আর যে ফিরিশ্‌তা এই অধমের জাহান্নামী বা কাফির হবার সম্পর্কে ঝট্‌পট্ তরিৎ বেগে দু-তিনটি বাক্য তাদের কর্ণ-গোচর করেছিল, এখন তারই স্মরণাপন্ন হয়ে সবিনয় আবেদন করুন, 'আমাদের সাহায্য কর।' কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এসব 'ইলহাম' খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকলে অন্তত ত্রিশটি আয়াত হযরত ঈসার জীবিত থাকার সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অন্তরে 'ইল্‌কা' (উদ্রেক) হবে। কেননা আমরাও তো ত্রিশটি আয়াত হযরত ঈসার (আ.) মৃত্যুবরণের সপক্ষে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এ সকল লোক একটি আয়াতও উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। কেননা এঁদের 'ইল্‌হামসমূহ' শয়তানী। আর 'শয়তানের দল' তো চিরকালই পরাস্ত ও পরাজিত। এই বেচারী (শয়তান) লা'নতসমূহের শিকার স্বয়ং দুর্বল। সে আবার অন্যদের কীই বা সাহায্য করবে?!

তাছাড়া এ-ও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, 'রহমানী' ইলহাম স্বীয় সত্যতার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে সনাক্ত বা পরিচিত হয়ে থাকে। কোন দাবী দলিল-প্রমাণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 'আলীম' (সর্বজ্ঞ) ও 'হাকীম' (প্রজ্ঞাময়) খোদা এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে জানেন যে, এ অধম কেবল তখনই নিজের 'ইলহামসমূহ'কে খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে অনুধাবন করেছে, যখন শত শত ইল্‌হামকৃত ভবিষ্যদ্বাণী উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হয়েছে। অতএব যে-ব্যক্তি এ অধমের মোকাবিলায় দন্ডায়মান হবেন তার জন্য অত্যাবশ্যক, তিনি যেন তার ইল্‌হামসমূহ ' খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত' হবার প্রমাণে আমার মত কিছু সংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করেন। বিশেষত: এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বর্ণনা করেন যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপার প্রমাণস্বরূপ হয়। কেননা এগুলো আল্লাহ্‌র বরেণ্য বান্দাগণের সত্যতা সনাক্তের জন্য উত্তম প্রমাণস্বরূপ হয়ে থাকে। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী যেন কোন ভবিষ্যতকালের দৃশ্যমান অনুগ্রহরাজীর প্রতিশ্রুতি দান করে। আল্লাহ্ তা'লার বরেণ্য বান্দাগণের সনাক্ত করার জন্য এ ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উত্তম দলিল-প্রমাণ বিশেষ হয়ে থাকে। কারণ, খোদা তা'লা সে-সকল লোকের প্রতি কৃপাবর্ষণ করে থাকেন যাদের তিনি সদয় দৃষ্টিতে দেখেন।

উর্দ্দু ভাষায় অবতীর্ণ ইলহামসমূহের বঙ্গানুবাদ ঃ (রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪১ দ্রষ্টব্য)

যে-সব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার ওপর আমার সত্যতা নির্ভরশীল সেগুলো নিম্নরূপ। খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেন, 'তুমি পরাভূত হয়ে অর্থাৎ বাহ্যত পরাভূত হবার মতো গণ্য হয়েও পরিশেষে বিজয়ী হবে এবং শুভ পরিণতি তোমারই হবে। যে-দায়দায়িত্বভার তোমার পৃষ্ঠ-দেশ ভঙ্গের কারণ হয়েছিল তা আমরা তোমার জন্য লাঘব করে দিয়েছিলাম। খোদা তা'লারই ইচ্ছা, তিনি তোমার অনন্যতা ও তোমার মাহাত্ম্য ও তোমার পরিপূর্ণতামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ ছড়িয়ে দিবেন। খোদা তা'লা তোমার চেহারাকে প্রকাশমান করবেন। তোমার ছায়াকে দীর্ঘায়িত করবেন। জগতে একজন সতর্ককারী এসেছেন। দুনিয়া তাকে গ্রহণ করেনি, কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং বড় জোরালো আক্রমণসমূহ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশিত করবেন। অদূর ভবিষ্যতে তিনি তাকে অতি মহান এক দেশ দান করবেন– অর্থাৎ তাকে কবুলীয়ত তথা গ্রহণীয়তা ও বরণীয়তা দান করা হবে এবং বহু সংখ্যক মানুষের হৃদয়কে তার দিকে আকৃষ্ট করা হবে। রত্নভাণ্ডারসমূহ উন্মোচিত করা হবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ভাণ্ডারসমূহ তার জন্য উন্মোচিত করা হবে। কেননা, আকাশের যে সম্পদ খোদা তা'লার বিশেষ ভক্তদের দান করা হয়– যা তারা জগতে বিতরণ করে থাকেন তা জগতের টাকা-পয়সা ও সোনা-চাঁদি নয়, বরং প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান হয়ে থাকে। যেমন, খোদা তা'লা এ দিকেই ইঙ্গিত দান করে বলেন: "ইউতিল্ হিক্‌মতা মানঁইয়াশাউ ওয়া মানঁইউতাল্ হিকমতা ফাক্বাদ উতিয়া খাইরান কাসীরা।" [(আল্ বাকারা : ৭০) অর্থ: 'তিনি যাকে চান হিকমত ও প্রজ্ঞা দান করে থাকেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, নিশ্চয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দেয়া হল।' –অনুবাদক]। 'খাইর' শব্দটির দ্বারা পবিত্র মাল বুঝায়। অতএব পবিত্র সম্পদ হিকমত ও প্রজ্ঞাই বটে। এদিকেই হাদীসে-নববীতেও ইশারা রয়েছে: "ইন্নামা আনা ক্বাসেমুন ওয়াল্লাহুল্ মু'তি।" [অর্থ: নিশ্চয় আমি একজন বিতরণকারী এবং আল্লাহ্ মহান দাতা]।' এ হলো সেই মাল বা ধন-সম্পদ, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র নির্দেশনাবলীর মধ্যকার একটি নিদর্শন। এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহ এবং তোমাদের দৃষ্টিতে অতি বিস্ময়কর।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা অচিরেই তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের

চতুষ্পার্শ্বে নিদর্শন দেখাব। 'হুজ্জত্' (অকাট্য যুক্তি) প্রতিষ্ঠিত করব এবং বিজয় প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হবে। কী! এ লোকগুলো কি বলে যে তারা এক ভারী ও বৃহৎ দল? এরা সবাই পলায়ন করবে, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে। যদিও মানুষ তোমাকে পরিত্যাগ করবে, কিন্তু আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করবো না। যদি মানুষ তোমাকে রক্ষা না করে, তবে আমি তোমাকে রক্ষা করবো। আমি চমক দেখাবো এবং কুদরত প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাবো। হে ইব্রাহীম! তোমার ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক; আমরা তোমাকে খাঁটি ও প্রকৃষ্ট বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার মাধ্যমে তোমাকে বেছে নিয়েছি। খোদা তোমার সব কাজ সুধরিয়ে দিবেন এবং তোমার সকল মনোবাঞ্ছা তোমাকে পুরোপুরি দান করবেন। তুমি আমার সঙ্গে এরূপ সম্পর্কে সম্পর্কিত, যেরূপ আমার 'তৌহিদ ও তফ্‌রীদ' তথা একত্ববাদ ও অনন্যতা আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। খোদা এমনটি নন যে তোমাকে একা (অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হতে আলাদা করেন। তিনি তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার বংশধরকে বাড়াবেন ও সমৃদ্ধ করবেন। পরিশেষে তোমার খান্দান বা পরিবারের সূচনা তোমা থেকেই নির্ধারিত হবে। আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রান্তসমূহ পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে প্রসিদ্ধি দান করবো এবং তোমার স্মরণ ও স্মৃতি এবং সুখ্যাতি সমুন্নত করবো। তোমার ভালবাসা মানুষের হৃদয়ে ঢেলে দিব। 'জাআল্‌নাকাল্ মসীহাব্‌না মারইয়ামা' (আমরা তোমাকে মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম বানিয়েছি)। তুমি তাদের বলে দাও, 'আমি ঈসার পদে এসেছি।' তারা বলবে, 'আমরা পূর্ববর্তীদের কাছে এমনটি শুনি নি।' অতএব তুমি তাদের জবাব দাও, 'সাধারণ ভাবে তোমাদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক নয়। খোদা উত্তম জ্ঞানী। তোমরা বাহ্যিক শব্দ ও ইলহামে তুষ্ট। প্রকৃত জ্ঞান তোমাদের ওপর উন্মোচিত নয়। যে-ব্যক্তি খানা-কা'বার ভিত্তিস্থাপনকে একটি ঐশী প্রজ্ঞার বিষয় বলে অনুধাবন করে, সে বড়ই বুদ্ধিমান। কেননা সে ফিরিশ্‌তালব্ধ স্বর্গীয় রহস্যাবলীর একাংশের অধিকারী। একজন দৃঢ়সংকল্পশালী পুত্র জন্ম লাভ করবে। সে রূপ ও গুণে তোমার নজির বা দৃষ্টান্ত হবে। সে তোমারই ঔরশজাত হবে। "ফরযান্দ দেলবন্দ গ্রামি আর্জমন্দ, মায্‌হারুল্ হাক্কি ওয়াল্ উলা, কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্‌সামা।' (অর্থাৎ মহামর্যাদাবান, সত্য ও উচ্চগুণসম্পন্ন এবং সম্মানের বিকাশস্থল– যেন আকাশ থেকে আল্লাহ্ অবতরণ করেছেন।' –অনুবাদক)।

আরবি ভাষায় অবতীর্ণ ইলহামসমূহের অনুবাদ: (উল্লেখিত পুস্তকের ৪৪১ পৃ: দ্রষ্টব্য)

"বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ আলাদা রকম এক সময়কাল তোমার জন্য উপস্থিত হবে। তুমি দূরবর্তী (অধ:স্তন) বংশধরদের প্রত্যক্ষ করবে। নিশ্চয় আমরা তোমাকে পবিত্র ও সুন্দর এক জীবন দান করব– আশি বছর বা এর কাছাকাছি। নিশ্চয় তুমি আমাদের চোখের সামনে সবিশেষ নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণে আছো। আমি তোমাকে 'আল্ মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীল) নামে অভিহিত করেছি। আল্লাহ্ তাঁর আরশ হ'তে তোমার প্রশংসা করেন। তারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এগুলো নিয়ে উপহাস করেছে। তাদের সবার মোকাবিলায় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। তাকে (মুহাম্মদী বেগম –অনুবাদক) তিনি তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবেন। আল্লাহ্‌র সকল কথা অপরিবর্তনীয়। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা (তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য অনুযায়ী) পূর্ণ করে ছাড়েন।' (ইশ্‌তিহার, ১০ জুলাই ১৮৮৭ইং) (মুহাম্মদী বেগম ও তাঁর স্বামী পরিশেষে তৎক্ষণাৎ ঈমান আনয়নের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করেন –অনুবাদক)।

এখন আমি নমুনা স্বরূপ যে-পরিমাণ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বর্ণনা করেছি প্রকৃতপক্ষে আমার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য তা-ই যথেষ্ট। যে-ব্যক্তি নিজেকে 'মুল্‌হাম' বা ইল্‌হামপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে আমাকে মিথ্যাবাদী ও জাহান্নামী বলে মনে করে তার জন্য ফয়সালার পদ্ধতি এটাই আবশ্যকীয় যে, সে-ও যেন নিজ সত্যতা সম্পর্কে অনুরূপ নিজের কিছু ইল্‌হাম কোনো পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করে। আর তাতে অনুরূপ পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উপস্থাপন করা হোক। এতে করে মানুষ নিজেরা এগুলোর পূর্ণতা লাভের সময় অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গৃহীত ও বরেণ্য এবং কে প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত। নচেৎ কেবল দাবী করায় কোনো কিছু প্রমাণিত হতে পারে না।

আর খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহরাজীর মাঝে এ-ও আমাকে দান করা হয়েছে যে, তিনি আমাকে কুরআন করীমের অটল সত্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও প্রভূত জ্ঞানতত্ত্বে ভূষিত করেছেন। জানা আবশ্যক যে, 'মুতাহ্‌হারূন' তথা আল্লাহ্‌র পবিত্রকৃত বান্দাদের পরিচিতিমূলক চিহ্নসমূহের মাঝে অন্যতম চিহ্ন এ-ও যে, পবিত্র কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞানে তাদের ভূষিত করা হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ্ 'জাল্লাশানুহু' বলেন, "লা-ইয়ামাস্‌সুহু ইল্লাল্ মুতাহ্‌হারূন" [(সূরা আল্ ওয়াক্বিয়া) অর্থ: 'কেবল পবিত্রকৃত ব্যক্তিগণই একে (অর্থাৎ কুরআনিক তত্ত্বজ্ঞান) স্পর্শ করে থাকে"–অনুবাদক]। অতএব বিরুদ্ধবাদীদের ওপরও অবশ্য-কর্তব্য বর্তায়, এ যাবৎ আমি যে-পরিমাণ কুরআন করীমের সূক্ষ্মজ্ঞানতত্ত্ব আমার প্রণীত পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছি এর মোকাবিলায় তারাও যেন নিজেদের কিছু লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের নমুনা তুলে ধরেন। কোন পুস্তক প্রণয়ন করে তাতে তা প্রকাশ করেন। যাতে মানুষ দেখতে ও জানতে পারে, যে-সব জ্ঞানতত্ত্ব 'আল্লাহ্-ভক্তগণ' পেয়ে থাকেন এর কতটার তাঁরা অধিকারী। তবে শর্ত এই যে, এ-সব যেন কিতাবাদির নকল বা অনুলিপি না হয়। (চলবে)

ভাষান্তর:

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ আগস্ট, ২০১৯ মোতাবেক ০৯ যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

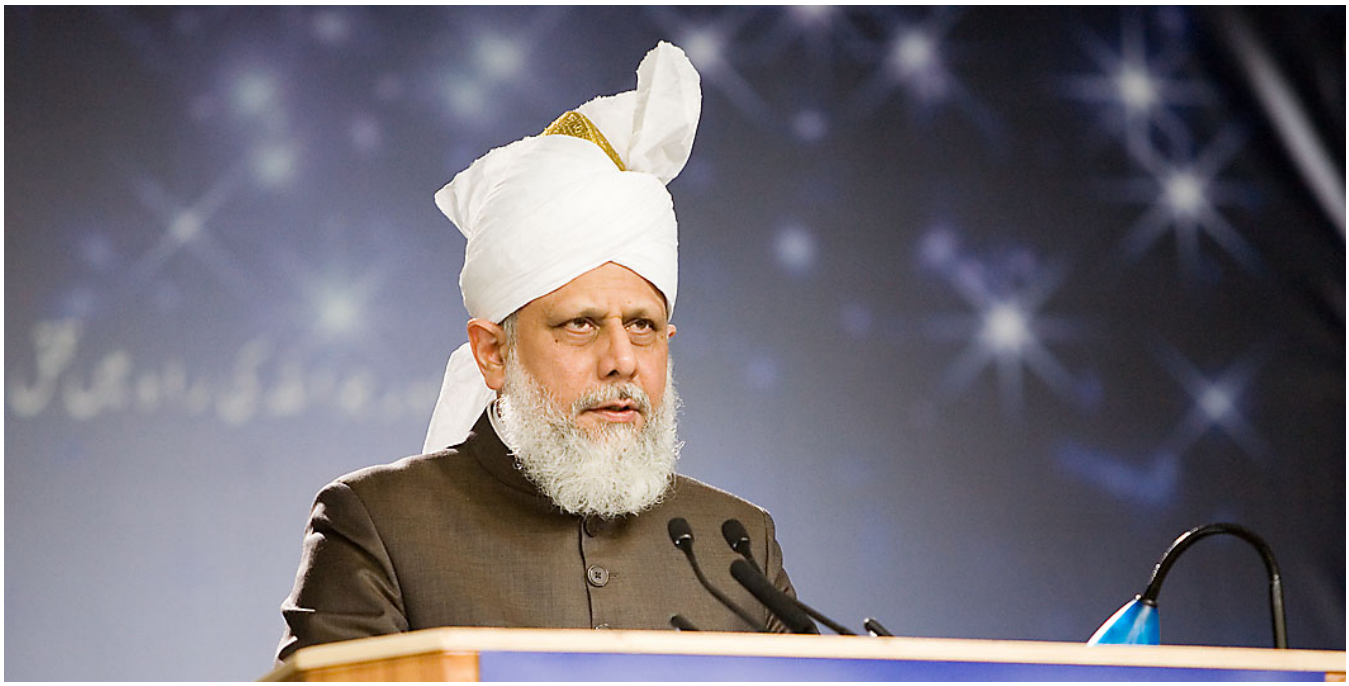

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আল্লাহ তা'লার কৃপায় গত রবিবার যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা সমাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'লার অগণিত কল্যাণরাজি এসব জলসার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে, যেগুলো আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাতেই লাভ করি। জলসার পরবর্তী জুমুআর খুতবায় আমি সচরাচর এসব বিষয়ই উল্লেখ করে থাকি অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তা তো আছেই, সেইসাথে অ-আহমদীদের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে, জলসার পরিবেশকে তারা কীভাবে দেখে আরনতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের মাঝে বিদ্যমান দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। আমি সাধারণত পরবর্তী জুমুআয় এসব বিষয় উল্লেখ করে থাকি এবং করবো। কিন্তু তার পূর্বে সকল পুরুষ ও নারী কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা যেকোন বিভাগের সাথে যেকোন পদে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। সহযোগী কর্মী থেকে নিয়ে অফিসার পর্যন্ত নারী পুরুষ আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকে নিঃস্বার্থভাবে নিজ নিজ ডিউটি ও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অ-আহমদী অতিথিদের সামনে নিজেদের আচরণে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষভাবে সহযোগী কর্মীরা এই কৃতজ্ঞতার অধিক প্রাপ্য যারা একটি বড় সংখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবায় নিজেদেরকে উপস্থাপন করেন আর আসল কাজ তো এসব সহযোগী কর্মীরাই করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। জলসার কর্মীরা ছাড়া কেন্দ্রীয় বিভিন্ন স্থায়ী দফতরের কর্মীরাও আছেন যেমন এমটিএ-'র কর্মীরা রয়েছেন আর এদের মাঝে স্বেচ্ছাসেবীরাও রয়েছেন, যুক্তরাজ্যের অধিবাসীও আছেন এবং

অন্যান্য দেশ থেকেও কিছু এসেছেন। কিছু প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়েছে এগুলো প্রস্তুত করার জন্য যারা কাজ করেছেন, এছাড়া সেখানে স্টুডিওতে কিছু প্রোগ্রাম হয়েছে সেগুলোতে যারা কাজ করেছেন তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা জলসার দিনগুলোতে সকল বিভাগই নিজ নিজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স-এর যে প্রদর্শনী হয় তা-ও যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, এছাড়া আর্কাইভের প্রদর্শনী, ছবির প্রদর্শনী রয়েছে- এই সমস্ত বিভাগ, যারা কাজ করেছেন এবং যেসব কর্মীরা জলসার পূর্বে বা পরে কাজ করেছেন, তারা সবাই সংশ্লিষ্ট কাজে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সবাই আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। এখন আমি এই স্বল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব কতিপয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করবো।

মুসলিম কমিউনিটি, বেনিনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মালেহো ইয়াকুব সাহেব এবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি বিশোর্ধবার হজ্জ করেছি কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি উন্নত ব্যবস্থাপনা দেখার সুযোগ হয়েছে। জলসার পরিবেশ এমন ছিল যা আমি আমার সারা জীবনে দেখিনি। আমি অনেক ধর্মীয় কনফারেন্স ও সভা-সমাবেশে অংশ নিয়েছি কিন্তু এই সালানা জলসার মতো পরিবেশ কোথাও পাই নি। বিমানবন্দর থেকে আরম্ভ করে আবাসন পর্যন্ত এমন ব্যবস্থাপনা ছিল যে, মনে হচ্ছিল আমি বাড়িতেই রয়েছি। এরপর জলসায় সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ দেখেছি, প্রকৌশলী, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষিত শ্রেণি, গুণীজ্ঞানী সবাই একান্ত বিনয়ের সাথে আমার সেবা করেছে এবং সবাই এতে খুবই আনন্দিত ছিল। এরপর আমার বক্তৃতার বিষয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ইসলামের বার্তা পেয়েছি এবং ইসলামী বিশ্বের ও মুসলমানদের আজ এই বার্তারই প্রয়োজন যেন ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিদ্যমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়। তিনি বলেন, আমি এখানে এসে অনেক কিছু শিখেছি। আহদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। এরপর তিনি বলেন, আমি বেনিন গিয়ে সেখানকার লোকদের বলবো, অন্যের কথায় কান না দিয়ে আহমদীয়াত শিখ। কেবলমাত্র আহমদীরাই আজ বিশ্বে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা তুলে ধরছে।

বুর্কিনাফাসোর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্টেট মিনিস্টার সাইমুন সাওয়াদোগো সাহেব নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে আমি সকল ধর্মকেই সম্মান করি। এই জলসায় অংশগ্রহণ করার ফলে আমার অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। যেসব প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেসও করি নি সেগুলোরও উত্তর পেয়েছি। আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি এই জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছি। জলসার পবিত্র ধ্যানধারণা এবং পবিত্র পরিবেশ আধ্যাত্মিকভাবে আমার অনেক উপকার সাধন করেছে। আমরা ভালোবাসা, সদাচরণ এবং নিয়ম-নীতির ওপর আমল করে সবাই মিলে মিশে বসবাস করতে পারি। এরপর তিনি জলসার কর্মীদের বিষয়ে বলেন, জলসার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা টয়লেট পরিষ্কার করছিলেন, থালা-বাসন ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন এবং ছোট ছোট শিশু-কিশোররা পানি পান করাচ্ছিল- এ সবকিছু নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যের সেবা করার এই প্রেরণা অসাধারণ ছিল। এরপর তিনি বলেন, আমি ফজল মসজিদেও গিয়েছি, ছোট একটি প্রাথমিক যুগের মসজিদ, কিন্তু এতে এক আকর্ষণ আছে, সরলতা রয়েছে এবং এর এক পৃথক সৌন্দর্য আছে। এরপর তিনি বয়আত সম্পর্কে বলেন, এটি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আনুগত্যের এক শৃঙ্খল ছিল যা বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ, কিন্তু মানুষ খলীফার আহ্বান অনুধাবন করতে পারছে না। বর্তমান যুগের মানুষ বস্তুবাদিতার পেছনে ছুটছে কিন্তু এই বস্তুবাদিতার ফলে ক্ষতির শিকারও মানুষইহচ্ছে। এরপর তিনি আমার বিষয়ে বলেন যে, তিনি নিজ বক্তৃতায় উত্তম সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্ম-পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, এতে পিতামাতার অধিকার রয়েছে এবং সন্তানদেরও অধিকার রয়েছে। আর সমাপনী বক্তৃতায় যেসব বিষয় ছিল তা এসব লোকদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে অধিকাংশ মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়াতে এর উল্লেখ করেছেন।

বুর্কিনাফাসোর সাংসদ সায়োবা রাগো সাহেব বলেন, জসলা খুবই ভালো ছিল, প্রত্যেকটি কাজ সুসংগঠিত বা সুশৃঙ্খল ছিল, প্রত্যেকই কোন না কোন কাজে রত ছিল, সারা বিশ্ব থেকে আগত ছোট বড় নারী পুরুষ সকলেই ইসলামের খাতিরে যে কোন সেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আজ আহমদীয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার লাভ করছে। আহমদীরা একে অপরের সাহায্য করে এবং অন্যদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। এরপর তিনি আমার সম্পর্কে বলেন যে, আপনি আমাদের সরকারের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দোয়া করেছেন, এটি আমাদের জন্য আসল সম্পদ। জলসার সময় আমাদের খুবই উত্তমভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে, এছাড়া অন্যান্য বক্তৃতাও খুবই উন্নতমানের ছিল।

এরপর গ্রীস থেকে আগত রাব্বিদের (ইহুদি ধর্মযাযক) চীফ গেবরিয়েল নেগ্রিন সাহেব বলেন, এই অসাধারণ আন্তর্জাতিক জলসায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করায় আল্লাহ তা'লার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। জলসার পরিবেশ ও ব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারী উভয়ের হৃদ্যতা বা আন্তরিকতার সকল ক্ষেত্র আহমদীয়া জামাতের ব্রত ভালোবাসা সবার তরে-কে পরিস্ফুটিত করে। রাব্বি হিসাবে আমি এখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আপন করে নেয়া এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছি। এরপর তিনি বলেন, যেসব ইমামের সাথেই আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং কথা বলার সুযোগ হয়েছে তারা সবাই আমাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে

সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমি সত্যিই আনন্দিত ছিলাম যে, আমি আমার বিশেষ টুপি 'কিপা' মাথায় পরে কোন ধরনের তিরস্কারী ইঙ্গিত বা ভয়ঙ্কর দৃষ্টি অথবা নাঊযুবিল্লাহ্ কট্টরপন্থী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হয়ে হাজার হাজার মুসলমান ভাইদের মাঝে চলাফেরা করছিলাম আর এই ঘটনা অন্যান্য স্থানে আমি যা দেখতে পাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি আরো বলেন, সবদিক থেকে আমার সেবা-যত্ন করা হয়েছে।আমার খাবারও আমার পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। আমার ইবাদতের আবশ্যকীয় বিষয়টিও ছিল যা সময়মত সমন্বয় করা হয়েছে এবং এটি কোন সহজ বিষয় নয়। কিন্তু জলসার ব্যবস্থাপনা এবং আমার অতিথি সেবকরা এ সবকিছু আমার জন্য করেছেন।

এরপর জাপান থেকে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধান ইউশিদা নিকোঈকো জলসায় আগমন করেছিলেন। তার জ্ঞানমতে মিজি বাদশাহর মা তাদের উপাসনালয়ের অনুগামী ছিলেন আর টোকিওতে অবস্থিত তাদের উপাসনালয়ে মিজি বাদশা'র মায়ের (মৃতদেহের দেহাবশেষ) ছাই দাফন করা আছে। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ দেখে হৃদয়ে সত্যিকার প্রশান্তি লাভ হয়। সবার সুরক্ষার জন্য চেকিং তো হয় কিন্তু কোন ঝগড়া দৃষ্টিগোচর হয় নি, কাউকে তিক্ততা প্রকাশ করতে দেখিনি। খাবার থেকে শুরু করে বক্তব্য পর্যন্ত সকল প্রোগ্রাম অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল। এরপর আমার ধর্ম সংক্রান্ত বক্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, সময়োপযোগী বক্তব্য মনে হয়েছে। আজ সত্যিই জগতকে বুঝানো আবশ্যক যে, ধর্মের উন্নত চারিত্রিক শিক্ষার সাহায্যেই আমরা একে অপরের অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হব। এরপর তিনি বলেন, জাপানি সমাজও পিতামাতা এবং সন্তানদের মাঝে দূরত্বের সমস্যায় জর্জরিত। সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এই তরঙ্গ প্রতিহত করতে পারছি না আর বলেন, আপনার উপদেশ আমরা নিজেদের সমাজেও প্রয়োগ করে এর থেকে কল্যাণ পেতে পারি আর আমি এই কল্যাণ লাভে সচেষ্ট হব। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্মের বিষয়ে পূর্বেও আমার কোন মন্দ ধারণা ছিল না কিন্তু জলসার পরিবেশ দেখে যখন বয়আতের অনুষ্ঠানের মুহূর্ত আসে তখন আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারি নি আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা নির্মানের জন্য আমার হাত আপনার হাতে সঁপে দেয়া উচিত। তাই আমিও বয়আতে অংশগ্রহণ করেছি। আমি আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করছি আর অঙ্গীকার করছি যে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃত সকল প্রচেষ্টায় আমি আপনাদের সাহায্য করব। (এর অর্থ এটি নয় যে, তিনি বয়আত করেছেন, কিন্তু জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রয়েছে, সেক্ষেত্রে তিনি বলেন যে, আমি সব দিক দিয়ে আপনাদের সাথে আছি।)

আর্জেন্টিনা থেকে জুদিস সাহেবা নামক এক মহিলা এসেছিলেন, যার স্বামী দশ মাস পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করলেও তিনি নিজে খ্রিষ্টান। তিনি বলেন, পেশাগত দিক থেকে আমি একজন আইনজীবী আর জলসার বক্তব্যসমূহের মাঝে জামা'তের ইমামের সমাপনী বক্তব্য আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে (তিনি আমার বক্তব্যের বিষয়ে বলছেন) যেখানে তিনি বিশদরূপে এবং চমৎকারভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমি কিছুটা চিন্তিত ছিলাম আর কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম, আমার চিন্তা ছিল যে, এত বিরাট সংখ্যায় মানুষ একত্রিত হলে সেখানে অবশ্যই বাগ্‌বিতণ্ডা আর ঝগড়াঝাটি হবে, কিন্তু আপনাদের সমাবেশ আমাদের সমাবেশের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ছিল। মানুষের ভিড় এবং এত বড় সংখ্যায় একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা প্রেম, ভালোবাসা এবং শান্তিময় পরিবেশ বিরাজমান ছিল, মানুষের চেহারা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ছিল। এরপর তিনি বলেন, আমার এটিও ভয় ছিল যে, জলসায় অংশ গ্রহণের জন্য আমাকে ইসলামী পর্দা করার কোন আবশ্যকীয় আদেশ না আবার দেয়া হয় এবং বাধ্য না করা হয়। কিন্তু শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমি নিজেকে আপনাদের মাঝে ইসলামী পর্দা ছাড়াই খুব স্বচ্ছন্দ অনুভব করেছি আর আপনাদের মহিলা এবং পুরুষরাও আমার সাথে খুব সম্মানজনক আচরণ করেছে, বরং আমার এমন অনুভূত হচ্ছিল যে, আপনারা অন্যদের তুলনায় আমার অধিক যত্ন করছেন।

লাইবেরিয়ার ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী কুপার ডব্লিউ কোরা সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, জলসার বিভিন্ন প্রোগ্রামের পরিবেশন এত চমৎকার পদ্ধতিতে করা হয়েছে যে, আমি এগুলোর মাঝে কোন ধরনের ঘাটতি দেখতে পাই নি। এমনকি জলসার ব্যবস্থাপনার কতক অংশ, যেমন- গণযোগাযোগ থেকে শুরু করে রান্নাঘর পর্যন্ত একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এই সকল ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবীদের দল সুসম্পন্ন করছিল, যারা ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশে একে অপরের সাথে মিলে কাজ করছিল। আমি আমার জীবনে এর পূর্বে নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা কখনো দেখিনি যেমনটা এই স্বেচ্ছাসেবীরা নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। জলসার প্রোগ্রামের সময় অংশগ্রহণকারীদের একে অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রেরণা দেখার সুযোগ হয়েছে। উনচল্লিশ হাজারের অধিক লোকের জন্য এত বিশাল আকারের ব্যবস্থাপনায় কোন ধরনের অব্যবস্থাপনা ছাড়াই সমস্ত প্রোগ্রাম সাজানো অন্ততপক্ষে আমার জন্য অবাক করার মতো বিষয়।

এরপর উরুগুয়ের একজন মহিলা অতিথি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে'র (প্রাচ্য গবেষণার) প্রফেসর, তিনি বলেন, আমি ত্রিশ বছরের অধিক সময় ধরে মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহ এবং দল

সমূহের অধ্যয়ন করে চলেছি। আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করে দু'টি ব্যতিক্রমী বিষয় দেখেছি যা অন্য কোথাও দেখার সুযোগ হয় নি। প্রথম বিষয় হলো, জামা'তের মাঝে একতাবদ্ধতা আর এক নেতার মাধ্যমে ঐক্যের এমন উপমা অন্য কোথাও দেখিনি। মুরব্বী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যারা ডিউটি করছেন, তাদের মাঝে খাবার পরিবেশনকারীহোক বা গাড়ির ড্রাইভার হোক, সকলে একটি ক্ষেত্রে এক-অভিন্ন আর তা হলো, প্রত্যেকে নিজ খলীফার সাথে আনুগত্য এবং নিষ্ঠার অসাধারণ সম্পর্ক রাখে। (অতএব এটি হলো সেই মান যা আমাদের বন্ধুদেরও দৃষ্টিগোচর হয় আর হিংসুকদেরও চোখে পড়ে এবং এর ফলে হিংসুকরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করে আর এটিই সেই বিষয় যেটিকে আজ আমাদের সুরক্ষা করতে হবে, কাজের মাধ্যমেও আর দোয়ার মাধ্যমেও।) এরপর তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিষয় হলো, জামা'তে কোন ধরনের জাতীয় বিভাজন পাওয়া যায় না, তা জন্মগত আহমদী হোক অথবা নতুন আহমদীই হোক, তা আরব হোক অথবা অনারব, পাকিস্তানি হোক বা অ-পাকিস্তানি। আপনাদের জামা'তের ব্যবস্থাপনা সকল ধরনের জাতীয় বিভাজন এবং জাতীয় বিদ্বেষ থেকে মুক্ত বলে মনে হয়।

অতএব এই হলো সেই বৈশিষ্ট্য যা কেবল বাহ্যিকভাবে কয়েক দিনের জন্য প্রদর্শন করলে চলবে না বরং সর্বদা আমাদের মাঝে বজায় থাকা আবশ্যক। আর এটিই সেই শেষ বাণী ছিল যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের ওপর এবং কৃষ্ণাঙ্গের শ্বেতাঙ্গের ওপর আর কোন আরবের অনারবের ওপর এবং অনারবের আরবের ওপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মানুষ হিসেবে সকলেই সমান।

এরপর মরক্কোথেকে এক বন্ধু যিনি দর্শনের প্রফেসর, তিনি বলেন, জলসা থেকে আমরা অনেক উন্নত প্রভাব গ্রহণ করেছি। জামা'তকে খুব কাছ থেকে দেখার এটি এক বড় সুযোগ ছিল। আমরা এই আন্তর্জাতিক সমাবেশে জামা'তের অনেক সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা, কর্ম বিভক্তি এবং অতিথিদের সর্বোত্তম স্বাগত জানাতে দেখেছি। একইভাবে আহমদীয়া জামা'তের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বিষয়ে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে যা ইসলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষার প্রতিচ্ছবি। এই জলসার মাধ্যমে বিরোধীদের প্রোপাগাণ্ডার মিথ্যাও আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। তারা এই ঐশী জামা'তের সাথে অযথা বিদ্বেষ এবং শত্রুতা পোষণ করে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে মানবসেবার সৌভাগ্য দান করতে থাকুন।

এরপর গিনি কোনাক্রি থেকে আগত আলহাজ্জ মোহাম্মদ ওয়াকিল ইয়াতারা সাহেব, যিনি ধর্ম বিষয়ক ইন্সপেক্টর জেনারেল, তিনি বলেন, জলসার এই তিন দিনে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, আহমদী সদস্যদের তরবিয়ত বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করা হয়েছে আর সমস্ত আহমদী যারা এখানে একত্রিত হয়েছেন, মনে হচ্ছিল যেন এরা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সর্বোত্তম উপমা এবং সবাই একই মায়ের সন্তান আর একই পরিবার থেকে আগমন করেছে। অসাধারন শৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাসেবীদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, জলসাগাহে কাউকে কোন প্রকারের কষ্ট ছাড়াই যাতায়াত, এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন স্বর্গীয় সৃষ্টি। এসব দেখে আমার মনে হচ্ছিল আজ যদি কোন জামা'ত ইসলামের প্রতীক হতে পারে তাহলে তা কেবল আহমদীয়া জামা'তই হতে পারে। তিনি আরো বলেন, অন্যান্য ইসলামী দেশ ছাড়া সৌদী আরবেওবহুবার যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, এমন ইসলামী ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ আর কোথাও আমি দেখতে পাইনি। এটি বলতে আমার সামান্যতম দ্বিধাও নেই যে, প্রায় চল্লিশ হাজারের মতো মানুষকে এক স্থানে একত্রিত করা এবং অব্যাহতভাবে তাদের মাঝে ইসলামের শিক্ষার প্রচার করা আর কোন ধরনের ঝগড়াবিবাদ এবং বিশৃঙ্খলা ছাড়া কেবল আল্লাহ্ তা'লার রসূলের ভালোবাসায় এই দিনগুলো অতিবাহিত করা কেবলমাত্র আহমদীয়া জামা'তেরই অনন্য এক বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আরেকজন বোন ফানতাফুকানাওমর সাহেবা, যিনি গিনি কোনাক্রিরকাস্টম এয়ারপোর্টের ল্যাফটেন্যান্ট, তিনি বয়আতও করেছেন এবং নব আহমদী, তিনি বলেন, যদিও আমি আহমদীয়া শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি কিন্তু হৃদয়ে একধরণের ভীতি ছিলযে, কোথাও আবার আমার কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যায়নি তো? কেননা গিনিতে আহমদীয়া জামা'তের বিরোধিতা এবং জামা'তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণা দেখে কখনো কখনো দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতাম। কিন্তু আজ যখন আমি যুক্তরাজ্যের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করেছি এখন আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আমার সমস্ত সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে আর জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, পৃথিবীতে আজ যদি কোন দল ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাহলে তা কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই রয়েছে। তিনি আরো বলেন, জলসার ভিডিও যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি আমার পুরো পরিবারকে এই প্রকৃত সত্যের সাথে পরিচয় করানোর ইচ্ছা রাখি। শেষের দিকে তিনি দোয়ার আবেদন করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার পুরো পরিবারকে আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন।

অতঃপর সানতাল মালা ফিতালী, যিনি বেনিনে বেরুনের কাউন্সিলর জেনারেল, তিনি বলেন, এর পূর্বে আমি ৫০তম জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। এখন আমি ৫৩তম জলসায় অনেক আনন্দ এবং হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতার অনুভূতির সাথে অংশগ্রহণ করেছি। আর পূর্বেও এটি অনুভব হতো যে, এটি

আধ্যাত্মিক এক পরিবেশ আর সেই একই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আর সবার জন্য ভালোবাসা আজও রয়েছে। আর ছোট, বড়, আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করে। আর ব্যবস্থাপনার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, আমার কাছে বর্ণনা করার মতো ভাষা নেই, আহমদীয়া জামা'তের স্বেচ্ছাসেবকদের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা নিজেই নিজের উদাহরণ। প্রতিটি জিনিস স্ব-স্ব স্থানে যেখানে তার থাকার কথা ছিল সেখানেই রাখা ছিল, আর প্রত্যেকটি জিনিস অনেক উন্নতমানের ছিল আর সকল স্বেচ্ছাসেবীর মাঝে বিনয়ী ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল, সেবার প্রেরণায় তারা সমৃদ্ধ ছিল আর সকল প্রকার সেবা দিতে তারা উপস্থিত ছিল। আমি নিজেকেও এই পরিবেশের অংশ মনে করতে থাকি আর নিজেকে বহিরাগত মনে হয়নি। সেইসাথে বক্তৃতামালাও ছিল অনেক উন্নতমানের এবং শিক্ষামালায় ভরপুর। আতিথেয়তা অনেক উন্নতমানের ছিল। বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। প্রদর্শনীগুলোও অনেক উন্নতমানের ছিল। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের ইতিহাসকে ভালোভাবে বুঝার জন্য এতে আমার অনেক লাভ হয়েছে। প্রদর্শনীগুলো অনেক তথ্যবহুল ছিল এবং আহমদীয়া জামা'তের সেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হওয়ারও সুযোগ হয়েছে।

কোমলেন পাত্‌রাস সাহেব, যিনি বেনিনের সাংসদ এবং অর্থ কমিশনের প্রধানও বটে, তিনি বলেন, আমি প্রথমবার আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণ করেছি এবং অনেক প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, আমি যখন বেনিন থেকে জলসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলাম তখন আমি ধারণাই করতে পারিনি যে, এত বড় এবং মহান জলসায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি আর এই জলসায় সকল ধরনের এবং সকল পর্যায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কারো চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ প্রত্যক্ষ করি নি। তারা আমার অনেক যত্ন নিয়েছে, বিমান বন্দরে অবতরণ থেকে আরম্ভ করেআতিথেয়তার শেষ পর্যন্ত ছোটবড় সকলেই অসাধারণ সেবা প্রদান করেছে আর এমন মনে হচ্ছিল যেন সবাই স্বীয় আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে অতিথিসেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি আরো বলেন, কোন পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছাড়াই আপনারা কীভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা এবং রং ও বর্ণের মানুষের জন্য কোন প্রকার চিৎকার-চেঁচামেচি এবং ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াইসুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা করলেন! আবার আমি চিন্তা করি, এত সংখ্যক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ থাকতে কীভাবে কোন প্রকার ঝগড়া না হয়ে পারে? তিনি বলেন, আমার চিন্তার ফলাফল হলো, যা কিছুই দেখা যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আহমদীয়া জামা'তের সাথে ঐশী সাহায্যের ফলেই সম্ভব হয়েছে। অতঃপর বক্তৃতামালা সম্পর্কে, বিশেষকরে আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি খুবই জরুরী। এছাড়া প্রদর্শনীগুলো খুবই ভালো লেগেছে যেখানে আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আহমদীয়াতের শহীদদের ঘটনা শুনে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়েছি আর আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

গ্যাবনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং সাংসদ জনাব পল বিউগে সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, একশ'র অধিক দেশ থেকে আগত সহস্র সহস্র মানুষের জলসায় অংশগ্রহণ করা আমার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। তাদের সবার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে বড় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীর একটি দল দিনরাত পরিশ্রম করেছে এবং ছোটবড়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একে অপরের সেবার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল আর কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। জলসার বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে আমি ইসলাম এবং বিশেষকরে আহমদীয়াত সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের দেশ গ্যাবুনে আহমদীয়া জামা'ত এখনো নতুন। আমি আহমদীদেরকেও অন্যান্য মুসলামানদের মতোই মনে করতাম কিন্তু যখন আমাকে জলসায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া হয় তখন ভাবলাম, আমি নিজে গিয়েই দেখবো যে, তারা কেমন লোক? আহমদীয়াতের ইসলামও কী সেই ইসলাম যা আমরা টিভিতে দেখি, যারা পৃথিবীর শান্তিকে বিনষ্ট করছে? কিন্তুএখানে এসে আমি আপনাদের কর্মকাণ্ড দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। আপনারা পরিশ্রমী মানুষ। আপনাদের ইসলামই প্রকৃত ইসলাম যা বর্তমানে পৃথিবীর খুবই প্রয়োজন। আমার দেশের জন্যও এই ইসলামেরই প্রয়োজন।

অতঃপর গ্যাবুন থেকেই পাসদালো উদুনকা সাহেব এসেছেন যিনি সেখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ডাইরেক্টর কেবিনেট। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ অত্যন্ত ভালো এবং আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল যা আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। আমি জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে ভীষণ মুগ্ধ। একটি শিকলের ন্যায় ছোটবড় সকলেই সংঘবদ্ধ অবস্থায় কাজ করছিল। তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামা'তের জলসায় অংশগ্রহণের ফলে আমি কুরআন এবং বাইবেলে বর্ণিত শিক্ষামালার বাস্তব দৃষ্টান্ত অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছি। সবাই এক পরিবারের মতো অবস্থান করছিল। একইভাবে তিনি আমার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি আমাকে অসম্ভব প্রভাবিত করেছেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার এবং বুঝার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি মুসলমান নই কিন্তু এখন আমি নিজেকে মুসলমান মনে করি। একইভাবে জলসার দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রদর্শনী এবং স্টল দেখারও সুযোগ হয়েছে যার ফলে আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর হ্যারি এলিগোনসা সাহেব নামক একজন মেহমান এসেছিলেন যিনি সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এর প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নতমানের ছিল। জলসার দিনগুলোতে আহমদীয়া জামা'তের স্বেচ্ছাসেবীরা, যাদের মাঝে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই

অন্তর্ভুক্ত, সকল শ্রেণি পেশার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তারা এক খলীফার আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আহমদীয়া জামা'তের একটি উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা আর এই লক্ষ্যে তারা অহর্নিশি পরিশ্রম করে চলেছে যার বিপরীতে পৃথিবীর অন্যান্য সংগঠনের মাঝে এমন উচ্চমার্গের নিষ্ঠার অভাব রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আপনারা ইসলামের যে উত্তম শিক্ষামালা উপস্থাপন করেন তা হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ছিল আর এসব শিক্ষা ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল যা মানুষ আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে বলে থাকে এবং নিজের অজ্ঞতা ও জ্ঞানস্বল্পতার কারণে আহমদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে যেসব আজে বাজে কথা বলে। এই সুযোগে আমি আমার এবং নিজ দেশের পক্ষ থেকে এই সফল জলসারআয়োজনের জন্য আপনাদেরকে মেবারকবাদ জানাচ্ছি। আর আমি আহমদীয়া জামা'তকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে, আপনারা আমার দেশেও এই শিক্ষামালা এবং ভালবাসা ছড়িয়ে দিন। আমার দেশ যেটি কিনা কয়েক বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষে এখন শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই শিক্ষামালার মাধ্যমে দেশটিতেদীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ আমার কাছে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এখন থেকে আমি প্রতি বছর এই জলসায় অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করবো এবং সেজন্য আমি দোয়াও করি। তিনি আরো বলেন, এখন আমি ফিরে গিয়ে আহমদীয়াতের এই সংবাদ অন্যদের কাছেও পৌঁছাবো যে, এটিই প্রকৃত ইসলাম। অতঃপর আন্তর্জাতিক বয়আতের বিষয়ে বলেন যে, এটি আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আহমদী নই কিন্তু আপনি যখন বয়আত নিচ্ছিলেন সেসময় আমি নিজে নিজে ওয়াদা করি যে, আমি আমার দেশে যতটা পারি এই জামা'তের সাহায্য করবো। আমার সাথে তার সাক্ষাৎও হয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন, এখন থেকে আপনি আমাকে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ নিজের দূত মনে করতে পারেন।

প্যারাগুয়ের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফারনাণ্ডোস গ্রিফেন সাহেব এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছি। এটি দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে যে, অসংখ্য লোক স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা প্রদান করছিল এবং এক-অভিন্ন লক্ষ্যে সবাই মিলে কাজ করছিল। আমি মনে করি, দেশ হিসেবে প্যারাগুয়ে আপনাদের জামা'তের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। এরপর আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন, তিনি শিশুদের তালীম-তরবিয়তের প্রতি অনেক জোর প্রদান করেছেন। এছাড়া নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখার প্রতি তাগিদ প্রদান করেন। আর বিশেষকরে মহিলা এবং শিশুদের বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার আলোকে যে বক্তৃতা প্রদান করা হয় তা তার খুবই পছন্দ হয়। এছাড়া ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি অস্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও খুবই উন্নতমানের ছিল।

মস্কো থেকে আগত ইলদার সাফন সাহেব জলসায় অংশগ্রহণের পর বলেন, আমাদের পুরো পরিবার মস্কো থেকে প্রথমবারের মতো জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছে। আমাদের কাছে জলসা সালানা খুবই ভালো লেগেছে আর আমরা আগামী অনেক দিন পর্যন্ত এটি স্মরণ করবো এবং নিজ বন্ধুদের সাথেও এই স্মৃতি ভাগাভাগি করবো। সকল ব্যবস্থাপনা খুব ভালো ছিল। স্বেচ্ছাসেবীদের কাজ খুব ভালো লেগেছে আর তারা সদা হাস্যোজ্জ্বলভাবে সেবা প্রদান করেছে। সব সময় হাসিমুখে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ছোট ছোট শিশুদের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তিনি বলেন, সকল ক্ষেত্রে আমাদের এমনভাবে যত্ন নেয়া হয়েছে যা দেখে মনে হয়েছে, তারা আমাদের খুবই আপন।

অতঃপর মওরো হেনরি নামে ব্রাজিলের একজন অতিথি এসেছিলেন যিনি পেট্রোপলিকস্ সিটি কাউন্সিলের সভাপতি। তিনি বলেন, এই মহান ইসলামী সালানা জলসায় আমি ব্রাজিলের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে খুবই আনন্দিত। যুগ-খলীফার সকল বক্তৃতা প্রকৃত ইসলামের জন্য পথিকৃৎ। তাঁর কথা নিজেই হৃদয়ে ঘর করে নেয়। জলসার তিনটি দিন আমি আধ্যাত্মিকতার পরিবেশে পার করেছি, আর কোনরকম ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করি নি। জলসায় নামাযের দৃশ্য আমার জন্য অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক এক দৃশ্য ছিল যে, সবাই একই শব্দে উঠছে-বসছে।' তিনি মুসলমান নন কিন্তু সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'এছাড়া আরও একটি বিষয়, যা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে, যা না বলে আমি থাকতে পারছি না, তা হলো– যখনই খলীফা কোন স্থানে আসেন, তখন হাজার হাজার লোকের সমাবেশও তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে যায়, কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। এথেকে বোঝা যায়, কেবল ব্যবস্থাপনাতেই নয়, বরং সকল সদস্যের হৃদয়ে নিজেদের খলীফার প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। আর এসব স্মৃতি নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি।' এরপর বলেন, 'আমি যা উপলব্ধি করেছি, তা আমি আমার প্রতিষ্ঠান ও কাউন্সিলে গিয়ে ছড়িয়ে দেব যে, প্রকৃত ইসলাম আসলে এটি-ই।'

এরপর ইকুয়েডর থেকে আসা অরলি মেসিয়াস, যিনি তার এলাকার বিশপ, তিনি বলেন, 'জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নতমানের ছিল। খাবার যদিও আমার জন্য ভিন্ন রকমের ছিল, কিন্তু আমার তা ভালো লেগেছে। জলসার পরিবেশ বড়সড় পারিবারিক এক দাওয়াতের মতো ছিল, যেখানে নিজেকে অপরিচিত মনে হচ্ছিল না, আর একে অপরকে না চেনা সত্ত্বেও একটা আপনভাব ও শান্তি অনুভূত হচ্ছিল। খলীফার বক্তৃতাবলীতে সেই সমস্ত জরুরি বিষয় বিদ্যমান ছিল যা

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আবশ্যক। তাঁর বক্তৃতার যে দিকটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো– তিনি কোন জাতি বা ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক কথা একেবারেই বলেন নি, বরং তিনি ইসলামের খাঁটি ও ইতিবাচক শিক্ষার উপরই পূর্ণ জোর প্রদান করেছেন। জামা'তের ইমাম তাঁর বক্তৃতাবলীর মাঝে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন খোদা জিজ্ঞেস করবেন যে 'আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে আহার করাও নি, কিংবা আমি পিপাসার্ত ছিলাম আর বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি পান করাও নি বা পোশাক দাও নি। একই কথা বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে, যা আমার মনে দাগ কেটেছে; আর তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এই সকল শিক্ষা এক খোদার পক্ষ থেকেই এসেছে।' আল্লাহ্ তা'লা তাকে এটা বোঝারও সৌভাগ্য দান করুন যে, এসব শিক্ষা যেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছে, তিনি-ই মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন, আর তারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার মান্যকারী হোন। তিনি বলেন, 'আমি যখন এই জলসায় অংশগ্রহণের জন্য ঘর থেকে বের হই, তখন আমার ধারণায় ইসলাম একটি ধর্মের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কিন্তু এখানে এসে আমি দেখেছি যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নয় বরং এটি এক মহান ভ্রাতৃত্ব, একটি পরিবার। আমি ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব-ব্যবস্থা এবং নিজেদের ধর্মের প্রতি আপনাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কুরবানীকেদেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি।' এরপর আন্তর্জাতিক বয়আত সম্পর্কে বলেন, 'প্রথমে আমি কেবল এতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই অনুষ্ঠানটি সকল অংশগ্রহণকারীর কাছেই বিশেষ গুরুত্ববহ। কিন্তু যখন বয়আত শুরু হলো তখন কেউ একজন আমার কাঁধে নিজের হাত রেখে দেয়, আর আমিও আমার সামনের জনের কাঁধে হাত রেখে দিই; তখন আমি এক বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো অনুভব করি, যা সব অংশগ্রহণকারীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম যে, আহমদীরা এই বয়আতের পর নিজেদেরকে পুনরুজ্জীবিত অনুভব করছিল; আর এমন মনে হচ্ছিল যেন তারা এক নতুন জীবন লাভ করেছে। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করেছেন আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে আমাকে পরিচিত করেছেন; আর এখন আমি বিশেষভাবে এটা অনুভব করছি যে, গুটিকতক মানুষের ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা ইসলাম ধর্মকে ভ্রান্ত মনে করা উচিত নয়।' এছাড়া তিনি আরও একটি বিষয় লিখেছেন যা আমি ভাষান্তর বিভাগের জন্য বলে দিচ্ছি, কিংবা বলা যায় একটি ঘাটতি রয়েছে যা আমাদের পূরণ করা প্রয়োজন; বিশেষত এমটিএ-র ভাষান্তর বিভাগের। তিনি বলেন, এছাড়া স্প্যানিশ অনুবাদের বিষয়ে আমি বলছি যে, স্প্যানিশ অনুবাদ কেবল চেয়ার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোথাও বসতে চাইতো তাহলেনির্দিষ্ট সীমার বাইরে চলে যেত আর অনুবাদ ও শব্দ শুনতে পেত না। স্প্যানিশ অনুবাদের সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শুধু স্প্যানিশই নয়, বরং অন্যগুলোও চেক করা উচিত; এই অতিথিদের মাধ্যমে আমরা আমাদের কিছু ঘাটতি সম্পর্কেও জানতে পারি।

অনুরূপভাবে স্লোভেনিয়া থেকে বারবারা উচে সাহেবা এসেছিলেন; তিনি খ্রিষ্টধর্ম বিষয়েরএকজন অধ্যাপিকা। তিনি বলেন, 'এমন ইসলাম আমি কখনো দেখি নি, যেমনটি আহমদীয়া জামা'ত উপস্থাপন করে। জলসা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি এক নতুন ইসলাম দেখছি। আপনাদের জলসার ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো এবং উন্নত– না কোন সমস্যা, না কোন ঝগড়া-ঝাঁটি, আর না কোন ময়লা; আমি এতে খুবই প্রভাবিত হয়েছি।' তারপর বলেন, 'হযরত ঈসার ব্যাপারে আহমদীয়া জামাতের অবস্থান, অর্থাৎ ক্রুশীয় ঘটনা, তাঁর হিজরত ও মৃত্যু ইত্যাদি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।'

বসনিয়ার একটি পরিবার অংশ নেয়, এই পরিবারের কর্তা সিনাইজ বেইজিক সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, বর্তমানে একজন সাংসদ। তিনি বলেন, 'আমি সর্বপ্রথম এজন্য আহমদীয়া জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, জামা'ত আমাকে ও আমার পরিবারকে এক শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে কয়েকটি দিন কাটানোর সুযোগ করে দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার সৌন্দর্য ও আয়োজনের সুচারু রূপ বর্ণনার ভাষা আমার কাছে নেই। আয়োজকরা প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; আর প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবী হাসিমুখে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। হিউম্যানিটি ফার্স্টের প্রদর্শনীতে আমাকে জানানো হয় যে, এই পুণ্যকাজের সূচনার কারণ ছিল আমার দেশ, যেখানে যুদ্ধ চলাকালীন আহমদীয়া জামা'ত অকুণ্ঠ সেবা উপস্থাপন করেছিল এবং আজও করে চলেছে। এই সমস্ত বিষয় ছাড়া আরও একটি বিষয়, যা আমাকে ও আমার পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে,' একথা বলতে গিয়ে তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করেন যে, 'এই সাক্ষাৎ খুব ভালো লেগেছে'; আমার সাথে যেই সাক্ষাত ছিল, সেটি। তিনি আরো বলেন, 'আজ আমি একথা ঘোষণা করছি যে, আমার পক্ষ থেকে আজীবন এই বন্ধুত্ব ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রক্ষা করা হবে এবং বসনিয়াতে ও বসনিয়ার বাইরেও সাধ্যমত এই জামা'তের সাথে সবরকম সহযোগিতার জন্য আমি নিজেকে উপস্থাপন করছি।'

এরপর মুনেস সিনানোভিচ সাহেব, তিনি স্লোভেনিয়া থেকে এসেছিলেন; তিনি একজন লেখক এবং জন্মগত মুসলমান, কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে তার কখনো আগ্রহ ছিল না। নামমাত্র মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, 'গত দু'বছর থেকে ইসলামের ব্যাপারে আমি পড়াশোনা শুরু করি আর নামাযও পড়া শুরু করি, কিন্তু

কোন ইমামের পিছনে কখনো নামায পড়ি নি। জামাতে নামায পড়ার যে আনন্দ, তা আমি এখানে এসে দেখলাম যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আনন্দ। গত দু'বছর ধরে আমি যখন ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে শুরু করি, তখন আমি কোন ইসলামী গোষ্ঠী বা ইসলামী তরিকার অনুসরণ করি নি, বরং নিজের বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেছি। যাহোক, যখন আমি আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারি তখন আমার মনে হয়, আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা তেমনটিই, যেমনটি আমি নিজে ইসলাম সম্পর্কে বুঝতাম, অর্থাৎ সবকিছু প্রকৃতিসম্মত।' আরেকটি বিষয় যা তার ভালো লেগেছিল তা হলো, আহমদীরা তা-ই করে যা তারা বলে; আর এটি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জও বটে, যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের কথা ও কাজ এক হওয়া উচিত; যা আমরা বলি, সেটি-ই যেন করি।

একজন রাশিয়ান অতিথিইযত সাহেব বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশ নিয়েছি। আমার দাদা আমাকে জলসায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এবার জলসায় আসার জন্য তার দাদা তাকে বলেন, তোমাকে যেহেতু আহমদীরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাই যাও। তিনি বলেন,সত্য কথা হলো, আমি এই জামা'তের সদস্যদের দেখে খুবই অভিভূত। জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল আহমদী সর্বদা উত্তম আচরন প্রদর্শন করে, সর্বদা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং সকল সমস্যায় উত্তম পরামর্শ প্রদান করে।

হল্যান্ড থেকে একটি দল এসেছিল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়ান বোম্বেল সাহেব, যিনি একজন সাবেক সংসদ সদস্য। একজন সুপ্রসিদ্ধ মনোবিদ মহিলাও এসেছিলেন। যে সাবেক সংসদ সদস্য এসেছিলেন তিনি বলেন, জামা'তকে আমি খুব ভালোভাবে জানি। ইতিপূর্বেও আমি জলসায় অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু এবারও ব্যবস্থাপনা অনেক প্রভাব বিস্তারকারী ছিল। এখনও এই বিষয়টি আমার বোধগম্য নয় যে, সেচ্ছাসেবীদের দল কীভাবে সকল ব্যবস্থাপনা এত সুচারূরুপে সুসম্পন্ন করে।

ইরানি বংশোদ্ভুত এক মহিলা মিস মাকিতা সাহেবাও জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে খুবই প্রভাবান্বিত ছিলেন। বিশেষকরে এই বিষয়টি দেখে তিনি খুবই অবাক হয়ে যান যে, জামা'ত এত বড় জায়গা কিভাবে পেল আর কিভাবে এত বড় ব্যবস্থাপনা চলছে। তাকে হযরত সালমান ফারসীর বরাতে পরিচয় তুলে ধরা হয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের ব্যাপারে তার সাথে তবলীগি বৈঠকও হয়। যাহোক তার উপর এগুলোর সুপ্রভাব পড়ে আর তিনি এখান থেকে সুগভীর প্রভাব নিয়ে ফিরে যান।

ইতালী থেকে ওয়াসকোস সাহেব এসেছিলেন যিনি নেপলেস ইউনিভার্সিটির ইসলামী ফিকাহ্ এবং শরীয়ত বিষয়ের প্রফেসর। তিনি বলেন, জলসা সালানায় অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে। আমি আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সমাপনী বক্তৃতা শুনেছি আর তা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষত যখন তিনি পরিবার এবং সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে এবং বিশেষকরে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে বলেছেন। আমি আন্তর্জাতিক বয়াতেও অংশ নিয়েছি আর এই অনুষ্ঠানটিতে আমি অনেক আবেগ আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম।

ইতালী থেকে মেডালিনা সাহেবা এসেছিলেন, যিনি ভ্যাটিকানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী ও আরবী বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, জলসা সালানা খুবই ভালো, মনোমুগ্ধকর, শান্তিপূর্ণ এবং প্রেম-প্রীতিতে পূর্ণ ছিল। সকল ব্যবস্থাপনাই উৎকৃষ্টমানের ছিল, বক্তৃতামালা খুবই ভালো ছিল এবং কেবলমাত্র আহমদী সদস্যদের জন্যই নয় বরং সকল অতিথিদের জন্যই জ্ঞান বৃদ্ধি করার মতো ছিল। অধিকন্তু আহমদীয়াত তথা ইসলামের পরিচয় সংক্রান্ত যেসব কথা ছিল সেগুলো খুবই ভালো ছিল।

এরপর একজন ছিলেন জোয়াদ বোলামেল সাহেব, যিনি ফ্রান্সের মিনিস্ট্রি অফ জাসটিস-এ কাজ করেন। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। আপনাদের জামা'তকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। জলসার দিনগুলোতে ওঅঅঅউ এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর প্রদর্শনীতে গিয়ে এবং আপনাদের জামা'তের দাতব্য ও মানবসেবামূলক কার্যক্রম দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। প্রকৃত ধর্ম এটিই যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবা করা হয়। তাছাড়া আমি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যবস্থাপনা দেখেও অনেক প্রভাবিত হয়েছি। সকল ব্যবস্থাপনাতেই বেশ পেশাদারিত্বপ্রকাশ পাচ্ছিল।

স্পেনের প্রতিনিধি দলে একজন মেহমান ছিলেন সুজানা মোরালস সাহেবা। তিনি পেশায় একজন আইনজীবি। তিনি ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে- স্লোগানের উল্লেখ করে বলেন, আমার মতে এই বাক্য এই সুন্দর সম্মেলনেরই প্রতিচ্ছবি। আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে পরস্পর মিলিত হতে দেখেছি। এটি এমন একটি ধর্ম যাকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যাওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে এই কয়েকটি দিন আমার হৃদয়পটে সর্বদা অঙ্কিত থাকবে, আমি এগুলোকে কখনো ভুলতে পারবো না।

ব্রাজিল থেকে একজন বন্ধু ডন ফ্রান্সিসকো সাহেব এসেছিলেন যিনি একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান এবং পত্রিকা ও রেডিওর মালিক, আর রাজপরিবারের সাথেও তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমার সংশ্লিষ্টতা থাকে কিন্তু জলসাতে যেই সুন্দর ব্যবস্থাপনা আমি লক্ষ্য করেছি তা অনেক প্রভাবসৃষ্টিকারীছিল। আমি অনেক বিষয় শেখার সুযোগ পেয়েছি। আর আমি নিজের মাঝে এক পরিবর্তন অনুভব

করছি। তিনি বলেন, আমি ভারতের একটি মসজিদে আমার স্ত্রী সহ গিয়েছিলাম। সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনেক খারাপ আচরণের আমি সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু এখানে জলসা সালানার সময় এবং পরেও অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা আমি পেয়েছি।

স্পেনের সোসালিস্ট পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য এসটিকো সাহেব বলেন, আমি নিজেকে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে মনে করি কিন্তু আহমদীয়া জামা'ত কর্মের মাধ্যমে ভালোবাসার প্রচার করে থাকে, যার কারণে আমি জামা'তের নিকটে এসে গেছি। গতকালের বয়আত আমার মাঝে উন্নত আবেগের জন্ম দিয়েছে। তাই আমি এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার কারণে খুবই আনন্দিত। এই দিন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় দিন।এই দিনগুলোতে আমি অনুভব করেছি যে, আমি একজন আহমদী যারা পৃথিবীতে শান্তি ও প্রীতির আকাঙ্ক্ষী এবং এর ওপর তারা আমল করে।

বাংলাদেশ থেকে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজাম উদ্দীন সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আহমদী নই কিন্তু আহমদীরা মুসলমান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের ওপর দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যাচার হচ্ছে। মানবাধিকার কর্মী হিসেবে মানবিক সহানুভূতির কারণে আমি আহমদীদের সমর্থন করি। বিভিন্ন দেশে আমি সফর করেছি। প্রত্যেকেরই নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম প্রচারের অধিকার রয়েছে। আমি তাদের মাঝে শৃঙ্খলা দেখেছি। জামা'তের সদস্যদের মাঝে তাদের খলীফার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা দেখার মতো ছিল। আমি সব বক্তৃতা অনেক মনোযোগের সাথে শুনেছি, যার কারণে আমার নিজের কিছু ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে। আহমদীদের উচিৎ তারা যেন বেশি বেশি কথা বলে যেন তাদের ব্যাপারে যেসব ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা দূর হয়। পূর্বে আমিও মনে করতাম যে, আহমদীরা রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মনে করে না। কিন্তু এটি সঠিক নয়, এখানে এসে আমি তা বুঝেছি। মোটকথা, আমি এই জলসা থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং আমি সবার, বিশেষভাবে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

উফরে তিনি একজন খ্রিষ্টান ক্যাথলিক ফিরকার লোক, বিজ্ঞানী এবং ব্রিটিশ সোসাইটি অব টিউরিন শ্রাউড এর সাবেক সম্পাদক। তিনি বলেন, আমি নিয়মিতভাবে জলসায় পাঁচ বছর ধরে আসছি। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই জলসা তার আবেগঘন দোয়ায় সেই স্পৃহাকে নিঃশ্বেষ হতে দেয় নি যা আমিএই জলসার পরিবেশে তখনও অনুভব করেছিলাম যখন আমাকে প্রথমবার আমন্ত্রণজানানো হয়েছিল। আমি শ্রাউড অফ টিউরিন এরএকজন বিশেষজ্ঞ আর এটি এমন এক কপড় যা আহমদীয়া জামা'তে অত্যন্ত আকর্ষণ রাখে কেননা তাদের ধারণামতে এটি একটি প্রমাণ যে, মসীহ্‌র মৃত্যু ক্রুশে হয়নি। তা সত্ত্বেও এ বিষয়টি তাদেরকে এ কথায় বাধা দেয় না যে, তারা এরবিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানায় যারা এই বিষয়ে একমত যে, এই ছবিটি একজন মৃত ব্যক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করে। আর তারাএ ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, তারা কোন ধর্মের অনুসারী। কিন্তু তারপরেও তারা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ যে, এটি মধ্যযুগে বানানো হয়েছিল আহমদীদের এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয় যে, মসীহ্ বেঁচে গিয়েছিলেন এবং এরপর কাশ্মীরে হিজরত করেছিলেন। তিনি নিজের বিশ্বাসের কথা বলছেন যে, আমারও আহমদীদের মতোএকই বিশ্বাস। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স এর এই প্রদর্শনী আহমদীদের খোলা মন, শান্তিপ্রিয়তা ও পরম ধৈর্যশীল প্রকৃতির প্রমাণ বহন করে।

তিনি আরো বলেন, এখানে আমাদের বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে, গোল টেবিল বৈঠকও হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ডাক্তার সাহেব একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন যিনি ট্রমা বিষয়ক সার্জন হিসেবে কাজ করছেন আর এবারই প্রথম আহমদী বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি এই বৈঠকে যোগ দেন। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বিপুল জ্ঞান তাঁর যুক্তি-প্রমাণকে আরো দৃঢ় করে যা তিনি সেই ব্যক্তির বেঁচে যাওয়া সম্পর্কে উপস্থাপন করছিলেন যিনি কাফনের মাঝে ছিলেন। তিনিও ভীষণ প্রভাবিত ছিলেন।

এরপর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শ্রাউড অব টিউরিন কমিটির সরকারি সদস্য পিটার উইলিয়াম সাহেব বলেন, এটি আমার (জীবনের) প্রথম জলসা। আক্ষেপ, আমি এর আগে জলসায় যোগদান করতে পারি নি। আমি এরকম আরো বহু জলসাতে অংশগ্রহণ করতে চাই আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য জলসাতে অবশ্যই আসব। কিন্তু আমি এই সমাবেশের ফলে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। এত বিশাল সংখ্যায় মানুষের উপস্থিত হওয়া, অতঃপর এত নিরলস পরিশ্রম করা এবং এত প্রেম-প্রীতি সহকারে সবকিছু হওয়া, টিউরিনের প্রদর্শনীর জন্য এত পরিশ্রম করা আর সর্বোপরি এত আন্তরিকভাবে আহমদীয়া জামা'তের এই প্রদর্শনীর আয়োজন করাএ কথার প্রমাণ বহন করে যে,তারা এ সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী অথচ আমরা নিজেরাও এটিকে এখন পর্যন্ত ভালোভাবে বুঝিনি।

এরপর কানাডার অ্যাবরোজিন্যাল (উপজাতি) কমিউনিটির প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। অ্যাবরোজিন্স এর প্রতিনিধি চীফ মেয়াঙ্গাম হেনরী বলেন, জলসা সালানাতে অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক গুরুত্ববহ ছিল, কেননা এর ফলে আমার জীবন বদলে গিয়েছে। এখন আমি ইসলাম সম্বন্ধে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি জানি। আর আমি এটিও অনুভব করেছি যে, ইসলাম এবং কানাডার প্রাচীন ধর্মসমূহের মাঝে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আমার জন্য এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, ইসলাম নারীদেরকে সমান অধিকার প্রদান করে।

প্রথমে আমি সর্বত্র কেবল পুরুষদেরই দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে জানতে পারি যে, পুরুষদের মতোই মহিলাদেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এটি এমন একটি ব্যাপার যা সম্বন্ধে বহু অমুসলিম অবগত নয়। অতএব আমি তাদেরকে অবহিত করব যে, ইসলাম নারী-পুরুষদের অধিকারে বৈষম্য করে না আর তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন, এরও প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং বলেন যে, এই সাক্ষাতে আমি অনেক প্রভাবিত হয়েছি।

অনুরূপভাবে চীফ রেইন ওয়ারেন শেবোয়ের জলসা সালানায় অংশগ্রহণের পর বলেন, আমি এই বিরাট জলসায় বক্তৃতা দানের সুযোগ লাভ করে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি যে, ইসলাম এত শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি প্রেম-প্রীতির শিক্ষা দানকারী ধর্ম। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা হলো আহমদীয়া জামা'তের ইমামকে অ্যাবরোজিন্যাল (উপজাতি) কমিটির শীর্ষতম সম্মাননায় ভূষিত করি অথবা দেয়া উচিত। তাই আমি আমার এই মনোবাসনা আমার মেযবান বা অতিথিসেবকদের সামনে ব্যক্ত করলাম আর তা পূর্ণ করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নেই যে, আমি আমার মাথার মুকুট, যা বাজ পাখির পালক দিয়ে বানানো, অর্থাৎ পালকের তৈরি যে মুকুট তারা পরিধান করে তার কথা বলেন যে, তা থেকে বাজ পাখির একটি পালক যা আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, সেটি বের করে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সম্মানে উপস্থান করব, আর এটি এমন একটি সম্মাননা যা আজ পর্যন্ত আমি কোন নেতাকে দেই নি। আমি আহমদীয়া জামা'ত এবং তাদের বিশ্বাসকে অনেক শ্রদ্ধা করি। তারপর তিনি আমার সাথে সময় কাটানোর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমার খুব ভালো লেগেছে আর সাক্ষাতের এক পর্যায়ে তিনি সেই পালক আমাকে দিয়েছিলেন।

বেলিজের একজন অতিথি ছিলেন ভেনেট্রিয়ো, যিনি লাভ এফএম চ্যানেলের ডিরেক্টর অব নিউজ। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের মাঝে যে একতা লক্ষ্য করেছি তা মানবজাতির মাঝে এক নতুন প্রেরণা সৃষ্টিকারী। এটি দেখে হৃদয়ে শান্তি লাভের এক অদম্য বাসনা জাগে। আমাদেরকে অনেক যত্ন করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ছিল। আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তব্য নিতান্তই সময়োপযোগী ছিল। মহিলাদের উদ্দেশ্যে দেয়া আপনার ভাষণটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং এই অভিজ্ঞতা আমাকে ইসলাম ধর্মকে আরো বেশি উপলব্ধি করার যোগ্য করে তুলেছে। জলসায় অংশগ্রহণ করার সুবাদে আমি আহমদীয়াত ও এর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেছি এবং এতে আমার অনেক উপকার হয়েছে।

তারপর বেলিজ থেকে আগত সেখানকার পুলিশ কমিশনার চেস্টার উইলিয়াম সাহেব বর্ণনা করেন, ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে আমি মনে করতাম, মুসলমানরা সবাই একই রকম। কিন্তু এখন বুঝলাম যে, আরো বিভিন্ন ফির্কা রয়েছে। প্রশংসনীয় বিষয় হলো, আহমদীরা শান্তিকে প্রাধান্য দেয় এবং যুবকদের সংশোধনার্থে অনেক সময় ব্যয় করে।

আমেরিকা থেকে সরকারীভাবে কংগ্রেস কর্মকর্তা এবং এছাড়া ইউএস কমিশনের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন। একইভাবে চায়নার অভিগুর মুসলিম ফির্কার প্রতিনিধিরাও ছিলেন। তিনি বলেন, আমি জলসা সালানা ইউ.কে এবং ইউ.এস.এ দু'টিতেই অংশগ্রহণ করেছি আর জামা'তের সদস্যরা যেভাবে মিলেমিশে কাজ করে, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। সমগ্র জামা'তী স্বেচ্ছাসেবীদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা অনেক প্রভাববিস্তারী ছিল। এই জলসা তরুণসমাজকে একতার পানে ধাবিত করেছে এবং ঐক্যের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে এই ছিল তার প্রতিক্রিয়া।

বাকি অংশটুকু আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর্জেন্টিনার একজন সাংবাদিক মেহমান ছিলেন, তার কথা উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, সাংবাদিক হিসেবে আমি বিভিন্ন ইভেন্টে যোগদানের সুযোগ লাভ করে থাকি কিন্তু আপনাদের জলসাতে একটি অসাধারণ বিষয় লক্ষ্য করেছি আর তা হলো, সকল অংশগ্রহণকারী এবং সদস্যবৃন্দকে একইসাথে অতিথিসেবক দলের সদস্য বলে মনে হয়। অর্থাৎ তারা অংশগ্রহণকারীও আবার পাশাপাশি আয়োজকও। তিনি বলেন, অথচ অন্যান্য ইভেন্টে স্পষ্টভাবে মেযবান এবং মেহমানদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, বরং এই পরিসরের ইভেন্টের আয়োজনের জন্য বাহির থেকে লোক ভাড়া করা হয় কিন্তু আপনাদের জলসাতে মনে হচ্ছিল যেন সকল অংশগ্রহণকারী একযোগে মেহমান হওয়ার পাশাপাশি মেযবানও বটে। প্রয়োজন হলেই মেহমান (অতিথি) মেযবানে (আপ্যায়নকারী) রূপান্তরিত হয়ে যেত আর এটি এমন এক সৌন্দর্য্য যা আমাদের সকল জলসায় সর্বদা দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত।

কলম্বিয়ার একজন সাংবাদিক এবং উকিল জেসাস কেবালাম বলেন, মানবাধিকার সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তব্য আমার খুব ভালোলেগেছে। সাংবাদিক হিসেবেপৃথিবীর বড় বড় রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সাথে আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়। আহমদীয়া জামা'তের ইমামের সাথেও সাক্ষাৎ হয়েছে, আর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা হলো ইসলামের অনুপম শিক্ষার সাথে কলম্বিয়ার লোকদের পরিচিত করার জন্য আহমদী মিশনারীদেরকে যেন সেখানে প্রেরন করা হয়, যেটির এই মুহূর্তে আমাদের দেশের ভীষন প্রয়োজন রয়েছে।

অনুরূপভাবে উগাণ্ডার বি বি এস টি-এরসি ই ও বলেন, আমি সুশৃঙ্খলভাবে এত বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। কোন সেনা বা পুলিশ ছিল না। আমি একজন খ্রিষ্টান। জলসায় 'জেসাস ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক প্রদর্শনী দেখেছি।

সেখানে একজন ব্যবস্থাপকের সাথে ঈসা (আ.) সম্পর্কে কথা হয়েছে। তিনি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাকে এমন সব কথা বলেছেন যা পূর্বে আমি কখনো শুনিনি। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি যে, আহমদীদের কাছে তো বাইবেলের জ্ঞান খ্রিষ্টানদের চেয়ে বেশি আছে।

এরপর বলিভিয়ার একজন টিভি উপস্থাপক আরন্দিয়া সাহেব যিনি বিভিন্ন টিভি শো করেন, তিনি বলেন, (জলসা) এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। এর পূর্বে আমার কানাডার সালানা জলসাতেও অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। এসব জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। জলসার পরিবেশ এবং এতে প্রদত্ত বক্তৃতা সমূহ ইসলাম সম্পর্কে আমার সর্বপ্রকার সন্দেহ ও ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছে।

ইউক্রেনের একজন বন্ধু ছিলেন ইগর সাহেব, যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী। তিনি পি এইচ ডি করেছেন এবং একজন ডক্টর, তিনিও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি দুটি বইও রচনা করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের বই-পুস্তক ভালোভাবে অধ্যয়নও করেছেন তিনি। জলসায় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি বয়াতও গ্রহণ করেন। তিনি ইউক্রেন জাতির প্রথম আহমদী। তিনি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমার জীবনে আমি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত বহু আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, জলসা ও বৈঠকে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু সালানা জলসায় অংশগ্রহণ আমার হৃদয় ও আত্মায় এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যা এ জীবন থেকে নিয়ে পরজগতে যাওয়া পর্যন্ত অটুট থাকবে। এরপর বলেন, আরবী ভাষায় খুব প্রিয় একটি শব্দ হচ্ছে নূর যার অর্থ আলো। সালানা জলসা ঈমান ও ভালোবাসার সেই আলো যা পুরো মানবতাকে স্বীয় সত্তায় আলোকিত করে। এরপর বলেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র বক্তৃতা সমূহের মাধ্যমে আমি এটি বুঝতে সমর্থ হয়েছি যে, এ পৃথিবীতে আমার উপস্থিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। এছাড়া ব্যবস্থাপনার কাজেরও তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন যে, প্রত্যেকেই খুবই পরিশ্রমের সাথে কাজ করেছেন।

অনুরূপভাবে মেক্সিকো থেকে আগত একজনের প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করছি। মারিয়া সাহেবা নাম্নী এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের কেবল দুই মাস অতিবাহিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, আমার সব সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। এ জলসায় অংশগ্রহণ একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল। জলসায় অংশগ্রহণের কারনে আমি এ বিষয়ে গর্বিত যে, আমি একজন মুসলমান। আর আজ আমি এ বিষয়ে অঙ্গীকার করেছি যে, এখন থেকে আমি গর্বের সাথে নিজের হিজাব পরিধান করব এবং সর্বদা ব্যবহার করব।

প্যারাগুয়ের একজন নবদীক্ষিতা বলেন, (জলসা) খুব ভালো ছিল, আমি আপনার বক্তৃতা সমূহ শুনেছি, এগুলো সবই পালনীয়। আমার বক্তৃতামালা সম্পর্কে বলেন, আমার মনে যেসব প্রশ্ন ছিল সেগুলোর আমি উত্তর পেয়ে গেছি। আর আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন আপনি আপনার বক্তৃতা আমার প্রশ্নসমূহ দৃষ্টিতে রেখে প্রস্তুত করেছেন এবং আমি আধ্যাত্মিকভাবে অনেক জ্ঞান নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছি। এটিও আল্লাহ্ তা'লারই কাজ যে, তিনি এরূপ বক্তৃতা তৈরীরও তৌফিক দেন আর মানুষের ওপর এর সুপ্রভাবও পড়ে।

এরপর প্রেস ও মিডিয়ার রিপোর্ট রয়েছে, বাকি (প্রতিক্রিয়া) আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আমাদের কেন্দ্রীয় প্রেস ও মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত মোট ১৮৩টি মিডিয়া রিপোর্ট সম্প্রচারিত হয়েছে। মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রচারের এই কাজ অব্যাহত আছে। এসব রিপোর্টের মাধ্যমে একশত তিহাত্তর মিলিয়নের অধিক লোকের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। আর যেসব মিডিয়া প্রতিবেদন প্রচার করেছে তার মাঝে রয়েছে বিবিসি রেডিও ফোর, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ক, টেলিগ্রাফ, ডাচ ন্যাশনাল নিউজপেপার, স্কাই নিউজ, আই টিভি, এক্সপ্রেস, এফিংটন পোস্ট, প্রেস এসোসিয়েশন (যা একটি নিউজ এজেন্সী), ই এফ ই স্পেনিশ নিউজ এজেন্সি, ইয়াহু নিউজ। আর বহু দেশে যেমন ইউ কে, ব্রাজিল, হল্যান্ড, স্পেন, আর্জেন্টিনা, পানামা, কলম্বিয়া, চিলি, পেরু, ভেনিজুয়েলা, ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, ঘানা, ইতালী প্রভৃতি দেশে এসব প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে।

এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমে ১৯টি চ্যানেলে এই প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সদস্যদের জলসায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি অন্যদেরও বহু প্রতিক্রিয়া রয়েছে যারা জলসার দিনগুলোতে এসব অনুষ্ঠান দেখেছে এবং বেশ প্রভাবিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী আহমদীদের জন্যও সালানা জলসাকে তাদের ঈমাণ বৃদ্ধির কারণ করুন এবং যেসব কথা তারা শুনেছে এবং দেখেছে তাদেরকে সর্বদাসেগুলোর অধীনস্ত হওয়ার এবং তার ওপর আমল করার তৌফিক দিন। আর প্রেস এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যে সংবাদ পৌঁছেছে তা-ও আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারী হয় এবং তাদের জন্য তা আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে গ্রহণ করার কারণ হয়।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব যা মোকাররম এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের জানাযা, যিনি গত ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে রাবওয়ায় তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

মুজিবুর রহমান সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তার পিতা মোহতরম মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি তাকে শৈশবে

তার মা এবং অন্যান্য সন্তানদের সাথে কাদিয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ মুজিবুর রহমান সাহেবের মা এবং অন্য ভাইবোনদের সাথে তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ থেকে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছিলেন। তার পিতা হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেবের প্রাথমিক ছাত্রদের একজন ছিলেন। মওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব এবং গোলাম আহমদ বদ্দুমলহী সাহেব প্রমুখ বুযুর্গগণ তার সহপাঠী ছিলেন। তিনি (অর্থাৎ মরহুমের পিতা) প্রায় ৩৬ বছর বঙ্গদেশে সেবা করেছেন। মুজিবুর রহমান সাহেব পেশাগত দিক দিয়ে উকিল ছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক সফল উকিল ছিলেন। জামা'তী সেবাও তিনি অনেক করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে ১৯৮০ সনে আহমদীয়া জামা'ত রাওয়ালপিণ্ডির আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৯৮ সন পর্যন্ত তিনি সেই জামা'তের আমীর ছিলেন। ১৯৭৪ সনে রাওয়ালপিণ্ডির মারি রোডের মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় তিনি অনেক সেবা করেছেন। ১৯৭৮ সনে উচ্চ আদালতে ডেরা গাজি খান এর মসজিদের মামলা তিনি লড়েন। অগণিত জামা'তী মামলা রয়েছে যেগুলো তিনি লড়েছেন এবং অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে লড়েছেন। ১৯৭৮ সনে মজলিসে শূরার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হন। এরপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নিয়মনীতি সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি অবদান রাখার সুযোগ লাভ করেন। ফিকাহ্ কমিটির সদস্য হিসেবে ফিকাহ্ আহমদীয়ার প্রথম খণ্ড সম্পাদনায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এরপর ১৯৭৭-৭৮ সনের সালানা জলসায় তিনি ইসলাম এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৭৯ থেকে ৮৩ সন পর্যন্ত সালানা জলসায় ইসলামে মতবিরোধের সূচনা, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে একজন আহমদী, নিরাপত্তার দুর্গ, আহমদীয়াত রূপী বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এমটিএ-র বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন যাতে বিরোধীদের বিভিন্ন আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ধর্মীয় জ্ঞানেও সমৃদ্ধ ছিলেন আর জাগতিক জ্ঞানেও জ্ঞানী ছিলেন এবং সুবক্তা ছিলেন। আর এদিক থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যা থেকে তিনি পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করেছেন আর জামা'তের সেবার সুযোগ আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেন। এমটিএ-র প্রোগ্রাম সমূহের মাঝে বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে যাতে ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর আলোকপাত, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সাক্ষাৎকার, বারাহীনে আহমদীয়ার সৌন্দর্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এরপর ১৯৮৪ সনে আহমদীয়াত বিরোধী অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে শরীয়া আদালতে দায়েরকৃত মামলা লড়ার তার সৌভাগ্য হয়েছে এবং সেখানেও তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছেন। ফৌজদারী আদালতেও জামা'তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সমূহ লড়ার তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। খোদার পথে যারা বন্দি হয়েছেন তাদের সেবা করারও তিনি সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯৩ সনে সর্বোচ্চ আদালতে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা লড়ার জন্য যে কমিটি ছিল তার সদস্য হন এবং সেখানেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৭৬ সনে করাচীতে অনুষ্ঠিত জুরি কাউন্সিলে প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ লাভ করেন। যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ইত্যাদি দেশে মানবাধিকার বিষয়ে বুদ্ধিজীবি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় করার এবং সেমিনারে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে মিনেসোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের সুযোগ পান এবং জার্মানীর একটি আদালতে আঠারো ঘন্টা পর্যন্ত একজন অভিজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে নিজ সাক্ষ্য রেকর্ড করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৪ সনে যুক্তরাষ্ট্র জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তিনি ধর্ম এবং বিবেকের স্বাধীনতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭ সনে কুরআন কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়, যাতে আহমদীয়া জামা'তকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমি তাকে সেখানে প্রেরণ করেছিলাম আর তিনি সেখানেও জামা'তের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্যকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর লেখনীর আলোকে জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুইজারল্যাণ্ড এবং কানাডাতে ইমিগ্রেশন বোর্ডের সামনে আইনগত বিষয়াদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার সুযোগ লাভ করেন। এছাড়াও তার আরো বহু সেবা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওয়াকফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তার ওপর অর্পিত সমস্ত জামা'তী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন এবং পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে তা করেন।

তার চাচাতো বোনের সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্ত্রী ১৯৯৯ সনে মৃত্যু বরণ করেন। এখন তার তিন পুত্র রয়েছে। আজিজুর রহমান ওক্কাস সাহেব রাওয়ালপিণ্ডিতে উকিল। তিনিও জামা'তের মামলা সমূহে সাহায্য করেন। ডাক্তার আতাউর রহমান মুআয সাহেব আজকাল কাতারে আছেন। খলীলুর রহমান হাম্মাদ সাহেব, তিনিও আজকাল পাকিস্তানেই আছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত এবং কৃপার আচরণ করুন আর নিজ প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধায়নে অনুদিত)

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৮ অগাস্ট ২০১৯

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করলেন ৬,৬৮,০০০ এর অধিক মানুষ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল ৫৩তম জলসা সালানা যুক্তরাজ্য

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণের মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের ৫৩তম জলসা সালানা গত ৪ঠা অগাষ্ট সমাপ্ত হয়েছে।

হ্যাম্পশায়ারের অল্টনে অবস্থিত হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত এ জলসা সালানায় ১১৫টি দেশ থেকে ৩৯,৮০০ এর অধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার আহমদী মুসলিম ছাড়াও অনেক অ-আহমদী ও অমুসলিম অতিথি এতে অংশগ্রহণ করেন। পুরো অনুষ্ঠান এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল-এ সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং অনলাইন স্ট্রীমিং-ও করা হয়।

তিন দিনের এ জলসা সালানার একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল বয়'আত বা অনুবর্তিতার শপথ, যা রবিবার অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয় এবং যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ মসীহ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হিসেবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর অনুবর্তিতার অঙ্গীকার করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ খলীফা পর্যন্ত এক মানব শৃঙ্খল গঠন করে শপথের বাক্যগুলো একসাথে পুনরাবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সম্মানিত হুযূর ঘোষণা করেন যে বিগত বছরে সারা বিশ্বের ৬,৬৮,০০০ এর অধিক মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করেছেন।

সম্মানিত হুযূর আরো ঘোষণা করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আজ ২১৩টি দেশে প্রতিষ্ঠিত। এ বছর প্রথমবারের মত আর্মেনিয়াতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁর ভাষণে সম্মানিত হুযূর আলোচনা করেন কিভাবে আধুনিক বিশ্বে সাধারণভাবে ধর্মকে এবং বিশেষতঃ ইসলামকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হচ্ছে। এর

পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানিত হুযূর শক্তিশালীভাবে ইসলামের শিক্ষাসমূহের পক্ষে কথা বলেন, অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন এবং সকলের মানবাধিকার রক্ষায় পবিত্রকুর আনের শিক্ষার উপর আলোচনা করেন।

সম্মানিত হুযূর বলেন সাধারণভাবে এ আপত্তি উঠানো হয় যে, যে ধর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে এটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ আর তাই আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তন প্রয়োজন।

সম্মানিত হুযূর বলেন, যে যেখানে অন্য কতক ধর্ম এ বিতর্কে লিপ্ত যে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলানোর জন্য তাদের ধর্মীয় শিক্ষাসমূহের সংস্কার প্রয়োজনকিনা, সেখানে ইসলামের শিক্ষাসমূহ কালোত্তীর্ণ এবং সার্বজনীন আর পবিত্র কুর'আন সেই পরিপূর্ণ কিতাব যা সকল সময়রে এবং সকল স্থানের জন্য যথেষ্ট হয়ে আছে এবং থাকবে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'লার কিতাব এবং তিনি এর সুরক্ষার অঙ্গীকার করেছেন। অন্যান্য ধর্মের কাছে তাদের মূল শিক্ষা নেই, কিন্তু পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ১৪০০ বছরে পরিবর্তিত হয়নি এবং কেয়ামতকাল পর্যন্ত এরূপ থাকবে। পবিত্র

কুরআনের শিক্ষা চিরন্তন এবং সকল যুগের মানুষের জন্য।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এই যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে পাঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে আরো বেশি সুরক্ষিত করেছেন। মসীহমাওউদ (আ.) পবিত্র কুর'আনের শিক্ষাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং এর মধ্যে লুকানো ভাণ্ডার উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন মানবীয় সম্পর্কের সকল আঙ্গিকের চাহিদা পূরণ করে: ব্যক্তি ও সমাজ এর মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত। আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি এর মাধ্যমে অনেক মহানজ্ঞানগত ও বৈজ্ঞানিক সত্য উন্মোচিত হয়েছে। এটি বিস্তারিতভাবে খোদা তা'লার অধিকার এবং খোদাতা আলার সৃষ্টির অধিকার বর্ণনা করেছে। সুতরাং সমালোচকদের আপত্তির দ্বারা আমাদের প্রভাবিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমাদের পবিত্র কুরআন নিয়ে কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগার কোন কারণ নেই।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"পবিত্র কুর'আন এমনকি মানুষের বাহ্যত তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) আমাদের জন্য আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এইগুলো হল সেইসব অধিকার যেগুলো সমাজের সকল পর্যায়ে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে।"

এরপর সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এর অনুসারীদের জন্য পূরণীয় অধিকার এবং কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে পিতা-মাতা, বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবেশী, স্বামী বা স্ত্রী এবং খোদা তা'লার সৃষ্টির অধিকার।

সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার পরিপূর্ণতার উদাহরণ দিতে গিয়ে পবিত্র কুর'আনের একটি আয়াত বর্ণনা করেন। সূরা আন নিসার ৩৭ নম্বর আয়াতে খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে:

"এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না, এবং সদয় ব্যবহার কর পিতা-মাতার সাথে, এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে, এবং এতীমের সাথে, এবং অভাবীদের সাথে, এবং আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে, এবং সঙ্গী-সহচরের সাথে, এবং পথচারীগণের সাথে, এবং তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না যারা উদ্ধত, দাম্ভিক।"

সম্মানিত হুযূর আরও উল্লেখ করেন যে মানুষের একে অপরের সম্পর্কে সুধারণ পোষণ করা উচিত আর কুধারণা থেকে বিরত থাকা উচিত। এভাবে এরূপ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, একতাও শক্তি গড়ে উঠবে।

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, দুঃখের বিষয় যে, আজকের বস্তুবাদী জগতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মৌলিক মানবীয় সহানুভূতি প্রদর্শনে প্রায়শঃই আমরা ব্যর্থতা দেখতে পাই। যদি কেউ ক্ষুধার্ত থাকে, তবে তারা তার খেয়াল রাখে না, অথবা যদি কেউ আর্থিক অনটনে ভোগে তবে তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে তার সেই অভাব পূরণকরে না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উল্লেখ করেন যেখানে ধর্মহীন লোকেরা ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে আর বিশেষত ইসলামের বিরুদ্ধে, একটি সাম্প্রতিক জরিপ দেখিয়েছে যে দানের মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার বড় অংশ ধার্মিক ব্যক্তিদের নিকট হতে সংগৃহীত হয় এবং মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশি দানকারীদের অন্যতম।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন কেউ আল্লাহ তা'লার জন্য কাজ করেন এবং তার দুর্বল এবং অভাবী ভাইদের সাহায্য করেন, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, যদি মানুষ অন্যকে সাহায্য না করে, তবে ধীরে ধীরে তার নৈতিক মূল্যবোধে সে পশুর মত হয়ে যায় যেখানে সে অন্যের কোন পরোয়া করে না। মসীহমাওউদ (আ.) বলেন, একজন ব্যক্তির মানবীয়তা তার নিকট এটি দাবি করে আর কোন ব্যক্তি তখনই মানুষ বলার যোগ্য যখন বিনা ব্যতিক্রমে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল হন।" মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, "কখনো কোন পরিস্থিতিতেই, নিজের অনুগ্রহের পরিধিকে সংকুচিত করবে না।"

এরপর সম্মানিত হুযূর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উল্লেখ করেন যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামকিভাবে এর অনুসারীদের উপর সমাজের সকল শ্রেণীর অধিকারপূর্ণ করার বিষয়টিকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছে।

কারো নিজ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ২৪ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত যেখানে মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি পরিপূর্ণ দয়াদ্র আচরণের কথা বলা হয়েছে এমনকি তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে "তাদের দু'জনকে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলো না, এবং তাদেরকে ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলো।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আজ যারা মানবাধিকারের প্রবক্তা বলে দাবি করছেন তারা বস্তুতঃপিতা-মাতার সাথে তাদের সন্তানদের দূরত্ব বৃদ্ধিক রছেন। যদি পিতা-মাতা সন্তানদের শাসন করেন বা তাদের নৈতিক সংশোধনের চেষ্টা করেন তবে কতক সংগঠন দাঁড়িয়ে

যায় আপত্তি প্রকাশের জন্য এবং পিতামাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। মানুষের মাঝে এনিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে আর এখন এবিষয়ে আপত্তি উঠানো শুরু হয়েছে।"

সম্মানিত হুযূর জোর দিয়ে বলেন যে, পবিত্র কুর'আন একটি পরিপূর্ণ কিতাব আর পবিত্র কুর'আন ও মহানবী (সা.)-কেবল পিতা-মাতার অধিকার বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সন্তানদের অধিকারও বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহানবী (সা.) মুমিনদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন তারা যেন তাদের সন্তানদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করে এবং তাদের উত্তম আদব শিক্ষা দেয়। তিনি আরো বলেন যে এক পিতা তার সন্তানকে সবচেয়ে মূল্যবান যে উপহার দিতে পারেন তাহলো উত্তম তরবিয়ত (চরিত্র গঠন)।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: "মহানবী (সা.) তো এমনকি নিজ ঘোরতর শত্রুদের সন্তানদের অধিকারও রক্ষা করেছেন। এক সৈন্যবাহিনী শিশুদের উপর হামলা করলে মহানবী (সা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন। অথচ আজ এমন সরকারসমূহ যারা দাবি করে যেই সলাম নিষ্ঠুর এবং অন্যান্য, আর যারা নিজেরা মানবেতরভাবে পিতা-মাতা থেকে সন্তানদেরকে পৃথক করছে তারা নিজেদের কাজকে ন্যায়সঙ্গত ও নৈতিক বলে মনে করছে।"

সম্মানিত হুযূর বৈবাহিক জীবনের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নারীর অধিকারের উপর এত জোর দিয়েছেন যে তিনি

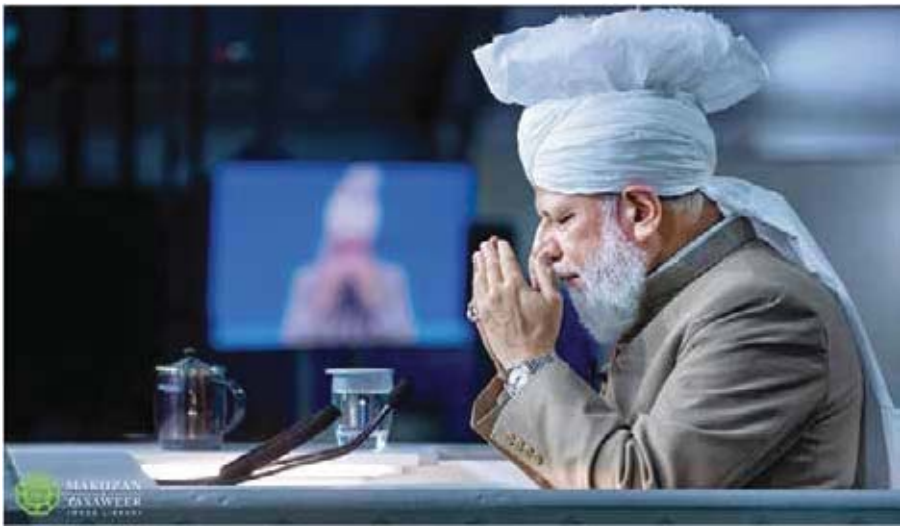

বলেছেন, "তোমাদের মাঝে সেই সর্বোত্তম যে নিজ স্ত্রীর প্রতি আচরণে সর্বোত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে থাকি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা উন্নত বিশ্বে মানবাধিকার এর বিষয়ে কথা বলে থাকেন তারা নিজেরা নিজেদের স্ত্রীদের অধিকার পূরণ করেন না এবং তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে থাকেন। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের একটি বিশাল সমস্যা বিদ্যমান এবং উন্নত বিশ্বে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অত্যন্ত উঁচু।"

সম্মানিত হুযূর সেইসব অধিকারের কথাও বলেন যেগুলো পবিত্র কুরআন নিজ ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে মানবজাতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে তিন দিনের বেশি একজন বিশ্বাস যেন অপর এক বিশ্বাসীর সাথে কথা বল থেকে বিরত না থাকে।"

সম্মানিত হুযূর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনযোগ বিধবা, বৃদ্ধ, অধিনস্ত কর্মচারী ও আরো অনেকের অধিকারের প্রতি আকর্ষণ করেন, যাদের প্রত্যেকের অধিকার ইসলাম সমুন্নত করেছে এবং সবিস্তারে সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করেছে।

সম্মানিত হুযূর জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি পবিত্র কুর'আনে প্রতিষ্ঠিত অধিকার সমূহের কেবল গুটি কতকের কথা উল্লেখ করতে পেরেছেন আর এমন আরো অগণিত রয়েছে যেগুলোর কথা এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

জলসা সালানা চলাকালে সম্মানিত হুযূর পাঁচটি ভাষণ প্রদান করেন, যার মধ্যে একটি ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বার্ষিক রিপোর্ট।

এ তিন দিনে আরো কতকগুলো ভাষণ ও বক্তৃতা প্রদান করা হয়। তদুপরি, বিভিন্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল যার মধ্যে ছিল, 'ইসলাম ইন মদীনা' (মদীনায় ইসলাম), 'শ্রাউড অফ টুরিন" (টুরিনের কাফন) প্রদর্শনী, "পাথওয়ে টু পীস" (শান্তির পথ) প্রদর্শনী ও "ইসলাম ইন দ্য ইস্ট" (প্রাচ্যে ইসলাম) প্রদর্শনী।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই) কর্তৃক পরিচালিত দোয়ার মাধ্যমে জলসা সালানা সমাপ্ত হয়।

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৫ অগাস্ট২০১৯

লন্ডনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ঈদ-উল আযহিয়ার খুতবা

"নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তর হও এবং অন্যের অধিকার আদায়ে সচেতন হও।
এটিই ঈদুল আযহার শিক্ষা।" - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ১২ অগাস্ট ২০১৯ লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে ঈদুল আযহিয়ার খুৎবা প্রদান করেন।

খুতবায় সম্মানিত হুযূর প্রকৃত কুরবানির মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পশু কুরবানির উদ্দেশ্য এবং কেন ঈদুল আযহাতে মুসলমানদেরকে এমন করতে বলা হয় এ সম্পর্কেও সম্মানিত হুযূর বক্তব্য রাখেন।

সম্মানিত হুযূর তাঁর খুতবার শুরুতে পবিত্র কুরআনের সূরা আলহাজ্জ-এর ৩৮ নম্বর আয়াত পাঠ করেন যা মুসলমানদেরকে পশু কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"খোদাতা'লা বলেছেন যে তাকওয়া হল সেই অন্তর্নিহিত সারবস্তু যা যেকোন পশু কুরবানীর পেছনে থাকা উচিত। এটি সেই বিষয় যা খোদা তা'লার কাছে প্রিয়। বাহ্যিক কুরবানীর মাধ্যমে কুরবানীকারী ব্যক্তি নিজের এ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, খোদা তা'লার খাতিরে তিনি নিজের সকল ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। কুরবানীকারী ব্যক্তির পশুকুরবানীর এই প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত এবং খোদা তা'লার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উর্ধ্বতন উদ্দেশ্য লাভের জন্য তারও নিজ ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে এটি মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেন ঈদ-উল আযহা এর উদযাপন থেকে উপলব্ধি ও শিক্ষা গ্রহণ করে যে ব্যক্তিগতআশা আকাঙ্ক্ষার উপরে তাদের খোদা তা'লার আদেশাবলীকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। সম্মানিত হুযূর আরো বলেন যে, যদি এই ঈদ আমাদেরকে এই উদ্দেশ্য স্মরণ করাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি আর যে কোন উৎসবের ন্যায় হবে আর এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না।

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যায় বলেন যে, কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক সত্ত্বা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর এগুলো "একে অপরের সমান্তরালে চলে"।

তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং এদের কোনোটিকেই উপেক্ষা করা যায় না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"এই বাহ্যিক কুরবানীসমূহ যা আমরা করে থাকি তা আমাদের আত্মাকে ঝাঁকুনি দেয়ার জন্য, তাকে উপলব্ধি করানোর জন্য যে যেভাবে এ পশুকে আমাদের ব্যবহারের জন্য কুরবানী করা হয়েছে, একজন প্রকৃত মু'মিনের সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সুতরাং আপনাদের দেহ ও আত্মাকে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করুন এবং নিজেদের তাকওয়ার মানকে উন্নীত করুন।"

সম্মানিত হুযূর বলেন, যে যদিও কুরবানী কোন কোন সময়ে কঠিন হতে পারে, কিন্তু যারা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানী করে থাকেন তাদের প্রতিদান কখনো শেষ হয় না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা প্রতিটি ক্ষণে খোদা তা'লার জন্য সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকেন তাদের দুঃখকষ্টসমূহ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আনন্দে পরিণত হয়।"

সম্মানিত হুযূর আহমদী মুসলমানদের অন্যের অনুসরণের জন্য উচ্চ নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার কাম্য মান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের এই যুগে, যখন আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-কে গ্রহণ করেছি, তখন এটি আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা মূল্যায়ন করে দেখি আমাদের প্রতিটি সৎকর্মের আদায়ের মান মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাহাবাগণের মানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ কিনা, অথবা কমপক্ষে আমরা সেই মানে পৌঁছার জন্য সচেষ্ট কিনা। যদি আমরা দাবি করি যে আমরাই সেই শেষ যুগের (প্রতিশ্রুত) উন্মত, তবে আমাদেরকে অবশ্যই অসাধারণ দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে হবে।"

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করে বলেন যে মুসলমানদের উচিত সর্বপ্রকার মন্দ থেকে নিজেদেরকে মুক্তকরা এবং এর পাশাপাশি খোদা তা'লা এবং মানবতার অধিকার আদায় করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনান যেখানে তিনি বলেন:

"আল্লাহ তা'লা চান যেন পৃথিবীতে একতা বিস্তার লাভ করে এবং যে তার ভাইকে কষ্ট দেয়, অন্যায় বা ধোঁকার আশ্রয় নেয়, এই ঐক্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ না হৃদয় হতে পাপ দূরীভূত হয়, প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। নিজেকে সকল প্রকার পাপ থেকে রক্ষা করার মধ্যেই প্রকৃত তাকওয়া নিহিত।"

খুতবার শেষ প্রান্তে সম্মানিত হুযূর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের নিকট কতক শ্রেণীর মানুষের জন্য দোয়ার তাহরীক করেন যাদের মধ্যে রয়েছে শহীদগণ, প্রাথমিক যুগের মুবাল্লেগীন (ধর্মপ্রচারকগণ) যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পয়গাম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছেছেন, ওয়াকেফীনে যিন্দেগী, মুখালেফাতের (বিরোধিতার) শিকার, এবং আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহর পথে বন্দী)।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তার খুতবা নিম্নের দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন:

"আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত তাকওয়ার পথে চলার তৌফিক দান করুন, কুরবানির এই ঈদ আমাদেরকে কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বুঝার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিক এবং আমরা নিজেদেরকে সকল প্রকার পাপ থেকে পবিত্র করার বিষয়ে যেন সচেষ্ট হতে পারি। আর আমরা তাকওয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদি উপলব্ধির সাথে সাথে যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সচেষ্ট থাকি, এবং তাদের মধ্যে গণ্য হতে পারি যারা তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ লাভ করে থাকেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো দোয়া করেন:

"আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের দুর্বলতাসমূহ ঢেকে দিন, আমাদের উপর রহম করুন এবং আমাদের প্রত্যেককে নিজ ঈমান ও বিশ্বাসে অগ্রসর করুন। ইসলাম আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের সাফল্যের আরও বৃহত্তর দৃষ্টান্ত যেন আমরা দেখার সৌভাগ্য লাভ করি, যেন সেই প্রকৃত উৎসবের দিনের আনন্দসমূহ অনুভব করতে পারি। আপনারা এ দোয়াসমূহ করতে থাকুন, নিজ ঈমানে দৃঢ়তর হতে থাকুন এবং একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেতন থাকুন। এই কুরবানীর ঈদ আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।"

খুতবা শেষে সম্মানিত হুযূর সকলকে ঈদ মোবারক বলে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন।

“মহানবী (সা.)-এর নসীহত করার বা উপদেশ প্রদানের পদ্ধতি”

(২০১৯ সালের যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

বক্তা: **মওলানা ফযলুর রহমান নাসের**, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, ইউকে এবং কায়েদ তরবীয়ত, মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্য

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**, বাংলাডেস্ক, লণ্ডন

ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৬)

সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন শতশত বছর থেকে যারা বিকৃত ও ভ্রষ্টতায় ছিলেন তাদের উন্নত আচার-ব্যবহার শেখানোর জন্য। আর সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা ঘুচানো বা দূর করানোর জন্য। কীভাবে নিজের প্রভু এবং নিজ স্রষ্টা ও মালিকের ভালোবাসা অর্জন করা যায় আর তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার কীভাবে প্রদান করতে হবে তিনি (সা.) তা শিখিয়েছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ ছিল, ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৬)

অর্থাৎ, তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয় উপদেশ প্রদান মু'মিনদের কল্যাণ সাধন করে থাকে।

তিনি (সা.) যেরূপ সহানুভূতি, ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম করে নিরন্তর এই উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন সেকথা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লিখিত রয়েছে,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

(সূরা আশ্ শো'য়ারা: ৪)

অর্থাৎ, {হে মুহাম্মদ (সা.)} তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে?

মহানবী (সা.)-এর নসীহত বা উপদেশাবলী হতে সরাসরি কল্যাণপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান সাহাবীদের বিভিন্ন ঘটনা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রায়শঃ তার বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতায় বর্ণনা করেন।

একবার বলেছেন, “তাঁর উপদেশ দেয়া বা নসীহত করার রীতিও ছিল বিস্ময়কর। তাঁর (সা.) প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশও ছিল, নিজ অনুসারীদের সাথে নম্রতা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) আপনজন অর্থাৎ ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন এবং শিশুদের বুঝানোর জন্য তাদের সাথেও কোমল, প্রীতিপূর্ণ ও স্নেহসূলভ ব্যবহার করেছেন আর উম্মতের অন্যদের সাথেও আর নিজের সাহাবীদের সাথেও। আর সর্বদা এই নির্দেশকে দৃষ্টিপটে রেখেছেন যে, তোমার কাজ হল, উপদেশ দেওয়া আর ধীরেসুস্থে বা প্রশান্তচিত্তে সুন্দরভাবে উপদেশ দিতে থাক। একজন উত্তম শিক্ষকের এই আদর্শই হওয়া উচিৎ। তিনি (সা.) আমাদের সামনে এই আদর্শ স্থাপন করেছেন যে, যদি সমাজের সংশোধনের জন্য উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে নিজের ঘর বা পরিবার থেকে সংশোধনের কাজ আরম্ভ কর। এর প্রভাবও পড়বে আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশও এটিই যে,নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা কর। সেই পথে নিজে চল এবং তাদেরকে পরিচালিত কর যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদানকারী পথ, যা উন্নত নৈতিক গুণাবলী অর্জনের পথ... অতএব তিনি (সা.) তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর বিষয়ের প্রতিও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন আর তাদের তরবীয়ত করতেন, কিন্তু পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে।

একটি রেওয়ায়েতে বা হাদীসে রয়েছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ছয় মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় হযরত ফাতেমা (রা.)'র দরজার পাশ দিয়ে একথা বলতে বলতে যেতেন, “হে আহলে বাইত (অর্থাৎ নবী পরিবার)! নামাযের সময় হয়ে গেছে। এরপর এই আয়াত পাঠ করতেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(সূরা আল্ আহযাব: ৩৪)

অর্থাৎ, হে আহলে বাইত (অর্থাৎ নবী পরিবার)! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সব ধরণের অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদের পুরোপুরি পবিত্র করতে চান।”(তিরমিযী কিতাবুত তফসীর, সূরাতুল আহযাব)

আরো একটি হাদীসে এভাবেই উপদেশ দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় আর এর দ্বারা তাঁর উপদেশ দেওয়ার ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, “একদিন রাতে মহানবী

(সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন আর আমাকে ও ফাতেমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগান। এরপর তিনি (সা.) তাঁর বাড়িতে তশরীফ নিয়ে যান আর কিছুক্ষণ নফল নামায পড়েন। এ সময় আমাদের ওঠার কোন লক্ষণ অনুভব করতে না পেরে পুনরায় আসেন এবং আমাদের জাগান এবং বলেন, ওঠো এবং নামায পড়। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি চোখ কচলাতে কচলাতে উঠি এবং বলি, খোদার কসম! যে নামায আমাদের জন্য নির্ধারিত আমরা তা-ই পড়তে পারি। আমাদের প্রাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন চাইবেন আমাদের উঠিয়ে নিবেন। মহানবী (সা.) ফিরে যান। তিনি (সা.) বিস্ময়ের সাথে নিজের উরুতে হাত মেরে আমারই বাক্য পুনরাবৃত্তি করেন যে, অর্থাৎ আমাদের জন্য নির্ধারিত নামায ছাড়া আমরা আর কোন নামায পড়তে পারি না। এরপর এই আয়াত পাঠ করেন, وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (সূরা আল্ কাহাফ: ৫৫)অর্থাৎ, অধিকাংশ বিষয়ে মানুষ বিতণ্ডাকারী।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯১, বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

তিনি বকাঝকাও করতে পারতেন, ভর্ৎসনাও করতে পারতেন কিন্তু খুবই শান্তসিষ্টভাবে নসীহত করেন। এটিও সন্তানদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এভাবেই আমি বুঝাতে থাকবো, বলতে থাকবো, ডাকতে থাকবো, আমার কাজ উপদেশ দেওয়া, আর তুমি যে কথা বলেছ তা ভুল। মানুষের অনেক বেশি তর্ক করার অভ্যাস ভালো নয়। তর্ক করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিৎ। (জুমুআর খুতবা, ১৯শে আগস্ট, ২০০৫)

তিনি (সা.) তাঁর বাড়িতে স্ত্রী-কন্যাদের এবং বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াতকারীবহু শিশু-কিশোর এবং যুবকদের, যেমন হযরত আলী, হযরত যায়েদ, হাসান, হোসাইন, উসামা, আনাস, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস প্রমুখদের অত্যন্ত স্নেহ, ভালোবাসা এবং দোয়ার সাথে এমন তরবীয়ত করেছেন যে, তারা অনাগত প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়েছেন। কিন্তু এই পুরো তালীম ও তরবীয়তের সময় তিনি (সা.) কখনও কারো গায়ে হাত তুলেন নি আর না- কখনও রাগ করে বাড়িতে কাউকে বকাঝকা করেছেন। বিশেষভাবে মহিলাদের সম্মান ও তালীম ও তরবীয়তের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই আরব সমাজে মহিলাদের সেই সম্মান অর্জিত হয় যে, তাঁর কতক মহান সাহাবী কতক জটিল সমস্যার সমাধান করার জন্য তাঁর সহধর্মিণীদের কাছ থেকে মতামত নিতেন। তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর নৈতিক গুণ ও নৈতিক চরিত্রের এমনই কৃপা ছিল যে, তাঁর সহধর্মিণীগণ তাঁর বাড়ির সাদামাটা এবং দারিদ্রপূর্ণ জীবনের মোকাবিলায় পার্থিব শোভা-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের সকল প্রলোভন বা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এজন্য তাঁর ঘর বা পরিবার তাঁর এই কথার বাস্তব চিত্র ছিল যে,

"খাইরুকুম খাইরুকুম লিআহলিহী ওয়া আনা খাইরুকুম লিআহলী" (সূনান তিরমিযী, কিতাবুল মানাকেব)। অর্থাৎ, কেউ যত বড় পদাধিকারীই হোক না কেন, সবচেয়ে উত্তম সে-ই যে তার পরিবার-পরিজনের কাছে উত্তম। আর পরিবারের লোকদের সাথে উত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমার আচরণ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আচার-আচরণ এবং কর্মপন্থা আর কথাবার্তার রীতি এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (সূরা আল্ কলম: ৫) অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি এক মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত।তাঁর সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলী এবং ব্যাকুল চিত্তের দোয়া আর অনবরত সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশের ফলেই হৃদয়ে, পরিবারে আর পরিবেশে পবিত্র পরিবর্তন আসা আরম্ভ হয়ে যেতো। তাঁর সুন্দর ব্যবহার এরূপ হৃদয়কাড়া আর এমন আকর্ষণ-আবেদন ছিল আর তাতে এমন জ্যোতি ছিল যা হৃদয়কে মোহাবিষ্ট করতো। সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহীম বর্ণনা করেন, তিনি পরম সহানুভূতিশীল, কোমল প্রকৃতি এবং সহিষ্ণু স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি (সা.) বলতেন, কোমলতা বিষয়কে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। যে বিষয় হতে নম্রতা বা কোমলতা বের করে দেয়া হয় তা অসুন্দর হয়ে যায়। একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, একবার এক যুদ্ধের সময় ভীড়ের কারণে আমার পা তাঁর পায়ের ওপর পড়ে, আমার শক্ত জুতার কারণে তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হয় তখন তিনি (সা.) তাঁর লাটি দিয়ে একথা বলে আমার পা সরিয়ে দেন যে, বিসমিল্লাহ্! তুমি আমার পা'কে ক্ষত-বিক্ষত করেছ। এতে আমার খুবই অনুশোচনা হয়। পুরো রাত চিন্তিত থাকি। পরের দিন কেউ আমার নাম ধরে ডেকে বলে, হুযূর (সা.) তোমাকে ডাকছেন। আমি চরম ভীতি নিয়ে এই ভেবে তাঁর সমীপে উপস্থিত হই যে, সম্ভবত এখন শাস্তি পাবো। কিন্তু তিনি পরম স্নেহের সাথে বলেন, গতকাল আমি আমার লাঠি দ্বারা তোমার পা সরিয়ে দিয়েছিলাম এজন্য আমি খুবই লজ্জিত। এর বিনিময়ে এই আশিটি ছাগল উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ করো আর এ বিষয়টি মন থেকে বের করে দাও অর্থাৎ ভুলে যাও। (মুসনাদ দারমী, হাদীকাতুস সালেহীন, পৃ: ৫৭)

তাঁর সুন্দর আচার-ব্যবহারের সুখ্যাতি শুনে দূর-দূরান্ত হতে মানুষ, বিশেষ করে যুবক শ্রেণী বিভিন্ন অঞ্চল হতে দলে দলে এসে দিনের পর দিন মদিনায় অবস্থান করতো আর তাঁর সাথে নামায পড়তো এবং পবিত্র কুরআন আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখতো। তারা সবাই একথাই বলতো, তিনি অত্যন্ত কোমল মতি ও নরম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন আর পরম স্নেহের সাথে তরবীয়ত করতেন। তাঁর কথায় এমন

প্রভাব ছিল যে, সাহাবীগণ তাঁর ভালোবাসা, সন্তুষ্টি এবং দোয়া লাভের জন্য ছিলেন পাগলপারা আর তাঁর প্রতিটি কথার ওপর আমল করার জন্য থাকতেন সদা ব্যাকুল। তারা নামায পড়ার ও রোযা রাখার ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন। অনেক সময় মহানবী (সা.)-কে তাদের একথাও বুঝাতে হতো যে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তোমাদের দেহেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তোমাদের চোখেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তোমাদের স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনেরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। তোমাদের বাড়িতে আগত অতিথিরও তোমাদের ওপর প্রাপ্য আছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্)

তাঁর সাহাবীদের এটি জানার উৎসুক্য থাকতো যে,তিনি (সা.) রাতের অন্ধকারে জেগে স্বীয় প্রভুর কাছে একান্তে ও নিভৃতে কথা বলতেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) আত্মীয়তার কারণে শৈশবে অনেক সময় তাঁর বাড়িতে এসে এই উদ্দেশ্যে ঘুমাতেন যাতে দেখতে পান, তিনি (সা.) কীভাবে রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়েন। বিশেষভাবে, প্রভাতে তাঁর পবিত্র কুরআন পাঠ করা, মহানবী (সা.)-এর এমন হৃদয়হরা সুন্নত ছিল, এই কাজ বা রীতি সাহাবীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হতো। এ সম্পর্কে অনেকে এই পঙক্তিও লেখেছে।

وَفينا رَسولُ اللهِ يَتلو كِتابَهُ
إذا انشَقَّ معروفٌ منَ الصبحِ ساطِعُ

(উচ্চারণ: ওয়াফীনা রাসুলুল্লাহি ইয়াতলু কিতাবাহু, ইযান শাক্কা মা'রুফুম মিনাল ফাজরে সাতিউ) অর্থাৎ, আমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সেই রসূল রয়েছেন যিনি উঠে এমন সময় কুরআর পাঠ করেন আর তিলাওয়াত করেন যখন ঊষা উদিত হয়।

أَرانا الهدى بعدَ العَمى، فَقُلوبُنا
بهِ مُوقِناتٌ أنَّ ما قالَ واقِعُ

অর্থাৎ, তিনি আমাদেরকে অন্ধত্বের পর সরল-সোজা পথ দেখিয়েছেন। তাঁর কল্যাণেই আমাদের হৃদয় এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যে, তিনি যে কথাই বলেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হয়।

يَبيتُ يُجافي جَنبَهُ عن فِراشِهِ
إذا استُثقِلَت بالكافرينَ المَضاجِعُ

অর্থাৎ, তিনি এমনভাবে রাত্রি যাপন করে যে, তাঁর পার্শ্বদেশ রাতের অধিকাংশ সময় বিছানা থেকে পৃথক থাকে, যদিও মুশরিকদের জন্য তাঁর বিছানা অনেক ভারী সাব্যস্ত হয়। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবুল তাহাজ্জুদ)

রাতের নির্জনতায় দীর্ঘক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দণ্ডায়মান হয়ে দোয়া করা তাঁর উত্তম আদর্শের এমন একটি দিক যা শুরু থেকেই তাঁর জীবনের একটি আবশ্যকীয় অংশ ছিল। এর কারণ এটিও যে, তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ ছিল,

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْئًا وَّاَقْوَمُ قِيْلًا

(সূরা আল্ মুযাম্মেল: ৭) অর্থাৎ, অন্ধকার রাতের দোয়াসমূহ প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে আর এরফলে নসীহতও কথার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

তিনি (সা.) তাঁর স্ত্রীদের, সন্তানদের এবং সাহাবীদের মধ্যে যে উন্নত নৈতিক গুণাবলী দেখতে চাইতেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) একবার বলেছেন,

"হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে হযরত সাফিয়া (রা.)-এর খর্বাকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে ঠাট্টা করে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হযরত সাফিয়া সম্পর্কে এ বিষয়টিই আপনার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত, অর্থাৎ তার খর্বাকৃতি নিয়ে উপহাস করি। মহানবী (সা.) বলেন, এটি এমন একটি কথা– যদি সমুদ্রে এটি মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাকেও কলুষিত করে ফেলবে। (সূনান আবি দাঊদ, কিতাবুল আদাব)

মোটকথা তিনি খুবই শান্তভাবে তাকে এটি বুঝিয়েছেন, যারা আমার কাছের মানুষ তাদের চারিত্রিক মান অনেক উন্নত হওয়া উচিৎ। হাসিঠাট্টা ও রসিকতার ছলে বলা এই সামান্য কথাকে সাধারণত তুচ্ছ জ্ঞান করা হয় কিন্তু তিনি এটিও আমলে নেন, কেননা যার সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে, তিনি যখন একথা শুনবেন তখন তার জন্য এটি অনেক বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। একই সাথে তিনি (সা.) উপহাসের প্রতি অপছন্দেরও বহিঃপ্রকাশ করেন। যিনি একথা বলেছিলেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে এ বিষয়ের প্রতি তার মনোযোগও আকর্ষণ করেছেন, যেটিকে তুমি ঠাট্টা মনে করছ এটি এত বড় কথা যারফলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। আর আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের নৈতিকতার মান এতটা উন্নত হওয়া উচিৎ, কখনও সামান্যতম এমন কথাও যেন না বলা হয় যারফলে কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিতে পারে। আর উদাহরণ দিয়ে একথা বলেছেন, বাহ্যত এগুলো ছোট-খাট বিষয় কিন্তু নিজের ভেতর এতটা নোংরামী রাখে যে, সমুদ্রের অফুরন্ত পানিতেও যদি এই কলুষকে মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে একেও তা নোংরা করে দেয়। কাজেই এই হল উন্নত নৈতিকতা আর কত অনুপম রীতিতে তিনি (সা.) বুঝিয়েছেন। তিনি আরো বলেন,

একটি মহান অভ্যাস হল, সত্যভাষণ ও সত্যকথন আর সত্যপ্রতিষ্ঠা আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা। আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্যও এটি একান্ত আবশ্যক বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা শির্ক ও মিথ্যাকে পরিহার করার বিষয়টিকে একই স্থানে উল্লেখ করেছেন। এজন্য শিশুদেরকেও তিনি (সা.) প্রথম পাঠ এটিই দিতেন যে, সত্য কথা বল। আর পিতা-মাতাদেরকেও একথাই বলতেন,

শিশুদেরকে সত্য (বলা) শেখাও। একইভাবে প্রত্যেক নবাগত মুসলমানের জন্যও এই উপদেশই থাকতো যে, সত্যকে অবলম্বন কর, সদা সত্য বল। এখন সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য আর সন্তাদের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি কতটা যত্নবান ছিলেন সেকথা একটি রেওয়ায়েত বা হাদিস থেকে জানা যায়।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, "মহানবী (সা.) একবার আমাদের বাড়িতে তশরীফ নিয়ে আসেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম। আমি খেলার জন্য যাচ্ছিলাম তখন আমার 'মা' বলেন, আব্দুল্লাহ্ এদিকে আসো! আমি তোমাকে কিছু দেবো। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি আসলেই তাকে কিছু দিবে? আমার 'মা' বলেন, নিশ্চয়, খেজুর দেবো। মহানবী (সা.) বলেন, যদি সত্যিকার অর্থে তোমার এমন ইচ্ছা না থাকত আর শুধু সন্তানকে ডেকে আনার জন্য এমনটি বলতে তাহলে তোমার মিথ্যা বলার গুনাহ্ হতো।" {মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদিস: আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.), ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪৪৭, বৈরুত থেকে প্রকাশিত}

সেই অল্প বয়সেই মহানবী (সা.)-এর এই উপদেশ শিশুর মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। এখন যে সন্তানের প্রতিপালন এমন পরিবেশে এবং এরূপ উপদেশের মধ্যে হয় সে জীবনভর কখনও মিথ্যা বলতে পারে কী? এভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্তানরাই পরবর্তীতে বিশ্বকে সত্যপথ প্রদর্শনকারী হয়ে থাকে।

এরপর তিনি (সা.) বড় মনের পরিচয় দিয়ে সহ্য করতেন আর কোন চরম অপছন্দনীয় ব্যক্তিও তাঁর (সা.) কাছে এসে গেলে তার সাথেও তিনি (সা.) কখনও দুর্ব্যবহার বা অনৈতিক আচরণ করেন নি। কেউ ভুল কাজ করে বসলে তাও তিনি উত্তমভাবে সহ্য করতেন। অনেক সময় অনেক বেদুঈন, গ্রাম্য মানুষ আসতে– তারা এমন এমন কাজ করে বসতো যাতে সাহাবীদের অনেক রাগ ধরতো কিন্তু তিনি (সা.) সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন, কখনোই রাগ করেন নি।

একটি রেওয়ায়েত বা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, "একদা মসজিদে একমরুচারী বা বেদুঈন আসে আর সেখানেই প্রস্রাব করতে বসে পড়ে। লোকজন তার দিকে ধেঁয়ে আসে বা ছুটে যায়। মহানবী (সা.) লোকদের বারণ করে বলেন, একে ছেড়ে দাও আর সে যেখানে পেশাব করেছে সেখানে পানির বালতি ঢেলে দাও। তোমরা লোকদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সৃষ্টি হয়েছ, কাঠিন্যের জন্য নয়।" (বুখারী, কিতাবুল ওযূ)

অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে এটি আছে যে, পরবর্তীতে সেই বেদুঈন সর্বদা মহানবী (সা.)-এর অনুপম চরিত্রের কথা বর্ণনা করতো আর বলতো, মহানবী (সা.)-এর জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত, তিনি (সা.) কত অসাধারণ ভালোবাসার সাথে আমাকে বুঝিয়েছেন। আমাকে কোন গালি দেন নি। ভর্ৎসনা করেন নি। মারধর করেন নি বরং সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাজেই দেখুন! এক অশিক্ষিতকে ভালোবাসার সাথে বুঝানোর ফলে তার অবস্থাই পাল্টে যায়।

এরপর রয়েছে প্রতিবেশি। মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহার করা অনেক বড় একটি নৈতিক গুণ। জিব্রাঈল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদ দিয়েছেন, এমনকি আমার ধারণা হয়, সে তাকে আবার উত্তরাধিকারীই না বানিয়ে দেয়। প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব এত বেশি।

এরপর রয়েছে শাসকের আনুগত্য। এ সম্পর্কে তিনি সবসময় তাগিদ দিয়েছেন আর বলেছেন, শাসকের আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য আর উন্নত নৈতিকতার এটিই দাবী আর সুনাগরিকের হওয়ার দাবী হল, নিজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আনুগত্য কর। যদি কোন কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় তাহলে তার আনুগত্য কর, এরপর যে দেশে বসবাস করছ, যেখানকার নাগরিক, সেদেশকে ভালোবাসা সম্পর্কে বলেছেন, 'দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ'। এজন্য যেখানে এই নৈতিক চরিত্রের দাবী হল, নিজ কর্মকর্তাদের আনুগত্য করা আর স্বদেশকে ভালোবাসা সেখানে স্মরণ রেখ, এ বিষয়গুলো ঈমানের অঙ্গও বটে। এজন্য একজন মুসলমানকে, যে দেশেই সে বসবাস করুক না কেন- দেশীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রেখে বসবাস করা উচিৎ।

এরপর কর্মকর্তাদেকে তাদের উন্নত চরিত্র কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন? বলেছেন তোমাদের উন্নত চরিত্র তখন প্রতিষ্ঠিত হবে যখন তোমরা স্বয়ং নিজেদের জাতির সেবক জ্ঞান করবে। আর জাতির সেবার জন্য নিজেদের সকল যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে কাজে লাগাবে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে মানুষের সেবার প্রতি মনোযোগ দিবে। তবেই তোমরা ভালো কর্মকর্তা ও উত্তম নেতা আখ্যায়িত হতে পারবে। (জুমুআর খুতবা, ১৯শে আগস্ট, ২০০৫)

তিনি (সা.) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন, তোমাদের কাছে যখনই কোন জাতির কোন সম্মানিত ব্যক্তি আসবে তাকে সম্মান করো। (জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

তাঁর (সা.) সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি কোন জাতির দূতকে-ই কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী) বরং তিনি তাঁর শেষ দিনগুলোতে ওসীয়্যত হিসেবে এই তাগিদ দিয়েছিলেন, তোমাদের কাছে

যখনই কোন জাতির কোন প্রতিনিধি আসেন তখন তাকে উপহার-উপঢৌকন ইত্যাদি দিও, যেভাবে আমি দিয়ে থাকি। (সহীহ্ বুখারী)

মহানবী (সা.) সভ্যতা-ভব্যতা হতে যোজন যোজন দূরে, অজ্ঞতা নিয়ে গর্বকারী জাতীর সংশোধনের কাজ করেছেন। যেখানে না কোন স্কুল ছিল আর না-ই মাদ্রাসা। তিনি বাড়িতে উঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, কথাবার্তা বলায় এবং জ্ঞানার্জনের শিষ্ঠাচার থেকে আরম্ভ করে দেশীয় এবং জাতীয় আর পৃথিবীতে রাজত্বকরার সকল নিয়ম-নীতি অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে শিখিয়েছেন। মক্কা-মদিনার ছোট-ছোট– বাহ্যত দরিদ্র ও অনুন্নত জনবসতিতে তাঁর হাতে তরবীয়ত প্রাপ্তরা নিজেদের যুগে ইরান, রোম, মিশর, সিরিয়া আর দজলা ও ফুরাত নদীর তীরে বসবাসকারীদের অজ্ঞতা ও নিস্পেষণমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে জ্ঞান ও তত্ত্বের এমন ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন যা পরবর্তীতে শত শত বছর ধরে গোটা মানবজাতীকে সরল-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শনের কাজ করেছে। তাঁর শিষ্যরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান, সাহিত্য এবং ধর্মীয় জগতের চিত্রই পাল্টে দিয়েছেন। বরং যদি একথা বলা হয় তাহলে তা ষোলআনা সত্য ও যথার্থ হবে যে, আজও বিশ্বে মানবীয় সম্পর্কের পবিত্রতাকে বহাল করার আর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ার জন্য তাঁর (সা.) শিক্ষা এবং তাঁর আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আচরনবিধি নেই বললেই চলে। ...না ইউরোপের দর্শনও বিচ্ছেদ এবং ভাংগনের শিকারঘর ও পরিবারগুলেকে সুসংহত করতে পারে আর না-ই প্রাচ্যের সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতি পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর না-ই বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পাঠ্যসূচি বা পাঠক্রম আছে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পিতামাতা ও ভাইবোনদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতির বন্ধন গড়ার কৌশল শিখাতে পারে। তাঁর (সা.) উপদেশাবলী সমাজে বিজ্ঞানের সূত্রের মত কার্যকর হতে দেখা যায়। যেমনটি তিনি (সা.) বলেছেন, 'জান্নাত মায়েদের পদতলে আর পিতা হলেন, জান্নাতের দ্বার।'পিতামাতারা যদি রাতে উঠে সন্তানদের জন্য আকুতিমিনতিভরে দোয়া করতে থাকেন তাহলে তাদের সকল দোয়া সন্তানদের জীবনে মহান বিপ্লব সাধন করে। এটিই সবচেয়ে মূল্যবান ও নিরাপদ ভাণ্ডার যা দোয়ার আকারে পিতামাতা ঊর্ধ্বলোকে জমা করতে থাকেন যা পরবর্তীতে নিজ নিজ সময়ে সন্তানদের কাজে আসতে থাকে। এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, 'আকরামু আওলাদাকুম ওয়া আহসানু আদাবাহুম'অর্থাৎ, শিশুদের বা সন্তানদের সম্মান কর আর তাদের তরবীয়ত করার সময় তাদের আত্মমর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখো। এখন সন্তানদের তরবীয়ত করার সময় যদি তাদের আত্মসম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা না হয় তাহলে ভালো ভালো কথা এবং সর্বোত্তম উপদেশও তাদের ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপের কারণ হয়ে যায় আর তারা তরবীয়তকারীদের এড়িয়ে চলে। এরপর তিনি (সা.) বলেছেন, সালামের প্রচলন কর, ক্ষুধার্তকে আহার করাও আর সমাজ থেকে ক্ষুধাকে নির্মূল কর যা বিভিন্ন প্রকার অপরাধের মূল কারণ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার কর। মহানবী (সা,) বলেন, 'ওয়া সাল্লু বিল্লাইলে ওয়ান্নাসু নিয়ামুন, তাদখুলল জান্নাতা বিস্ সালাম'। (তিরমিযী)

"আর রাতের বেলা এমন সময় উঠে নামায পড় যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"এটি এমন একটি উপদেশ যা প্রত্যেক বাড়িকে এবং প্রতিটি শহরকে শান্তির নীড়ে পরিণত করতে পারে। বাহ্যত তাঁর ছোট-ছোট কথা তা যদি শিশুকাল থেকেই আদর-ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে বার বার কর্ণগোচর হতে থাকে তাহলে সেই শান্তি যার সন্ধানে শিশু-বৃদ্ধ, যুবক, নারী-পুরুষরা ঘরের বাইরে রাস্তা-ঘাটে এবং অলি-গলিতে আর বিভিন্ন ক্লাবে ঘুরে বেড়ায় সেই শান্তি তারা বাড়িতেই পেয়ে যাবে।

একথাটি তিনি (সা.) তাঁর উম্মতের মধ্যেও বদ্ধমূল করিয়েছেন, একথা আল্লাহ্ তা'লারও খুবই অপছন্দ যে, তোমরা সে কথা বল যা করো না। তিনি যেসব সৎকাজের উপদেশ দিতেন তার ওপর স্বয়ং খুবসুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। যেভাবে সকল ইবাদত ও দোয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা সবার অগ্রে ছিল অনুরূপভাবে সৃষ্টি-সেবার অন্যান্য কাজেও তিনি সবার আগে থাকতেন। মদিনায় কোন শঙ্কা দেখা দিলে সর্বপ্রথম অশ্বারোহণ করে তিনি একাই নিরাপত্তার দায়িত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য বেড়িয়ে পড়তেন। মসজিদে নব্বীর নির্মাণ এবং আহযাব বা পরীখার যুদ্ধের সময় পরীখা খননের সময় তিনি (সা.) সবার সাথে মিলে এমনভাবে ওয়াকারে আমল বা স্বেচ্ছাশ্রমের কাজ করেন যে, তাঁর পবিত্র দেহও মাটি কাদায় একাকার হয়ে যেতে। যদিও সাধারণ অবস্থায় তাঁর এই নির্দেশ ছিল, "আননাযাফাতু মিনাল ঈমান" অর্থাৎ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ আর এর প্রতি এত বেশি যত্নবান থাকতেন যে, সাহাবীরা বর্ণনা করেন, 'তাঁর ঘাম থেকেও সুগন্ধ আসতো আর তিনি (সা.) এমন কিছু খেতেন না যার ফলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়'। {শামায়েলে নবী (সা.)}

কখনও সাহাবীদের সাথে খুবই অকৃত্রিমভাবে বসতেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করে (বিভিন্ন) বিষয় মস্তিকে গেঁথে দিতেন। একবার জিজ্ঞেস করেন, বল তো, সেটি কোন বৃক্ষ যার দৃষ্টান্ত হুবহু

মু'মিনের মত। যার ফলও উপকারী আর যার আঁটিও উপকারী, যার পাতাও উপকারী, যার কাণ্ডও উপকারী, এককথায় যার সবকিছুই কল্যাণকর। এরপর তিনি নিজেই বলেন, তা হল খেজুর। মোটকথা, একজন মু'মিন মুসলমানকে মানবজাতির জন্য এমনই কল্যাণকর সত্তা হওয়া উচিৎ।

অনেক সময় বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে পুণ্যের পথ মস্তিস্কে গেঁথে দিতেন। তিনিবলেন, "ভালো বন্ধুর দৃষ্টান্ত হল, সুগন্ধি বিক্রেতার মত, যদি তার কাছে যাও তাহলে সুগন্ধি কিনবে নতুবা সুগন্ধির সৌরভ তো বিনামূল্যেই আসবে। আর মন্দ বন্ধু ভাটায় ফুঁ-দাতা বা হাঁপড়ের মত। তার কাছে গেলে কাপড় পুড়বে নতুবা এর দুর্গন্ধে শরীর খারাপ করবে।"

একইভাবে বলেন, পাঁচবেলার নামাযের দৃষ্টান্ত সেই নদীর মত যা কারো বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যায় আর সে তাতে পাঁচবার গোসল করে। তাহলে এমন মানুষের শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? মোটকথা ওযু করে নিয়মিত পাঁচবেলা নামায পড়ার ফলে সকল প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নোংরামী থেকে মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। সারা জীবনই {তিনি সা.)} পাঁচবেলার নামাযের কথা স্মরণ করিয়েছেন নিজের কথা ও কাজ দ্বারাও, এমনকি জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন (তাঁর জন্য) চলাফেরা করা দুরূহ বা কঠিন ছিল, দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে, মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে বাজামাত নামায পড়ার জন্য মসজিদে হাজির হতেন। এটিও বাজামাত নামায পড়ার জন্য উপদেশ প্রদানের একটি রীতি ছিল। আর সেই কথা যা তিনি বলতেন, 'কুররাতু আঈনী ফিস সালাত' অর্থাৎ নামাযে আমার চোখের শীতলতা। আল্লাহ্ তা'লাও এই পবিত্র চেতনার কীরূপ প্রতিদান দিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে যখন নামাযের জন্য বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল তখন ঘরের পর্দা সরিয়ে মসজিদকে দেখেন, তখন তাঁর (সা.) নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণ নামাযে রত ছিলেন, দেখুন! খোদা তা'লা তাঁর চোখকে কীভাবে প্রশান্ত করেন।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আহমদীয়া জামাতের প্রকৃতিও সেই পবিত্র মাটি দিয়ে তৈরী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণ যেরূপ ভালোবাসার সাথে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর পবিত্র জীবন চরিত বার বার স্মরণ করাতে থাকেন এরই কল্যাণে আজ প্রত্যেক আহমদীর এই আকাঙ্ক্ষাই জাগে, যখন সে ইহধাম ত্যাগ করবে তখন তার সন্তান-সন্ততিরা পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত হবে। পিতামাতার মধ্য হতে প্রত্যেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খোদার সকাশে এ দোয়াই করে যে,

আমি যেন প্রত্যেকের (মাঝে) তাকওয়া দেখে যেতে পারি, যখন আমার ফিরে যাবার সময় আসে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমরা যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকাই তখন সমগ্র নবুওতের ধারায় কেবল এক ব্যক্তিকেই অসীম সাহসী, চিরঞ্জীব ও আল্লাহ্ তা'লার অতীব নৈকট্যপাপ্ত নবী হিসাবে দেখতে পাই- অর্থাৎ সেই নবীকূল সর্দার, রসূলদের গৌরব, সমস্ত প্রেরিত পুরুষের মাথার মুকুট-যাঁর নাম মুহাম্মদ মোস্তফা ও আহমদ মুজতবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। যাঁর ছায়াতলে দশটি দিন অতিবাহিত করে এমন জ্যোতি: লাভ করা যায় যা ইতোপূর্বে হাজার বছরেও পাওয়া যেতো না।"

(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮২)

"আগার খাহী নাজাত আয মাসতীয়ে নফস বয়াঁ দর য্যায়ল মসতানে মুহাম্মদ (সা.)" (রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪)

অর্থাৎ, যদি প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে মুক্তি পেতে চাও, যদি কামনা-বাসনার তাড়না হতে যা বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্ট আর বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে, তা থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে চাও তাহলে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমিকদের দলভুক্ত হয়ে যাও।আর আত্মিক সংশোধন ও সন্তানদের তরবীয়তের জন্য মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শকে অবলম্বন করো। এবং তোমাদের গৃহকে আকুতি-মিনতির সাথে কৃত দোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ কর আর মহানবী (সা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথামালা এবং উপদেশাবলীকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে শয়নে-জাগরণে দরূদ ও সালাম পাঠ করে সন্তানদের কর্ণে ও হৃদয়ে প্রবেশ করাতে থাকো। এরফলে উপদেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হবে আর ঊর্ধ্বলোক থেকে কৃপাবারি বর্ষিত হবে, কেননা তাঁর করুণা বর্তমান যুগকেও তাঁর আঁচল-তলে আশ্রিত করে রেখেছে। এজন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি বারংবার ইলহাম হয়েছে যে,

"কুল্ল বারাকাতিম মিন মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়া সাল্লাম"

অর্থাৎ, সকল বরকত ও কল্যাণমুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে এবং তাঁর অধীনে নিহিত।

لَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

لَلَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

ইসলাম কেন শান্তির ধর্ম? ইসলামে শান্তি লাভের পদ্ধতি

খন্দকার আজমল হক

(৫ম ও শেষ কিস্তি)

৫। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবন।

মানব জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি জাগতিক ও অপরটি আধ্যাত্মিক। এতক্ষণ জাগতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করা হল। এখন আধ্যাত্মিক জীবনের উপর আলোচনা করা হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক জীবন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। লেখাটির প্রথমে ধর্ম কি, কীভাবে ধর্মের উৎপত্তি, এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন ধর্ম পালনের মাধ্যমে কীভাবে আত্মা শান্তি পেতে পারে, কীভাবে আত্মা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মায় পরিণত হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে আল্লাহ বা স্রষ্টার এবাদত বা আরাধনাই ধর্ম। আর এ ধর্ম তখনই প্রকৃত ধর্ম বলে গণ্য হবে যখন আল্লাহর নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে পালন দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এজন্য তিনি বিভিন্নভাবে মানুষকে পথ দেখিয়ে আসছেন।

আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা বা নির্ভরশীল থাকলেই সে জীবনের নিরাপত্তা ও রুজী রোজগার সম্পর্কে নিশ্চিত থাকবে। কেননা আল্লাহ হাফিজ, নাসির ও রাজিক। তাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে এই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি আল্লাহ। যিনি তার প্রতিপালক। মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি দান করে থাকেন। বিপদ আপদে তিনিই রক্ষাকর্তা।

মানব শিশু ও অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চারা যেমন তাদের পিতা মাতার উপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করে, তারা যেমন জানে যে তাদের পিতা মাতাই তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে, বিপদ আপদ হতে রক্ষা করবে, মানুষও যদি তদ্রুপ আল্লাহর উপর আস্থা রাখতে পারে এই ভেবে যে আল্লাহই তার ভরণ পোষণকর্তা, বিপদ আপদে রক্ষাকারী, তবেই সে প্রাণীকূলের শিশুদের ন্যায় নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারবে।

মানুষ অসুখ, বিসুখ, অভাব, অনটন প্রভৃতি নানা প্রকার বিপদ আপদের কারণে মানষিক অশান্তিতে ভোগে। বিভিন্ন অপরাধ ও পরীক্ষার কারণে সে এসব দুর্ভোগের শিকার হয় তা আল্লাহ কুরআন পাকে উল্লেখ করেছেন। (৪২:৩১) বিপদ আপদে অস্থির বা অশান্ত না হয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর আস্থাশীল থেকে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এ সময়ের করণীয় সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন, "যারা তাদের উপর বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (২:১৫৭) কোন মানুষের মৃত্যুর খবর শুনলে বা কোন কিছু হারিয়ে গেলে এই দোয়া পড়া হয়।

বিপদ আপদ আল্লাহর কাছ থেকে আসে, এজন্য তাঁর কাজে সন্তুষ্ট থাকাই ইসলামের শিক্ষা।

আল্লাহ নিজেও বিপদ আপদে তাঁর উপর আস্থা রাখার জন্য মোমেনদের পরামর্শ দিয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে মানুষের বিপদ আপদ মানুষের নিজেদের কারণে আসে। আর মৃত্যুতো ভবিতব্য। এজন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত না হয়ে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকার কথা আল্লাহ্ই বলেছেন। বিপদ আপদ আল্লাহ্‌র নিকট হতে যেমন আসে, তেমন তা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। মানুষকে শান্তনা প্রদানের জন্য আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?" (৩৯:৩৭)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার পিতার মৃত্যুর পর যখন পেরেশানীর মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁকে শান্তনা প্রদানের জন্য তাঁর উপর এই এলহাম হয়। তখন তিনি এলহামটি একটি আংটিতে খোদাই করে পরিধান করেন। সম্ভবত এটাই তাঁর উপর অবতীর্ণ প্রথম এলহাম। এই আংটি খলীফাদের মাধ্যমে বর্তমান খলীফা পর্যন্ত এসেছে। এখন এরূপ আংটি সারা পৃথিবীর আহমদীরা পরিধান করে। আল্লাহ তাঁর ওপর তাওয়াক্কাল নির্ভরশীল থাকার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন, "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার উপর আমরা ভরসা করি এবং তোমারই উপর আমরা ঝুঁকি এবং তোমারই নিকট আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন।" (৬০:৫) এটা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দোয়া। আল্লাহ বলেছেন, "এবং আল্লাহর উপর মোমেনদের নির্ভর করা উচিৎ।" (৩:১৬১)

হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, "যদি তোমরা আল্লাহর উপর পূর্ণরূপে আস্থা রাখতে পারতে তবে তিনি সেভাবে দান করবেন যেমন তিনি পক্ষীকুলকে দান করেন। তারা সকালে ক্ষুর্ধাত হয়ে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্তি করে বাসায় আসে।" (তিরমিযী)

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "এটা স্মরণ রেখ যে দুঃখ কষ্টরূপ আঘাত বা ক্ষতের জন্য আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভরশীলতার ন্যায় স্বস্তিকর ও আরামদায়ক অন্য কিছু নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে সে কঠোর হতে কঠোরতর দুঃখ কষ্ট ও বিপদাবলীর মধ্যেও স্বস্তি ও শান্তি বোধ করবে।" (মলফুজাত- ৬ষ্ঠ খন্ড)

অবশ্য সকলের জন্য অনেক সময় এরূপ আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। হযরত রসূলে করীম (সা.) আল্লাহর উপর আস্থাশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিযরতের সময়ের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, "হিজরতের সময় যখন আমরা গুহায় অবস্থান করছিলাম তখন আমি নবী (সা.) কে বললাম যদি কাফের দলের কেউ তাদের পায়ের নিচে তাকায় তবে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।" নবী (সা.) বললেন, 'হে আবু বকর" এদুজন লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের মধ্যে তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ।' (বুখারী)

আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা তখনই আসতে পারে যখন মানুষ পুরাপুরি ইসলামে দাখিল হয়ে জীবন কাটায়। যার অর্থ যখন মানুষ ইসলামের সকল শিক্ষা পুরাপুরি পালন বা অনুসরণ করে জীবন যাপন করতে পারে।

আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হও।" (২:২০৯) ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হওয়া বা ইসলামী শিক্ষা পূর্ণরূপে পালন তখনই সম্ভব যদি মানুষ আল্লাহর নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করতে পারে বা আল্লাহর সব কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। এজন্যই ইসলামের আর এক অর্থ আত্মসমর্পন। আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করলেই মানুষ পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারে। ইনাদেরকেই আল্লাহ শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বলেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আত্মসমর্পনের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ যখন তাঁকে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি পূর্বেই সকল জগতের প্রভুর নিকট আত্মসমর্পন করেছেন। (২:১৩২) আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করতে পেরেছিলেন জন্যই তিনি তৎকালে তাঁর একমাত্র সন্তান হযরত ঈসমাইল (আ.) কে আল্লাহর আদেশে বাহ্যিকভাবে কুরবানী করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর বুক এতটুকু কাঁপেনি। (৩৭:১০৩-১০৪)

এজন্যই আল্লাহ মোমেনদের আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পনকারী না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করেছেন। (৩:১০৩)

এরূপ আত্মসমর্পনকারী বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মাদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন, "হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।" (৮৯:২৯)

আত্মার আধ্যাত্মিকতার যে তিনটি স্তর আছে, নাফসে মুৎমাইন্না বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা তার সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ স্তর। অন্য দু'টি হল, নাফসে লাওয়ামাহ বা ভর্ৎসনাকারী আত্মা এবং নাফসে আম্মারাহ বা মন্দ কার্যে আদেশদানকারী আত্মা। মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নাফসে মুৎমাইন্নার স্তরে পৌঁছাবার।

উপরের লেখা হতে জানা গেল যে ইসলামে পুরাপুরি দাখিল হতে পারলে কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক উভয়ক্ষেত্রে মানুষ শিশুর ন্যায় নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করতে পারবে। এবং তার আত্মা পূর্ণ শান্তি লাভ করবে।

আর মানুষ তখনই পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হতে পারবে যখন সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বা প্রতিটি বিভাগে ইসলামের নির্দেশিত পথে চলতে সক্ষম হবে। নবী, ওলী আউলিয়াগণ এভাবেই জীবন কাটিয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ইহজীবনেই তাঁরা বেহেশ্‌তী সুবাস পেতেন ও বেহেশ্‌তী খাদ্য ভোগ করতেন। এজন্যই কুরআন পাকে বলা হয়েছে যে, পরকালে বেহেশ্‌তে যখন তাঁদের বেহেশ্‌তী খাদ্য প্রদান করা হবে তখন তাঁরা বলবেন "ইহাতো সেই রিজক যা আমাদের পূর্বে (ইহকালে - লেখক) দেয়া হয়েছিল।" (২:২৬) যারা ইহকালে এই সুবাস পাবে না তারা পরকালেও তা হতে বঞ্চিত থাকবে।

আল্লাহ বলেছেন, "কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে সে পর জগতেও অন্ধ থাকবে, এবং সে চরম বিপথগামী হবে।" (১৭:৭৩; ও ঐ টীকা নং ১৫৩৭) এখানে জাগতিক অন্ধত্ত বুঝায় নাই।

এরূপ ব্যক্তিগণই আল্লাহর দীদার লাভ করতে সক্ষম হবে। তাই তাকে ঈমান আনার সাথে সাথে আমলে সালেহা (নেককাজ) করতে হবে। (১৮:১১১)

ঈমান আনার সাথে আমলে সালেহা সংযুক্ত। আমলে সালেহা যুক্ত ঈমানই প্রকৃত ঈমান। কুরআনপাকে যেখানেই ঈমানদারদের বেহেশ্‌তের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে সেখানেই সৎকর্মের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (২:৮৩; ১১:২৭; ১৮:১০৮)

অর্থাৎ শুধু ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়। আমলে সালেহাযুক্ত ঈমানই মানুষকে বেহেশ্‌তী বানায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, শুধু বায়আত করাই যথেষ্ট নয়। বায়আতকারীকে যেসব কাজ

করতে হবে তার এক তালিকা তিনি কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। এর যেকোন একটি যে পালন না করবে সে তাঁর জামাতভুক্ত নয় বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। এগুলিই আমলে সালেহার অন্তর্ভূক্ত।

আল্লাহর দিদার লাভ করতে হলে এলমে মারেফাত হাসিল করতে হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, এলমে মারেফাতের দরজা সকলের জন্য খোলা আছে। তবে এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। যারা এজন্য চেষ্টা সাধনা করেন আল্লাহ তাদের পথ দেখান। (২৯:৭০)

হাদীসুল কুদসিতে আল্লাহ বলেছেন, "যে আমার দিকে এক ফুট অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই, যে আমার দিকে এক গজ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই বাহু পরিমাণ দৈর্ঘ্য অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।" (বুখারী)

হাদীসুল কুদসি সেই সকল হাদীসকে বলা হয়, যাতে আল্লাহর নিজের কথা বর্ণিত থাকে। যেমন উপরের হাদীস।

তবে শর্ত এই যে সাধনার জন্য সাধনাকারীকে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। পূর্বের অলি আউলিয়াগণ প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষ ছিলেন। সাধনার মাধ্যমে তাঁরা অলি আউলিয়ার দরজা পান। হযরত রসূলে করীম (সা.)কেও হেরা গুহায় দীর্ঘ দিন সাধনা করতে হয়েছিল।

শুধু নামায রোজা করলেই যদি এলমে মারেফাত অর্জন করা যেত তবে আর সাধ্য সাধনার কথা বলা হতনা। নামায রোজা ও অন্যান্য এবাদত এমনভাবে করতে হবে যেন তা আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হয়। নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে "নিশ্চয় নামায অশ্লিল ও মন্দকাজ হতে বিরত রাখে।" (২৯:৪৬) নামায পড়েও যদি মানুষ মন্দ কাজ হতে বিরত না হয় তবে সে নামায নামায নয়। মাত্র লোক দেখানো, যা মোনাফেকের নামায। (৪:১৪৩) নামায পড়েও যদি কারো ভেতর হতে মিথ্যা বলা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা-পরচর্চা, লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ, ঈর্ষা-অহংকার, অন্যের অনিষ্ট কামনা প্রভৃতি দূর না হয় তবে কীভাবে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে? কীভাবে সে আল্লাহর আরেফ বান্দা হতে পারে? মানুষ যেন আরেফ বান্দা হয়, এ উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আল্লাহ বলেছেন, "মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (৩:১০৩)

মানুষের বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় যে আল্লাহর অনুগ্রহশীল বান্দা হবার ইচ্ছা তার নেই। আল্লাহর সঠিক পথ হতে তারা বিচ্যুত। কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তার অপব্যবহার করে তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পরেছে। (৭৬:৪)

সাধারণ মানুষতো ধর্মীয় পথের সন্ধান জানে না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও যারা কুরআন হাদীসের কিছু জ্ঞান রাখেন, তারাও ধর্মের বাহ্যিকতা (বাহ্যিক নামায রোজা) নিয়েই সন্তুষ্ট। এমনকি আলেম ওলামারাও, যারা কুরআন হাদীসের চর্চা করেন বলে দাবী করেন, তারাও ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করে থাকেন। যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। (২:১৭৫) দুনিয়াদারীর প্রতিই তাদের বেশী ঝোঁক। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য তাঁরা ভুলে গিয়েছেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন আমাদের সঠিক পথ দেখাতে। শান্তির পথ দেখাতে। শান্তির পথে চলবার জন্য আমাদের বায়আতের যে দশটি শর্ত দিয়েছেন, কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে তাঁর জামাতভুক্ত থাকতে হলে যা করণীয় বলেছেন, তাকি আমরা সঠিকভাবে পালন করি? আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে তার উত্তর খুঁজতে হবে। যদি আমরা বিমুখ থাকি তবে তা' আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। জীবনকে সঠিকপথে পরিচালিত করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন "কিন্তু যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে সে পরজগতেও অন্ধ হবে, এবং সে পরম বিপথগামী হবে।" (১৭:৭৩) আল্লাহ আমাদের বিপথগামীতা হতে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তাঁর পাক কালামে আমাদের সৎকর্মশীল হবার তাগিদ প্রদান করেছেন। সৎকর্মশীল হবার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন। সন্তানদের সৎকর্মশীল করবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের মঙ্গল কামনা করবার দোয়া শিখিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের জন্য কত অনুগ্রহশীল।

আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন যেন আমরা নিজেদের ও আমাদের সন্তানদের সৎকর্মশীল করে মৃত্যুবরণ করি।

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212
Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

গণপিটুনিতে নিরীহ মানুষ হত্যা এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা

মাহমুদ আহমদ সুমন

‘পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে শিশুদের মাথা লাগবে’ গুজবের পর থেকে দুই সপ্তাহ ধরে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে হতাহতের ঘটনায় সারাদেশে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় অপরিচিত কাউকে দেখলেই বিচার-বিশ্লেষণ না করেই ‘ছেলেধরা’ অভিযোগ তুলে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। গত ২০ জুলাই ২০১৯ ঢাকাসহ কয়েকটি এলাকায় একদিনেই নারীসহ ৪ জনকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গত দুই সপ্তাহে সারাদেশে ২১টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। তাদের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন ও আহত হয়েছেন ২২ জন। এমন পরিস্থিতিতে আইন নিজের হাতে তুলে না নিতে গণপিটুনিকে ‘ফৌজদারি অপরাধ’ উল্লেখ করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বার্তাও পাঠিয়েছে পুলিশ সদর দফতর।

সম্প্রতি রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজের সন্তানকে ভর্তি করাতে যাওয়া এক নারীকে ‘ছেলে ধরা’ সন্দেহে গণপিটুনি দেয়া হয়। পরে পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে ওই নারীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। নিরীহ এই মায়ের নির্মম ও মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল। অবুঝ শিশু তুবার ভিডিও দেখলে দু’চোখের অশ্রু আটকিয়ে রাখা কষ্টকর। সংগ্রামী এই মার নাম তাসলিমা বেগম রেনু। বয়স ৪০ বছর। তিনি থাকতেন ঢাকার মহাখালীর ৩৩/৩ জিপি/জ ওয়্যারলেস গেটে। তার গ্রামের বাড়ি লক্ষীপুর জেলার রায়পুরে। এর আগে তিনি উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক স্কুলের পাশে আলী মোড় এলাকায় স্বামী তসলিম হোসেনের সঙ্গে পরিবার নিয়ে থাকতেন। গত দুই বছর আগে পারিবারিক কলহের কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে সন্তানদের নিয়ে মহাখালীতে বসবাস করতেন রেনু। তার প্রতিটি দিন অতিবাহিত হত সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন, বাবার অবর্তমানে সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ করতে। ২০ জুলাই সকালে উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক স্কুলে সন্তানকে ভর্তির খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলেন তিনি। সকাল পৌনে ৮টার দিকে উত্তর বাড্ডা কাঁচাবাজার সড়কে ছেলেধরা সন্দেহে হুজুগে পড়ে রেনুকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে কতিপয় বিক্ষুব্ধ জনতা। তার বেঁচে থাকার আকুল আকুতিতে একটুও মন গলেনি পাষাণহৃদয় মানুষগুলোর। এই ঘটনায় ছেলেধরা গুজবে মানুষ নামে দানবের নিষ্ঠুরতায় মাকে হারালো অবুঝ শিশু তুবা। যে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ছিলেন ওই মা সেই সন্তানের আগামীটা এখন হয়ে গেছে আরও বেশি অনিশ্চিত। তার মাকে কেন হত্যা করা হলো ছোট্ট তুবা যদি এমন প্রশ্ন করে কী জবাব দেবেন ওই হামলাকারীরা। একটি গুজব পাল্টে দিলো সব হিসেব-নিকেশ, কিছু মানুষের নিষ্ঠুরতা রক্তাক্ত করেছে স্নেহের আঁচল। যদিও ছোট্ট তুবা এখনও জানেই না যে মা নেই, মা আর ফিরে আসবে না কখনই। আর কখনোই জাপটে ধরবে না বুকের ভেতর, কিনে দেবে না রঙিন জামা ও হরেক খেলনা।

ভাবতে অবাক লাগে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত মানুষের তত্ত্বাবধানে যদি এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে, তবে আমাদের সমাজ কত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও গুজবে বিশ্বাসী, তা চিন্তা করে শিউরে উঠতে হয়। কেবল যে বর্তমানে ‘ছেলে ধরা’ সন্দেহে গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা ঘটছে তাই নয়, মাঝে মাঝেই চোর, ডাকাত ও ছিনতাইকারী সন্দেহে বা অন্যান্য কারণেও গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা ঘটে। সামাজিক অস্থিরতা হঠাৎ করেই যেন প্রবলরূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক সামাজিক অবক্ষয়জনিত একের পর বীভৎস ঘটনার সাক্ষীও হচ্ছে দেশ। হত্যা, ধর্ষণ, ইভটিজিং ও আত্মহননের মিছিলে বেরিয়ে পড়ছে সমাজের এবং নৈতিকতার বিপর্যয় এবং অধঃপতনের ভয়ানক চিত্র। প্রতিদিনই ঘটছে নানা অঘটন। সারাদেশে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও খুন, ধর্ষণ হচ্ছেই। সমাজ আজ এতটাই অবক্ষয়ে নিমজ্জিত যে, বাবা অথবা মা নিজের শিশু সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করছেন। বাবা অথবা মাও খুন হচ্ছেন সন্তানের হাতে। রাস্তা বা ডোবা থেকে উদ্ধার হচ্ছে তরুণীর খণ্ডিত লাশ। এতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ছে সচেতন নাগরিক এমনকি জনসাধারণের মাঝে। ফেনীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতকে আগুনে পুড়িয়ে মারার পর বরগুনার রিফাত

শরীফের হত্যাকাণ্ড বড় ধরণের আলোড়ন তুলল দেশে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার- শত শত লোকের সামনে রিফাতকে কুপিয়ে মারল সন্ত্রাসীরা, কেউ এগিয়ে এলো না তাকে বাঁচাতে। প্রাকাশ্যে দিবালোকে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে আর আমরা দর্শকের ভূমিকা পালন করছি আর এখানে শতশত মানুষের সামনে একজন নিরীহ মার ওপর মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। আমরা কী ভাবতে পারি যে, সামাজিক অবক্ষয় কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে?

একের পর এক ঘটনা মূলত, আইনের প্রতি আস্থাহীনতা, গুজবে কান দেয়া এবং নৈতিক-সামাজিক অবক্ষয় থেকে মানুষ জীবিত আরেকজন মানুষকে পিটিয়ে হত্যার মতো জঘন্য কাজ করতে পারে। এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কাউকে দায়ী করতে না পারার সুযোগটি কাজে লাগায় অপরাধপ্রবণ লোকরা। এ অবস্থায় যে কোনো গুজবে কান দিয়ে গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা বন্ধ করার জন্য সচেতনতা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ বিষয়ে পুলিশ সদর দফতরের সহকারী মহাপরিদর্শক (এআইজি) সোহেল রানা বলেছেন, 'পদ্মা সেতু নির্মাণে মানুষের মাথা লাগবে' বলে একটি গুজব ছড়ানো কেন্দ্র করে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে মর্মান্তিকভাবে কয়েকজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। গুজব ছড়িয়ে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রবিরোধী কাজের শামিল এবং গণপিটুনি দিয়ে মৃত্যু ঘটানো ফৌজদারি অপরাধ। তিনি বলেন, ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির শিকার হয়ে এ পর্যন্ত যত নিহতের ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ প্রতিটি ঘটনা আমলে নিয়ে তদন্তে নেমেছে। এসব ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে ছেলেধরা সন্দেহে কাউকে গণপিটুনি দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। গুজব ছড়ানো এবং গুজবে কান দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষকে। কাউকে ছেলেধরা সন্দেহ হলে গণপিটুনি না দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে। কারণ কোনভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া যাবে না।

আজ আমরা এতটাই অবক্ষয়ে জর্জরিত যে, বিবেকের যেন মৃত্যু ঘটেছে। যে দিকে তাকাই শুধু অস্থিরতা। মাত্র পৌনে এক ভরি স্বর্ণের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জে হত্যা করা হলো পাঁচ ও ছয় বছর বয়সী দু'টি শিশুকে। এই শিশুহত্যার রহস্য উদঘাটনের মধ্যেই নরসিংদীতে ছয়, আট ও দশ বছর বয়সী তিন ভাই-বোনকে হত্যা করল আপন ভাই। অশান্তির জ্বালা মেটাতে মা অবুঝ শিশুকে শাড়ির সাথে বেঁধে ঝাঁপ দিচ্ছেন নদীতে। কুমিল্লায় দরজা আটকে এক গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে গায়ে অকটেন ঢেলে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে পাষণ্ড স্বামীর বিরুদ্ধে। নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক কলেজছাত্রীকে কুপিয়ে জখম করেছে এক বখাটে। স্ত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় সাভারের সিরামিক্স বাজার এলাকায় গৃহবধূ ও তার স্বামীকে কুপিয়ে জখম করেছে বখাটেরা। একের পর এক মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেই চলেছে। বিশেষ করে অসহায় শিশুদের ওপর দীর্ঘ দিন ধরে চলছে ভয়ঙ্কর নির্মমতার স্রোত। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশে ৬৩০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ সময় ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৭ নারীকে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) ছয় মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

বর্তমানে যে সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা তাতে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অশান্তি বাড়ছে। ফলে মানুষের মধ্যে চরম হতাশা কাজ করছে। আর এ হতাশা থেকে তার মধ্যে এক ধরনের আগ্রাসী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির মধ্যে নেতিবাচক দিকগুলো ফুটে ওঠে। সে আত্মবিশ্বাসী হয় না। তার মধ্যে ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি কাজ করে। নৃশংস হয়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তি নিজে যেমন অন্যকে ধ্বংস করতে চায়, অন্যদিকে সে নিজেও এর শিকার হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুরাই নৃশংসতার শিকার হয় বেশি। কারণ শিশুরা দুর্বল। তারা প্রতিবাদ করতে পারে না, প্রতিরোধও করতে পারে না। মূলত আমরা প্রতিনিয়ত যেসব পৈশাচিক আর হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছি তা আসলে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। এসব আমাদের অবক্ষয় আর সামাজিক সঙ্কটের চিত্র। অনেক ক্ষেত্রেই সবার অজান্তে নানা ধরণের বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও অসাম্য বিস্তার লাভ করেছে ভয়াবহ আকারে।

অযথা গুজব ছড়িয়ে নিরীহ মানুষদেরকে হত্যার যে ব্যাধি শুরু হয়েছে এ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে। অপরিচিত কোনো নারী-পুরুষকে কোনো কারণে সন্দেহ হলে তাকে আটকে রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেয়াই সচেতন নাগরিকদের দায়িত্ব। এ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া দরকার অবিলম্বে। স্থানীয় থানা থেকে মাইকিংসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে এ ব্যাধি নিরাময়ের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া দরকার।

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন,
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

ঘুরে এলাম কাদিয়ান

মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, শৈলমারী জামাত

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন বিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ইসলামের কেন্দ্র ছিল মদীনা মুনাওয়ারা। এই মক্কা মদিনাকে কেন্দ্র করেই ইসলাম সূর্য উজ্জ্বল দেদীপ্যমান হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মতে মুসলমানদের নৈতিক ও আমলী অবক্ষয়ের কারণে ইসলামের গৌরব-সূর্যের আলো ক্ষীণ হতে শুরু করে। মুসলমানদেরকে এই দূরাবস্থা থেকে পুনরায় মুক্তি দানের লক্ষ্যে মহানবী (সা.) সুসংবাদের পরিপূর্ণতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং তিনি কাদিয়ানের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়ে ইসলামের পূনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। তাই ইসলামী ইতিহাসে কাদিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ এক অবস্থান রয়েছে।

প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের হৃদয়ের এক পরম আকাংখা যে ইসলামে নতুন যুগের সূচনাকারী পবিত্র ভূমি কাদিয়ান সফর করা। একজন আহমদী মুসলিম হিসেবে আমার হৃদয়েও পরম চাওয়া ছিল এই পবিত্র ভূমি ভ্রমণের। জন্মগত আহমদী হওয়ার সূত্রে যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই দোয়া করেছি আল্লাহ্ যেন কাদিয়ান দর্শন করার সৌভাগ্য আমাকে দেন। আল্লাহ্ আমার একান্ত দোয়া কবুল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে চাই যাদের পুরস্কার আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করেছে। আজ আমি এই লেখায় সেই সফরের কিছু বিশেষ দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ্।

কাদিয়ান ভ্রমণের নিয়ত করে ভারতীয় ভিসার জন্য ইন্ডিয়ান ভিসা সেন্টার যশোর শাখায় আবেদন করি। এক বছর মেয়াদের জন্য ভিসা লাভ করি। ভিসা লাভের পরই ভ্রমণের সময় বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু যেহেতু স্থানীয় মসজিদের উন্নয়নের কাজ চলছিল তাই সুযোগ করতে পারছিলাম না। অবশেষে ঈদুল ফিতরের পর গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখ আল্লাহ্‌র নামে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্মভূমি কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বাংলাদেশের দর্শনা ভারতের গেদে বর্ডার পাড় হলাম কোন ঝামেলা ছাড়াই। গেদে ষ্টেশন থেকে শিয়ালদহের ট্রেনে উঠে বসলাম। ২ ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটের ট্রেন ভ্রমণের প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমি এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। শিয়ালদহ থেকে বাস যোগে তপসিয়া থানার পাশে নেমে হেঁটেই কোলকাতা আঞ্জুমানে পৌঁছে গেলাম। তারপর ফ্রেশ হয়ে নিয়ে নামায আদায় করলাম এবং পাশেই মুসলিম হোটেলে আহার সেরে নিলাম। ট্রেনের টিকিট নিয়ে সমস্যা হওয়ায় আমাকে দুই দিন কোলকাতায় থাকতে হয়েছিল। এই সুযোগে পশ্চিম বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী শহর কোলকাতা ঘুরে দেখলাম। পশ্চিম বাংলার আহমদী ভাই সানী সাহেবের অশেষ কৃতজ্ঞতা যিনি আমাকে তার মোটর সাইকেলে করে কোলকাতা ঘুরিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ্‌র রহমতে কোলকাতা ট্রাভেল এজেন্সীর মাধ্যমে ২৮/০৬/২০১৯ তারিখের পাঞ্জাব মেইলের টিকিট পেয়ে যাই। পাঞ্জাব মেইল হাওড়া থেকে অমৃতসর পর্যন্ত যায়। আমি নির্দিষ্ট তারিখে হাওড়া ষ্টেশনে চলে যাই বাস যোগে। আমার ট্রেন ছিল ৭:১০ মিনিটে। এখানে হাওড়া ষ্টেশনের কথা না বললেই নয়। এত বড় ষ্টেশন আমি আর দেখি নি। প্রতিদিন কত লোক যে এখান থেকে সফর করে তার ইয়ত্তা নেই। পাঞ্জাব পৌঁছতে আমার প্রায় দু'দিন লাগবে তাই ট্রেনে খাওয়ার জন্য কিছু শুকনো খাবার নিয়ে নিলাম। ঠিক সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল আর আমি ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম আমার প্রিয় কাদিয়ান নগরীর দিকে। প্রায় ৪৪ ঘন্টার সফর শেষে পাঞ্জাব মেইল আমাকে বিয়াস নামক ষ্টেশনে নামিয়ে দিল। আমি অনুভব করলাম আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাতৃভূমির খুব কাছে চলে আসছি। অত্যন্ত আনন্দ লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমি কোন এক পরম ধন পেতে চলেছি। এরপরও প্রথমে বিয়াস থেকে বাস যোগে বাটালা এবং বাটালা থেকে পুনরায় বাসযোগে কাদিয়ান পৌঁছি।

৩০/০৬/২০১৯ তারিখ দুপুর দু'টায় আমি কাদিয়ান দারুজ জিয়াফতে পৌঁছি। আমার থাকার জন্য ১১২ নং কক্ষ নির্ধারিত হয়। দুপুরের খাবার খেয়ে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করি। নামাযে প্রথমেই আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া আদায় করি। নামাযে বাংলাদেশের আহমদীয়াত ও আমার পরিবারের জন্য দোয়া করি। জীবনের প্রথম থেকেই এই যুগের মসীহ্ (আ.)-এর রওজা মোবারক দেখার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল ছিল। তাই নামায শেষ করেই সোজা বেহেশ্‌তি মাকবেরায় চলে যাই। যখনই বেহেশ্‌তি মাকবেরায় যেতাম মনে বেহেশ্‌তের মনোরম এক অনুভূতি জাগতো। হৃদয়ের সকল চিন্তা, সকল

অস্থিরতা যেন নিমিষেই হারিয়ে যেত আর হৃদয় জুড়ে এক প্রশান্তি ছেয়ে যেতো।

একবার দ্রুতপায়ে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রওজা মোবারকের সামনে গিয়ে প্রথমবার যখন দাঁড়ালাম। আবেগ আর উত্তেজনার দোলাচালে আমার পা কাঁপছিল। আমি এই যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের রওজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এটা অনুভব হতেই নিজেকে আশান্বিত আর নগণ্যই অনুভব হচ্ছিল। এ কারণে যে, আমি এই জাতির মাঝে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত আগত মহাপুরুষকে মান্য করতে পেরেছি। আর নগণ্য মনে হচ্ছিল এই কারণে যে, আমি কি সত্যিই তাঁর (আ.) প্রকৃত অনুসারী হতে পেরেছি? তাই প্রথমেই আমি এই মহাপুরুষকে তাঁর মনিব মহানবী (সা.)-এর সালাম পৌঁছালাম যার নির্দেশ তিনি হাদীস শরীফে দিয়ে রেখেছেন। এরপরে মনভরে দোয়া করলাম। এরপর ঘুরেফিরে বিভিন্ন কতবাগুলো দেখলাম। কাসরে খেলাফত দেখেও অভিভূত হলাম। এরপরে যতদিন কাদিয়ানে ছিলাম প্রত্যেক দিন সকালে নামাযের পর আমি বেহেশ্‌তি মাকবেরায় যেতাম। আর রাতের ঈশার নামাযের পর বিশ্রামের মাধ্যমে কাদিয়ানে দিনগুলো শেষ হতো।

এভাবে ভোর ৪টায় তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে কাদিয়ানের বরকতময় ২য় দিন শুরু হয়। সকালে নাস্তায় রুটি, ডাল আর টক দই খেলাম। এখানে মসীহ মাওউদ (আ.) যে মেহমানদারী আজ থেকে ১৩০ বছর পূর্বে শুরু করেছিলেন আজও তা একই আদর আপ্যায়নে চলমান আছে। দ্বিতীয় দিন কাদিয়ানের মহল্লাগুলি ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। যখনই কাদিয়ানের পথে হাঁটছিলাম মনে হচ্ছিল এপথেই এ যুগের ইমামের পদধূলি পড়েছে। নগরীর দেয়ালগুলো আজও মসীহ্ মাওউদের স্মৃতি বিজড়িত। কাদিয়ানে সব থেকে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায় প্রত্যেক নামায শেষে। নামাযের শেষে মসজিদগুলো থেকে মুসল্লীদের লম্বা লাইন মসীহ্ মাওউদের সত্য জামাতের প্রকৃত চিত্র ফুঁটিয়ে তোলে। পথে পথে আহমদী ভাইদের সালাম বিনিময় মদীনা মুনাওয়ারার কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে রচিত হয়েছিল ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সর্বোত্তম নিদর্শন। পহেলা জুলাই দুপুরে সর্বপ্রথম বায়তুদ দোয়ায় দু'রাকাত নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করলাম। বায়তুদ দোয়া সেই কক্ষ যেখানে মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা তা'লার কাছে বিশেষ কোন জিনিসের জন্য দোয়া করতেন। যখন সেখানে সিজদা দিলাম নিজের কৃত সকল ভুল পাপের জন্য যেন দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসলো। সেখানে লম্বা সিজদায় মনভরে নামায আদায় করলাম। এরপর যতদিন ছিলাম যখনই সুযোগ পেতাম বায়তুদ দোয়ার পাশাপাশি বায়তুয যিকর এবং লাল কালি ছিটার সেই বিশেষ কক্ষ যেখানে লাল কালি সংক্রান্ত নিদর্শন সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নফল নামায পড়তাম। মূলত: সবখানেই নফল নামায পড়ার সুযোগ খুঁজতাম। কিন্তু এসব জায়গায় নফল নামাযের বিশেষ সময়সূচি থাকতো। তাহল– বাদ ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত মহিলাদের জন্য আর বাকি সময় প্রবাসীদের জন্য। এছাড়া মসজিদে আকসাতেও নামায আদায় করি। এরই পাশে মিনারাতুল মসীহ্। মিনারাতুল মসীহ্‌র পাশেই মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পিতার কবর। সেই কবরও জিয়ারত করলাম। কাদিয়ান আসার পর থেকেই মনবাসনা ছিল সাহসী বীর দরবেশদের সাথে সাক্ষাৎ করার, যারা '৪৭ এর পরবর্তী সময়ে খোদা তা'লার অনুগ্রহের হাত হয়ে কাদিয়ানের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। এই সুযোগ খুঁজছিলাম আর এর মাঝেই একদিন আসরের নামাযের পর পরিচয় হলো আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সাথে যিনি দারুয্ যিয়াফতে খাদেম হিসেবে কর্মরত আছেন। তার মাধ্যমে দরবেশ আব্দুল মোতালিব সাহেবের কথা জানতে পারলাম। রাজ্জাক সাহেব সদা হাসিখুশি মানুষ অনেক খেয়াল রেখেছেন খাকসারের। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরের দিন সকালে রোজকারের মত বেহেশ্‌তী মাকবেরায় গেলাম এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জানাযা যেখানে হয়েছিল সে স্থান দর্শন করলাম। কবরগুলোর মাঝে উথলী জামাতের খালিদ সাহেবের কতবা খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। এইদিন আসরের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন জলসা সালানার ইতিহাসের নিদর্শন বয়ে চলা বিভিন্ন সময় ব্যবহৃত জলসাগাহ দেখতে যাই। সময়ের সাথে সাথে জামাতের কলেবর বেড়েছে আর জলসাগাহ বড় থেকে আরো বড় হচ্ছে। বর্তমান জলসাগাহ বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে আহমদীয়াতের ব্যাপ্তির সাথে সাথে। জলসা সালানার মৌসুম ছাড়া স্থানটি বিভিন্ন ইজতেমা ও খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

০৩/০৭/২০১৯ তারিখে এক আহমদী ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়। ভদ্রলোকের নাম মোকাররম কালিমুদ্দীন। তিনি জামাতের বিভিন্ন নির্মাণ কাজে জড়িত। তিনি আমাকে তার মটর সাইকেলের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ ও জামাতের বিভিন্ন প্রোপার্টি ঘুরিয়ে দেখান। ধন্যবাদ কালিম সাহেবকে তিনি আমাকে সাহায্য না করলে জামাতের এত বড় প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারতাম না। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

০৪/০৭/২০১৯ যোহর নামাযের পর ভাই জালালুদ্দিন সাহেব আমাকে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ ঘুরিয়ে দেখান। জালালুদ্দিন সাহেব দরবেশ মোতালেব সাহেবের পুত্র, যিনি দীর্ঘকাল জামাতে ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে সেবা করছেন। তিনি আমাকে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে কক্ষে টানা ৬ মাস রোযা রেখেছিলেন আর এই সময় তিনি (আ.) অত্যন্ত স্বল্প আহারে দিনাতিপাত করতেন। তাছাড়া তাঁর (আ.)-এর কাচারী ঘর এবং খানদানের

অন্যান্য সকল ঘর ঘুরে ঘুরে দেখি, এই সকল ভবনের প্রাচীন স্থাপত্যকলা এখনো দেয়ালে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এর সাথে রয়েছে মসীহ্ মাওউদ ও তাঁর সাহাবীদের অমর গাঁথা। মনে হয় এসব ঘর থেকে আধ্যাত্মিকতার এক সুমিষ্ট সুবাস তখনো ছড়াচ্ছে যা সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে এই মাকামে মসীহের দিকে আকর্ষণ করছে।

এরপরের দিন জালালুদ্দিন ভাই সাহেব আমাকে কাদিয়ানে জামাতের বিভিন্ন গেষ্ট হাউস এবং জামেয়া ভবন দেখান। অনেক দেশ কাদিয়ানে নিজস্ব গেষ্ট হাউস নির্মাণ করেছে। আমাদের বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত জায়গাও দেখলাম। এছাড়া হযরত স্যার জাফরুল্লাহ্ খান চৌধুরী সাহেবের বাড়ি এবং আমাদের ন্যাশনাল আমীর মওলানা আউয়াল খান সাহেবের দাদার বাড়ি এবং ফজলে ওমর প্রিন্টিং প্রেস ঘুরে দেখি। এছাড়া নূর হসপিটালও ঘুরে দেখি। ৬ তারিখ সকালে আহমদী ভাই নূর হোসেনকে সাথে নিয়ে অমৃতসর দেখার জন্য রওয়ানা হলাম। অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দির সহ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন নিদর্শন দেখে বিকেল নাগাদ কাদিয়ানে ফিরি। ৩ দিন থেকে মনটা কাঁদতে শুরু হলো আর ক'দিন পরেই চলে যাব ছেড়ে যাবো এই পবিত্র শহর। যেহেতু বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে আসছিল তাই ভালবাসার শহরকে আরো দেখার ইচ্ছা জাগলো। পায়ে হেঁটে পুরো কাদিয়ান কয়েকবার দেখলাম। কাদিয়ানের অলিগলিতে প্রায় ২২টি মসজিদ রয়েছে। চেষ্টা করলাম যত বেশী মসজিদে নামায পড়তে পারি। কয়েকজন আহমদী ভাইদের বাসায় দাওয়াতেও যোগ দিলাম। কাদিয়ানের আহমদীদের আদর আপ্যায়ন অতুলনীয়। যেহেতু বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে আসছিল তাই পরিবারের জন্য ইলহাম খচিত আংটি ও বোরকার কাপড় ক্রয় করলাম।

০৮/০৭/২০১৯ অবশেষে সেই দিন-ক্ষণ এসে হাজির হলো। কাদিয়ান থেকে আমার বিদায়ের দিন এসে হাজির হয়। সকাল থেকেই মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। আজই আমার শেষ দিন এই পবিত্র শহরে। শেষবারের মত বেহেশ্‌তি মাকবেরায় দোয়া আর পবিত্র বরকতময় সকল জায়গায় দোয়া করে বাদ যোহর অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। লঙ্গরখানা থেকে হালকা নাস্তা সাথে দিয়ে দিল। ৮ তারিখ সন্ধ্যায় অমৃতসর থেকে আমার কোলকাতার ট্রেন ছিল। আমি ১০ তারিখে কোলকাতা পৌঁছাই আর সেদিনই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি পৌঁছি। যাত্রাপথে বার বার কাদিয়ানের বিভিন্ন স্মৃতি আমার হৃদয়ের কোণে উঁকি দিচ্ছিল। সাথে দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ্! আমি যেন বার বার এই মোবারক নগরীতে আসতে পরি। সাথে সাথে এক বরকতের কথাও এখানে উল্লেখ করতে চাই। পুরো ১৫ দিনের সফরে এক মুহূর্তের জন্যও আমার বাড়িতে কোন সমস্যা হয়নি, এক অজানা অদ্ভুত প্রশান্তি আমাকে ঘিরে রেখেছিল। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে বারবার কাদিয়ানে গিয়ে স্বীয় ঈমানকে তরতাজা করার সামর্থ্য দান করুন, আমীন।

ডাকছে মহান যুগের ইমাম

সোহেল মাহমুদ

এতো আঁধার কেউ দেখে নি, কখনোই কোনদিন!
এই বসুমতি ভরে গিয়েছিলো, তমসায় অবিলীন!
হানাহানি আর রাহাজানিতে, তোলপাড় ছিল ধরা
মরে গিয়েছিলো, মানবজীবন, অবাক এ বসুন্ধরায়
কাণ্ডারী হীন, মানব জাতি, দিশেহারা মাখলুক!
জাহান্নামের রক্তিম আগুনে, ভরে গিয়েছিলো বুক!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, আধো কুয়াশায়, আঁধারের বন্যায়,
ভরে গিয়েছিলো, পৃথিবীর বুক, অগণিত অন্যায়!
তখনই এলেন চন্দ্রিমা হাতে, ইমাম মাহদী ভবে!
করে দিতে দূর, দুষ্ট অসুর, সুবিশাল অনুভবে!
শুরু হয়ে গেলো, গতানুগতিক, চিৎকার চেঁচামেচি!
আবু জেহেলের তনয় জনেরা বললো, "এখনো আছি!"
আল্লাহ মহান প্রতিনিধিগণ, পিছু হটেনাই কভু!
আকাশ বাতাস, জলে স্থলে, বিরাজিত প্রিয় প্রভু!
নবীর গোলাম, মসীহে মওউদ, জিন্দা নবীর ছায়া!
ভেতরে যাঁহার ইসলামী যোশ, বাহিরে মানব কায়া!
হাতে নিলেন কোরআন হাদিস, বুক ভরা আল্লাহ্।
মোল্লা-পুরুত চাইলো দিতে, তাঁর সাথে পাল্লা!
বাতিল যারা, চিরকাল শুধু, আগুনের মতো জ্বলে!
সত্য নিশান উড়ে পতপত, জাহেলেরা পদতলে!
ইসলাম ছিলো, ইসলাম রবে, যুগ ইমামের হাতে!
পাক কোরানের বাণী বুকে, আল্লাহ যে তার সাথে!
আর কতকাল থাকবে বসে, জাগো মোমিন ভাই!
পথহারাদের আলোর পথে, আমরা নিতে চাই!
ভেঙে ফেলো অন্ধকারের, তিমির কারাগার!
খোদার পথে রুখতে পারে, এমন সাধ্য কার ?
সঙ্গী যাদের আল্লাহ প্রভু, তাদের কীসের ভয় ?
পৃথিবীর বুকে শান্তির বাণী, পৌঁছাবো নিশ্চয়!
দেখছ না আজ বিশ্বজুড়ে জ্বলছে নূরের বাতি ?
জলদি এসো, কারা হবে, খোদার নূরের সাথী?
দিনগুলো তো যাচ্ছে মরে, জাগবে নাকি তবু ?
ডাকছে মহান যুগের ইমাম, ডাকছে মহাপ্রভু!

সময়ের কৃষিবার্তা: পেঁপে চাষ

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

পেঁপে অতি গুণের সবজি
ফলও উঁচুমানের
পেঁপে বেচে গরীব চাষী
মালিক অনেক ধনের

পেঁপে খুব উন্নত গুণের একটি সবজি। সারা বছরই এর চাষ করা যায়। পেঁপে চাষে খুব বড় পরিসরের জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাড়ির আনাচে-কানাচে রৌদ্র যুক্ত স্থানে এর চাষ করা যেতে পারে। বাড়ির ছাদে ড্রামেও এর চাষকরা যায়। ঘরের গৃহিণীগণ একটু যত্নশীল হলেই এমনি পদ্ধতিতে পেঁপে চাষ করে আনন্দ লাভ করতে পারেন।

পেঁপের গুণাগুণ সবজি এবং ফল উভয় ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ। শিশু-বৃদ্ধ, সুস্থ-রোগী সবার জন্যই পেঁপে সবজি উত্তম। সবার কাছেই সমাদৃত। পেঁপে সবজি রোগীদের জন্য উত্তম পথ্য। এই সবজি পছন্দ করে না এমনজন কেউ নেই। সবজি হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পেঁপেকে ধোয়ার পর কাটতে হবে। কাটার পর ধোয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ তাতে পেঁপের কষ বিনস্ট হয়ে যায়। পেঁপের কষ হজমের কাজে উত্তম ভূমিকা রাখে। সুতরাং এর কষ যাতে বিনষ্ট না হয় তৎপ্রতি সূক্ষ্মভাবে খেয়াল রাখতে হবে। কাঁচা পেঁপে এমনিতেও খাওয়া ভাল। জন্ডিজ, ডায়াবেটিজ রোগের উপশম হয়। পেঁপে ভাজি চমৎকার মজাদার খাবার।

ফল হিসাবেও পেঁপে সভার পছন্দনীয়। খেতে সুস্বাদু। হলুদ লালে মিশ্রিত এর রং দেখতে চিত্তাকর্ষক। তাহলে আসুন সবজি ও ফল হিসাবে যে পেঁপের এতসব অবদান তার চাষ কৌশল নিয়ে কিছু কথা জেনে নেই।

পেঁপের বীজ সংগ্রহ কৌশল :

পেঁপের আকার সাধারণত দুই সাইজের হয়ে থাকে। গোলাকৃতির ও লম্বা ধরণের যার মাঝখানটা কিছুটা চিকন। গোলাকৃতির পেঁপে হতে বীজ নেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এ আকৃতি বীজহতে পুরুষ গাছ জন্মায়। বীজ নিতে হবে লম্বাকৃতি পেঁপে হতে। শর্ত হলো- পেঁপেটি অবশ্য অবশ্যই গাছপাকা হতে হবে। আকারে বড়, রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় নাই এমন গাছ হতে পেঁপে সংগ্রহ করতে হবে। লম্বাকৃতি পেঁপেটি পিছনের দিকের প্রায় ২ ইঞ্চি ও সামনের দিকের ২ ইঞ্চি কেটে বাদ দিয়ে মাঝখানের অংশ হতে পর্দা দিয়ে ঢাকা বীজগুলিকে চারা উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করতে হবে। পর্দাবিহীন বীজগুলি নেয়া যাবে না। কারণ তা থেকে পুরুষ গাছ জন্মে। সংগৃহীতবীজগুলি চাটাইয়ে রেখে ২/৩ দিন ছায়া রৌদ্রে শুকিয়ে বৈয়ামে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। বৈয়ামের মুখ উত্তমভাবে বন্ধ করে বৈয়ামটিকে শীতল জায়গায় রাখতে হবে। তীব্র তাপযুক্ত স্থানে রাখা যাবে না।

জাত নির্বাচন :

শাহী পেঁপে, থাই ও দেশীয়জাত।

রোপণের সময় :

শাহী পেঁপে সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে বর্ষার প্রারম্ভেই পেঁপে চাষ করা ভাল।

জমি নির্বাচন :

পেঁপে গাছ এর গোড়ায় দাঁড়ানো পানি মোটেই সহ্য করতে পারে না। পেঁপে, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল গাছ এদের গোড়ায় দাঁড়ানো পানি পেলে ফলন কমে যায় অতঃপর গাছ মরে যায়। বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। বৃষ্টি ও পানি জমেনা এমন দো-আঁশ ও পলি দো-আঁশজমি পেঁপে চাষের জন্য উত্তম। হালকা বেলে মাটিতেও পেঁপে ভাল জন্মে। এঁটেল ও পাথুরে মাটিতে পেঁপে চাষ করা নিষেধ। মোটেই ফলন ভাল হবে না।

চারা তৈরী :

বীজ থেকেই পেঁপের বংশ বিস্তার হয়। পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন উত্তম। এতে করে চারা দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। ১২-১৫ সে. মি. আকারের ব্যাগে অর্ধেক মাটি, বালি ও অর্ধেক পচা গোবর / জৈব সার মিশিয়ে তাতে বীজ লাগাতে হবে। প্রতিটি ব্যাগে সদ্য সময়ের বীজ হলে ১টি ও পুরাতন বীজ হলে ২টি করে বীজ পুঁতে দিতে হবে।

ব্যাগের তলায় ২/৩টি করে ছিদ্র করে দিতে হবে যাতে করে ব্যাগের তলায় পানি জমে চারার গোড়া পচে না যায়। একটি ব্যাগে একাধিক চারা রাখা বাঞ্চনীয় নয়। ২৫-৩০ দিন বয়সের চারায় ১লি: পানিতে ২ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে করে চারার বাড়-বাড়তি দ্রুত হবে। চারার বাড়তি সবুজ ও দ্রুত হলে সার ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ২মি. X ২মি. দূরত্বে (অর্থাৎ ৮০ ইঞ্চি X ৮০ ইঞ্চি) চারা রোপণ করলে এক হেক্টর (৭.৫ বিঘা) জমির জন্য ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) চারার প্রয়োজন হবে। এরজন্য চারা উৎপাদন প্রায় তিনগুণ করা উচিত। ১৫০-২০০ গ্রাম বীজ হতে সমসংখ্যক চারা পাওয়া যাবে। দেড় থেকে আড়াই মাস বয়সের চারা জমিতে রোপণ করা যায়।

গর্ত তৈরী :

২ ফুট প্রস্থ ২ ফুট দৈর্ঘ ও ২ ফুট গভীরাকারে গর্ত করে গর্তে ৫-৭ দিন রোদ লাগাতে হবে। এতে করে গর্ত জীবানু মুক্ত হবে। পরে গর্তের নীচের মাটি উপরে ও উপরের মাটি নীচে দিয়ে মাটি বালি ও পচা গোবর মিশ্রিত করে গর্তটিকে ভরে দিতে হবে। গর্ত ভরার ১০-১২ দিন পর তাতে ২-৩টি করে চারা রোপণ করতে হবে। চারায় ফুল আসলে ১টি স্ত্রী গাছ রেখে বাকী ২টি গাছ কেটে

ফেলতে হবে। তবে জমিতে পরাগায়ণের সুবিধায় প্রতি ১০টি গাছের জন্য ১টি পুরুষ গাছ থাকা বাঞ্চনীয়।

পানি নিষ্কাশন :

জমিতে কোন অবস্থায়ই পানি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এরজন্য জমিতে সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সারির চতুরদিক নালা করে দিতে হবে যেন বৃষ্টি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সে পানি সহজে নিষ্কাশন হয়।

সার ব্যবহারের পরিমাণ :

সারের নাম	প্রতিগর্তে
ইউরিয়া	৫০০-৫৫০ গ্রাম
টিএসপি	একই পরিমাণ
এমওপি	একই পরিমাণ
জিপসাম	২৪০-২৫০ গ্রাম
বোরাক্স	৩০ গ্রাম
জিংক সালফেট	২০ গ্রাম
জৈব সার (পচা গোবর)	১৫ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি :

চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা আসলে (২০-২৫ দিন পর) ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রতি গাছের কিছুটা দূরে ৫০ গ্রাম করে প্রয়োগ করতে হবে। তবে ইউরিয়া সার পানিতে মিশিয়েও ব্যবহার করা যায়। গাছে ফুল আসা শুরু করলে এই সারের মাত্রা দ্বিগুণ করা দরকার। এই দুই প্রকারের সার ব্যতীত অন্যান্য সবটুকু সার এক সাথে গাছ লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণোত্তর গাছের পরিচর্যা :

গাছকে ঝড়-তুফানের ক্ষতি হতে রক্ষাকল্পে বাঁশের কঞ্চি কিংবা লাঠি পুতে তার সাথে বেঁধে দিতে হবে। জমির আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। আগাছা গাছের খাদ্যে ভাগ বসায়। পোকামাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ বাড়ে। জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বালাই পরিচর্যা :

পেঁপের ঢলে পড়া রোগে (Damping off) গাছের প্রচুর ক্ষতি করে। ব্যাপকভাবে গাছ মারা যায়। এ ছাড়া এ রোগের জীবানুর আক্রমণে বর্ষা মৌসুমে গাছে কান্ড পচা রোগ হয়ে থাকে। বর্ষার পানিতে এ রোগের জীবানু চতুর পাশে ছড়িয়ে একের পর এক গাছ আক্রান্ত হতে থাকে। ফলন হ্রাস পায়। ফলে কৃষক ভাইয়েরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হন। এছাড়া অনেক সময় জিংকের অভাবে মোজাইক রোগের (গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া) আক্রমণ শুরু হয়।

প্রতিকার :

১. গাছের গোড়ায় কোনভাবেই পানি জমতে দেয়া যাবে না।

২. রোগাক্রান্ত চারা গাছ মাটি হতে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩. চারা গজানোকালে বীজতলা ফরমাল ডি হাইড (৫%) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

৪. প্রতি ৭ দিন অন্তর ১ লি. পানিতে ২-৩ গ্রাম রিডোমিল এমজেড- ৭২ মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৫. জিংকের অভাবে গাছে মোজাইক রোগ দেখা দিলে (গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া) প্রতি গাছের গোড়ার অদূরে ৫-১০ গ্রাম জিংক সালফেট দিলে রোগের আক্রমণ হতে গাছকে রক্ষা করা যায়।

৬. এছাড়া গাছের পাতায় ১লি. পানিতে অর্ধ গ্রামেরও কম জিংক মিশিয়ে স্প্রে করলে এ রোগের প্রকোপ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ :

পেঁপের কষ যখন জলীয়ভাব হয় অর্থাৎ দুধের মত সাদা রং ধারণ করে তখন সবজির জন্য তা সংগ্রহ করা যায়। আর পেঁপের উপকারি ভাগ যখন হলুদ হয়ে উঠে তখন তা ফল হিসাবে সংগ্রহ করা যায়।

প্রবাদ আছে-

যদি চাও বল
(তবে) খাওয়ার পরে ফল।
খালি পেটে জল
ভরা পেটে ফল।

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কিছু না কিছু ফল রাখা উচিত। সুস্বাস্থ্যের জন্য ইহা খুবই প্রয়োজন। বহুমূত্র রোগীগণকে ডাক্তারের পরামর্শ মতে ফল খাওয়া উচিত। তাই সবাইকে সাধ্য মতে ফল উৎপাদনের চেষ্টা নেওয়া দরকার।

হিফযুল কুরআন ক্লাশে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর অধীনে পরিচালিত হিফযুল কুরআন ক্লাশে নতুন ছাত্র ভর্তির জন্য স্থানীয় জামা'ত হতে মেধাবী যোগ্যতাসম্পন্ন নিম্নলিখিত ছাত্রদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

১। ছাত্রকে অবশ্যই ৫ম শ্রেণি পাশ ও মেধাবী হতে হবে। (কারণ: হিফয পড়ার সাথে সাথে জামা'তের তত্বাবধানে স্কুলে পড়ারও ব্যবস্থা থাকবে।)

২। কুরআন শরীফ নাযেরা ও ভালভাবে পড়া জানতে হবে।

৩। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ছাত্রদের এক মাস হাফেয সাহেবের অধীনে পড়ার পর চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হবে।

৪। আবেদনকারী ০১ কপি রঙিন ছবি, একাডেমিক কাগজপত্র (মার্কসিটসহ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের স্বাক্ষরসহ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং তারিখের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১-এর বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ই-মেইলের মাধ্যমেও দরখাস্ত পাঠাতে পারবেন।

ইনসান আলী ফকির
সেক্রেটারী, তালীমুল কুরআন ও ওয়াক্‌ফে আরজী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১, ফোন: ০১৭১৬ ৯৭৩৩৭৭, ০১৬১৬ ৯৭৩৩৭৭
E-mail: insanaliamjb@gmail.com

সংবাদ

সংকলন: মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/০৭/২০১৯ তারিখ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। বিকাল ৩-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা তৈয়্যবা বেগম, অত:পর এর বাংলা তরজমা করেন মোহতরমা তাহমিন ফায়েজ মিতু। দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরমা আবেদা চৌধুরী। বাংলা নযম পরিবেশন করেন খাওলাদিন উপমা। তারপর বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালবাসা' মোহতরমা ফারজানা আক্তার, 'শেষ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন' মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এর ওপর বক্তব্য পেশ করেন মোহতরমা মাসুমা শামীম। তারপর মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মাসুমা শামীম, খাওলাদীন উপমা ও মরিয়ম বেগম কবিতা। অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৪৬ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মেহমান ছিল ২ জন, নও মোবাঈন, লাজনা ও নাসেরাত ১৪ জন। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে একজন বোন বয়আত গ্রহণ করেন।

দিলরুবা বেগম
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৬/২০১৯ তারিখ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা রোকসানা মঞ্জুর ডলি, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মোহতরমা ফাতেমা আহমেদ মুক্তি, জেলা সদর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা খাদিজা ইসলাম নভীদ। হাদীস পাঠ করেন মোহতরমা রেহেনা পারভীন হেনা। দোয়া পরিচালনা করেন জেলা সদর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সাহেবা। এরপর নযম পেশ করেন মোহতরমা আয়শা কমল সেতু। নসীয়্যত মূলক বক্তব্য পেশ করেন জেলা সদর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সাহেবা। মলফুযাত পেশ করেন মোহতরমা শামীমা ইয়াসমিন। ৩১ তম বার্ষিক ইজতেমার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান ইজতেমা। মোহতরমা আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। এরপর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয়। আল্লাহ্‌র রহমতে ইজতেমায় প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল সন্তোষজনক। যোহর নামায ও খাওয়ার পর খেলাধূলা এবং শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অত:পর সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী পর্ব শুরু হয়। সবশেষে দোয়া ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা সমাপ্ত হয়। ইজতেমার উপস্থিতি ছিল মোট– ১০০ জন লাজনা সদস্যা। এর মধ্যে লাজনা ৩২ জন, নাসেরাত ৬ জন, নওমোবাঈন ৪৭ জন, শিশু ৪ জন, মেহমান ১১ জন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মেহেদী উৎসব অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০৬/২০১৯ রোজ রবিবার ২৯ রমযান-এ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে বাদ ইফতার মেহেদী উৎসব পালন করা হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা আসিয়া আমান (নোভা) সহকারী জেনারেল সেক্রেটারী খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাফিয়া সুলতানা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। এরপর মেহেদী উৎসবের কার্যক্রম শুরু হয়। লাজনা নাসেরাতসহ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৫ জন।

রোকসানা মঞ্জুর
ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

২৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জুলাই ২০১৯ লাজনা ইমাইল্লাহ ঘাটুরার ২৩তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা রেহেনা খায়ের, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। কুরআন তেলাওয়াত, আহাদ পাঠ এবং সভানেত্রী সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সভানেত্রী সাহেবার বক্তব্য, পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ৬৭ জন, নাসেরাত ২৩ জন, শিশু ১৮ জন এবং মেহমান ৪ জন মোট ১১২ জন উপস্থিত ছিলেন।

রুবী দুলাল
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা-২০১৯ অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৭/২০১৯ তারিখ রোজ সোমবার বায়তুস সুবহান মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী মজলিসের উদ্যোগে দিনব্যাপী বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা সুষ্ঠুভাবে সু-সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা ফাতেমা আহমদ জেলা- সদর। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, দোয়া, আহাদ পাঠ ও নযম এবং সভানেত্রী সাহেবার উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর গ্রুপ অনুযায়ী তেলাওয়াত, নযম কাসিদা, বক্তৃতা ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। দুপুরে খাবার ও নামাযের বিরতীর পর দ্বিতীয় অধিবেশনের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণীর পর্ব এবং বিশেষ অতিথির ও সভানেত্রী সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত ইজতেমায় লাজনা ৪২ জন, নাসেরাত ১৮ জন, শিশু ৭ জন, আতফাল, ৬ জন, মেহমান ১৩ জন সহ মোট ৮৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

বেগম শাহানারা মাগফুর
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্

১৭তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনের ৩ দিনব্যাপী ১৭তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন-২০১৯ গত ১২/০৬/২০১৯ তারিখ রোজ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাস ও সম্মেলনে অত্র অঞ্চলের ১০টি জামাত হতে ৬০ জন ওয়াকফে নও (জামাতসমূহ– ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কোড্ডা, বিষ্ণুপুর, তারুয়া, ঘাটুরা, নাটাই, ভাদুঘর, জামালপুর, শালগাঁও ও সিলেট) ও ৪০ জন পিতামাতা অংশগ্রহণ করে। ৩ দিনব্যাপী উক্ত ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মোহতরম আফসার মোল্লা সেক্রেটারী ওয়াকফে নও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ওয়াকফে নও পিতামাতার দায়িত্ব এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ওয়াকফে নও স্কীমের গুরুত্ব এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা জহিরউদ্দীন আহমদ, মাসুম আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে আগত ওয়াকফে নওদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাগণ সক্রিয় সহযোগিতা করেন। সকলের জন্য দোয়ার আবেদন রইল।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার
সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

গত ১৬/০৮/২০১৯ তারিখ সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ দিনের জন্য ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয়। এই ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে সকাল ৮টা হতে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট পর্যন্ত রুগী দেখে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। মোট ৮৪ জন রুগী দেখা হয়। এরমধ্যে আহমদী, নন আহমদী ও হিন্দু রোগীও ছিল। ক্যাম্পে ডাক্তার ছিলেন ওয়াকফে নও ডা: মাহমুদ আহমদ পল্লব। সহকারী ছিলেন খাদিজা আহমদ। এই ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন ও পরিচালনা করেন জনাব এস, এম আবু আহমদ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আরো বেশী বেশী খেদমত করার তৌফিক দান করুন।

এস, এম আবু আহমদ
বিভাগীয় ওয়াকফে নও সক্রেটারী
খুলনা

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণ আহমদী পাড়ার মরহুম মাহতাব উদ্দিন এর স্ত্রী জাহানারা বেগম গত ২৬ জুন রোজ বুধবার ভোর ৫:০০ ঘটিকার সময় বার্ধক্যজনিত কারণে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। তিনি ৩ ছেলে ও ৬ মেয়ে এবং বহু নাতী-নাতনী রেখে গেছেন। মরহুমা পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত পড়তেন এবং তাহাজ্জুদ নামাযও আদায় করতেন। মরহুমা মজলিসের চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি গরিব মিসকীনদের টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। খেলাফতের প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা। সুস্থ্য থাকতে হুযূরের খুতবা নিয়মিত শুনতেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং আমাদের সকল ভাই-বোনদের শোক কাটিয়ে ওঠার তৌফিক দান করেন।

ওবায়দুর রহমান স্বপন
দক্ষিণ আহমদী পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক হতে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোকনা কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

New Vol. No. 82 | 4th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st August, 2019 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

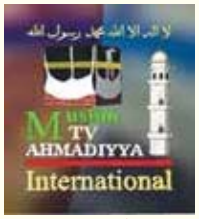

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)